উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

তালিকা প্রকাশেও ফেল করল কমিশন ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
২৮° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন

জামায়াতের দিকে বন্ধুত্বের হাত ট্রাম্পের ১১

বন্দে মাতরমের অসম্মানে এবার জেল! ইঙ্গিত কেন্দ্রের বৈঠকে ১১

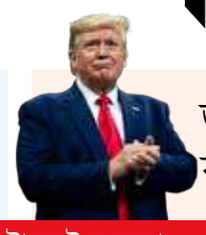

১১ মাঘ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 25 January 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 247

মেয়েকে কটূক্তি, ভাঙচুর করে ধৃত বাবা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৪ জানুয়ারি : ইভটিজিংকে কেন্দ্র করে রীতিমতো ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটল। কটূক্তির প্রতিবাদ করায় দুষ্কৃতীরা এক স্কুল পড়ুয়াকে এলোপাতাড়িভাবে কুপিয়েছে। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই পড়ুয়া বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে, মেয়েকে কটূক্তি করায় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দোকান ভাঙচুরের পাশাপাশি লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার সরস্বতীপুজোর দিন এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত ভাটোল ফাঁড়ি এলাকা ব্যাপক উত্তপ্ত হয়। পুলিশ প্রথম ঘটনায় শংকর মাহাতো ও অভিষেক মাহাতো নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তারা রায়গঞ্জ থানার মহিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কান্তর গ্রামের বাসিন্দা। অন্যদিকে, দোকান ভাঙচুরের ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি মহিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহিনীগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা।

ধৃতদের শনিবার রায়গঞ্জ মুখ্যবিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হয়। সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ বলেন, 'পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করেছে। বিচারক প্রথম দুজনকে চারদিন এবং অন্যজনকে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।' ঘটনার তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রথম ঘটনাটি রায়গঞ্জ থানার বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৈরবী মন্দির প্রাঙ্গণে ঘটে। সেখানে সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলায় বিন্দোল হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির একদল পড়ুয়া ঘুরতে গিয়েছিল। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

DESUN HOSPITAL SILIGURI

যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে

• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক • বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট

24x7 Emergency 90 5171 5171

মালদা শহরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক দখল করে সভা সিপিএমের। ভোগান্তি পোহাল আমজনতা। শনিবার।

আড়াই ঘণ্টা পথ আটকাল বামেরা

সভায় স্তব্ধ জাতীয় সড়ক

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৪ জানুয়ারি : প্রশাসন আর আদালতের অনুমতির তোয়াক্কা না করেই জাতীয় সড়ক আটকে সভা করল সিপিএম। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে লাল পতাকায় ঢেকে রইল জাতীয় সড়কের চারটি লেন। বিধানসভা ভোটের আগে মালদায় সিপিএমের জনসভায় ভিড় দেখে রাজনৈতিক মহল নড়েচড়ে বসেছে।

শনিবার সাতসকাল থেকে মালদা শহরের বুক চিরে চলে যাওয়া ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের চতুর্থ লেনে মঞ্চ বাঁধতে শুরু করে সিপিএম। প্রশাসনের কোনও বাধা, কোনও নির্দেশ যে আর মানা হবে না, তা সকাল থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বেলা একটা থেকে দলীয় পতাকা হাতে শহর তো বটেই, মালদার গ্রামগঞ্জ থেকে আসতে শুরু করেন সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা। বেলা যত বাড়তে থাকে শহরের রথবাড়ি এলাকা ততই ঢাকা পড়তে থাকে লাল পতাকায়। একে একে জাতীয় সড়কের চারটি লেনই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে পড়ে দূরপাল্লার কয়েকশো বাস, গাড়ি। মঞ্চ থেকে মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, শতরূপ ঘোষদের বারবার বলতে শোনা যায়, সাধারণ মানুষের এই অসুবিধার জন্য আমরা আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আর আপনাদের হয়রানের জন্য দায়ী জেলা প্রশাসন। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সরাসরি বলেই দেন, 'এই দায় নিতে হবে প্রশাসনকে।' মালদার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আমরা খতিয়ে দেখছি। অনুমতি না থাকলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এদিন শিলিগুড়ি থেকে বহরমপুরগামী দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার একটি বাস আটকে পড়ে। সেই বাসে বিপুল সংখ্যক যাত্রী থাকলেও অধৈর্য হয়ে এক এক করে সকলেই নেমে যান। ওই বাসের যাত্রী ছিলেন জঙ্গিপুরের বাসিন্দা ওমর শেখ। তিনি কিছুক্ষণ সভাস্থলে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শোনেন। আর এরপরেই তাঁর মন্তব্য, 'সত্যি কথা, প্রশাসনকেই দায় নিতে হবে। আজ কোনও ময়দানে সভা হলে এমন হেনস্তা হত না তো আমাদের।' ফরাক্কাগামী অপর একটি বাসের যাত্রী সৈকত বসু মন্তব্য করেন, 'বাড়ি পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে। অনেক কাজ ছিল। বাড়ি যাওয়া অত্যন্ত জরুরি। তাই রথবাড়ি থেকে কিছুটা হেঁটে গৌড়কন্যা বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে অন্য বাসে উঠব। যা পরিস্থিতি, এই যানজট ছাড়তে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।'

মালদায় সিপিএমের জনসভার প্রস্তুতি চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। মালদা শহরের বৃন্দাবনী ময়দানে জনসভা করার জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন করা হয়। কিন্তু শেষমুহূর্তে প্রশাসনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, মাঠ দেওয়া যাবে না। খেলা রয়েছে। এরপর বৃন্দাবনী ময়দানে জনসভা করতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় সিপিএম। হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ জেলা প্রশাসনকে ওই জনসভা মালদা কলেজ মাঠে করতে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। এনিয়ে ফের আদালতের দ্বারস্থ হয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার রাতে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, পরীক্ষার জন্য মালদা কলেজ মাঠে জনসভা করা যাবে না। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

'বিডিও'র সম্পত্তি বাজেয়াপ্তর আবেদন করবে পুলিশ

প্রভাবশালী বন্ধুই রক্ষাকবচ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে কোথায় পালিয়ে গেলেন স্বর্ণ কারিগর স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ করে খুনের পর দেহ লোপাটের চেষ্টায় অভিযুক্ত 'বিডিও' প্রশান্ত বর্মন? এই প্রশ্নই এখন রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের অন্দরে ঘুরপাক খাচ্ছে। আত্মসমর্পণ না করায় প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করতেই হবে পুলিশকে। প্রশান্ত ইস্যুতে তাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। তাই এবার মান বাঁচাতে আটঘাট বেঁধে নামতে চাইছে বিধাননগর কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ। প্রশান্তর সম্ভাব্য কয়েকটি গোপন ঘাঁটি চিহ্নিত করেছেন গোয়েন্দারা। তাতে প্রথমেই রয়েছে দিল্লির নাম। দেশের রাজধানীর এক অত্যন্ত প্রভাবশালী আইন বিশেষজ্ঞের বন্ধুর বাগানবাড়ি অথবা ঘনিষ্ঠ এক ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকের পৈতৃক বাংলোতে গা-ঢাকা দিতে পারেন প্রশান্ত। গোয়েন্দাদের একাংশের মতে, উত্তরপ্রদেশ হয়ে নেপালে চলে যেতে পারেন 'বিডিও'। অন্য অংশ বলছে, লুকোনোর জন্য কেএলও প্রধান জীবন সিংহের শরণাপন্ন হতে পারেন তিনি। সেক্ষেত্রে তাঁর আস্তানা হতে পারে অসম।

কেন দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশের পরেও আত্মসমর্পণ করলেন না প্রশান্ত তা নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে। প্রশাসনিক মহল থেকে দু'রকমের মত উঠে আসছে। সূত্র বলছে, এখনও প্রশান্তকে বাঁচাতে চাইছেন বর্তমানে দিল্লির বাসিন্দা এক আইন বিশেষজ্ঞ। তিনিই নানাভাবে বিভিন্ন মহলে কলকাঠি নেড়ে যাচ্ছেন। অসুস্থতা বা আদালতের নির্দেশ পেতে দেরি অথবা অন্য কোনও টেকনিকাল কারণ দেখিয়ে আত্মসমর্পণের বিকল্প রাস্তা বের করা যায় কি না তার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ওই ব্যক্তি। সম্ভবত তাঁর পরামর্শেই আপাতত গা-ঢাকা দিয়েছেন প্রশান্ত। দীর্ঘদিন থেকে অত্যন্ত প্রভাবশালী ওই আইন বিশেষজ্ঞই প্রশান্তর মূল রক্ষাকবচ। তাঁর দৌলতেই রাজনৈতিক মহলে প্রভাব বাড়ে 'বিডিও'-র। তবে ভোটের মুখে প্রশান্তর দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন নেতারা। যাঁরা এতদিন তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন বা নীরব প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশের পর তাঁরাই এখন ধীরে ধীরে দূরত্ব তৈরি করতে চাইছেন। পদস্থ আমলাদের কেউ কেউ মনে করছেন, আত্মসমর্পণ করলে আদৌ কেউ পাশে থাকবেন কি না সেই সংশয় থেকেই প্রশান্ত পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

SARDAR JODH SINGH
FOUNDER CHAIRPERSON, JIS GROUP
(1st February, 1920 - 25th January, 2018)

SARDARNI SATNAM KAUR
FORMER CHAIRPERSON, JIS GROUP
(15th April, 1929 - 11th January, 2022)

You are cordially invited to the annual memorial gathering in honor of our beloved Babuji Sardar Jodh Singh and Mataji Sardarni Satnam Kaur.

Bhai Saheb Bhai Jaskaran Singh ji Patiala Wale, Hazuri Ragi Sri Darbaar Sahib Amritsar & Bhai Saheb Bhai Baljeet Singh Ji U S A Wale, followed by Guru Ka Langar at Dunlop Gurudwara on 25th January, 2026 from 11AM onwards.

The JIS Family

JIS GROUP

বৌকে বিয়ে দিয়ে কুপিয়ে খুন

ধূপগুড়ি শহরের এই কাহিনী হার মানাবে যে কোনও সাইকোলজিক্যাল থ্রিলারকেও। নিজের স্ত্রীকে এক সপ্তাহ আগেই প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে করুণ পরিণতি।

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : গত রবিবার এক পরকীয়া প্রেমের পরিণতিতে স্বামী নিজের উদ্যোগে স্ত্রীকে বিয়ে দিয়ে তুলে দিয়েছিলেন প্রতিবেশী তরুণ প্রেমিকের হাতে। ১৫ বছরের দাম্পত্যজীবন, ১৩ এবং ৭ বছরের দুই সন্তান রেখে তরুণী স্ত্রী নতুন ঘর বেঁধেছিলেন প্রেমিকের সঙ্গে। কিন্তু সপ্তাহ ঘোরার আগেই প্রাক্তন স্বামীর নৃশংস প্রতিশোধস্পৃহায় প্রাণ দিতে হল তাঁকে।

শনিবার সকালে পুর এলাকার ২ নম্বর ওয়ার্ডের রায়পাড়ার ঘটনায় গা শিউরে ওঠে শহরবাসীর। প্রাক্তন স্ত্রীর নতুন শ্বশুরবাড়িতে চড়াও হয়ে এলোপাতাড়ি কোপে তরুণীকে খুন করে রক্তমাখা অবস্থায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে থানায় পৌঁছে আত্মসমর্পণ করেন স্বামী।

ধূপগুড়ি থানা সূত্রে খবর, মৃত সোমা রায় বর্মনের (৩৫) বোনের দায়ের করা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা রুজু হয়েছে প্রাক্তন স্বামী শ্রীকান্ত রায়ের বিরুদ্ধে।

এদিন বেলা বাড়লে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে জলপাইগুড়ির পুলিশ মর্গে পাঠান ধূপগুড়ি থানার কর্মীরা। রবিবার আদালতে তোলা হবে শ্রীকান্তকে। মৃতার বর্তমান স্বামী চিরঞ্জিৎ রায় বলেন, 'আমি কাছেই জমিতে কাজে গিয়েছিলাম। চিৎকার শুনে দৌড়ে আসি কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ।'

তরুণীর বর্তমান শাশুড়ি সুশীলা রায় বৌমাকে বাঁচাতে গেলে তাঁর দিকেও শ্রীকান্ত অস্ত্র হাতে তেড়ে যান। দুই পরিবারের প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বছর ১৫ আগে পাশের কোচবিহার জেলার ফুলবাড়ি এলাকার সোমা বর্মনের সঙ্গে বিয়ে হয় ধূপগুড়ি রায়পাড়ার শ্রীকান্ত রায়ের। বছর দুয়েক আগে প্রতিবেশী চিরঞ্জিৎ রায়ের সঙ্গে সোমার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কথা জানাজানি হয়। এলাকাবাসীর দাবি, তখনও স্ত্রীর প্রতি মারমুখী হয়ে উঠেছিলেন শ্রীকান্ত। শেষপর্যন্ত সালিশি সভায় মিটমাটের মাধ্যমে সে যাত্রায় সংসার অটুট রইলেও সোমা-চিরঞ্জিতের সম্পর্কে ছেদ পড়েনি। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও আত্মীয়ের সহায়তায় জটিল কাজের সমাধান। বাবার পরামর্শে নতুন ব্যবসার উদ্যোগ নিতে পারেন। সংসারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্যের কারণে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। কোনওরকম প্রলোভন সামনে এলেও তা আপনার পক্ষে অশুভ। ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে খরচ বাড়বে। এ সপ্তাহে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

বৃষ : সন্তানের সৃজনশীল কাজের জন্য নিজে গর্বিত হবেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞের পরামর্শ জরুরি। সপ্তাহ ধরেই উদ্বেগ থাকতে পারে। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। আপনার অহংকার এবং উদ্ধত আচরণের জন্য পারিবারিক সমস্যা বাড়তে পারে।

মিথুন : ব্যবসায় বাড়তি অর্থলাভ হবে। আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। অধিক ভোগেচ্ছাকে দমন করার চেষ্টা করুন। প্রেমের সঙ্গীকে অকারণে ভুল বুঝে সমস্যা তৈরি হবে। এ সপ্তাহে একটু দেখেশুনে চলাফেরা করুন।

কর্কট : বিভিন্ন রকমের ব্যবসা শুরু করার চিন্তা মাথায় আসবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করুন। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা খুবই প্রয়োজন। কোনও অপরিচিত ব্যক্তি আপনাকে ব্যবহার করে তার উদ্দেশ্য পূরণ করার সুযোগ নেবে। কর্মপ্রার্থীরা চাকরির ক্ষেত্রে লোভনীয় প্রস্তাব পেতে পারেন। দাম্পত্যে সামান্য অশান্তি।

সিংহ : নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। বহুদিনের কোনও বকেয়া ফিরে পেতে পারেন। বাড়ি সংস্কারের প্রয়োজন হবে। অহেতুক আবেগে অতিরিক্ত অর্থব্যয় এবং সমস্যা। প্রেমের সঙ্গীকে সব কথা খুলে বললেই সংকট কাটবে। ভুল সিদ্ধান্তের ফলে প্রচুর টাকা নয়ছয় হতে পারে। স্বাস্থ্যের সমস্যায় ভোগান্তি।

কন্যা : শরীরের দিকে নজর দিন। বিনিয়োগ নিয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না। ব্যবসায় এ সপ্তাহে বাড়তি বিনিয়োগ নিয়ে কারও পরামর্শ নিন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। আগ বাড়িয়ে কাউকে সাহায্য করতে যাবেন না।

তুলা : এ সপ্তাহে আপনার সৃজনশীলতা প্রত্যেকের প্রশংসা লাভ করবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা দূর হবে। পরিবারে ছোটখাটো মতবিরোধ। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। অতি ভোগেচ্ছায় সামাজিক সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে পারে। বাড়ি সংস্কারের প্রয়োজন হবে। দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্ন এ সপ্তাহে পূরণ হবে।

বৃশ্চিক : চাকরিক্ষেত্রে নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে হতে পারে। সংশয় থাকলেও তা গ্রহণ করুন। সহকর্মীরা সহায়তায় এগিয়ে আসবেন। দীর্ঘদিনের কোনও বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। পাওনা আদায়ে অতি সক্রিয়তা ক্ষতি করতে পারে।

ধনু : নিজের অজান্তেই কোনও অন্যায় কাজের সমর্থন করে মানসিক অশান্তি। দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদ পাবেন। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা ভালো। লোভ আপনার ক্ষতি করবে। কোনও মূল্যবান দ্রব্য ফেরত পেয়ে খুশি হবেন। সংসারের প্রয়োজনে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হবেন।

মকর : পাওনা আদায় হওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। বাড়িতে পুজার্চনার উদ্যোগ হলে অবশ্যই যোগ দিন। কোনও সুসংবাদ পেতে পারেন। আঘাতজনিত কারণে বন্ধ রাখতে হতে পারে কোনও প্রয়োজনীয় কাজ। স্ত্রীর বুদ্ধিতে বড় কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। অর্থ উপার্জন বৃদ্ধি পাবে।

কুম্ভ : বাবার সঙ্গে হঠাৎ সামান্য কারণে মতানৈক্য। বাড়ির কোনও কাজে অর্থ ব্যয় হলেও তা মানসিক শান্তি দেবে। কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে কাটিয়ে উঠতে পারেন কোনও জটিল সমস্যা। মাত্রাতিরিক্ত খরচে রাশ টানুন। পরিকল্পনামাফিক কাজে সাফল্য পাবেন। ব্যবসায় উন্নতি ও যোগাযোগ বাড়বে। বিদ্যুৎ, আগুন থেকে সাবধান।

মীন : দীর্ঘদিন পরে প্রিয়জনকে কাছে পেয়ে খুশি হবেন। সৃজনশীল কাজে স্বীকৃতি মিলবে। চাকরিক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ মিলবে। দাম্পত্যে অশান্তি হতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে আবেগে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারেন। সর্দি-জ্বরে ভোগান্তির সম্ভাবনা। প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির হস্তক্ষেপে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ৯ মাঘ, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১১ মাঘ, সংবৎ ৭ মাঘ সুদি, ৫ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।১৪। রবিবার, সপ্তমী রাত্রি ৯।৪। রেবতীনক্ষত্র দিবা ১২।১৩। সিদ্ধযোগ দিবা ১১।১৫। গরকরণ দিবা ৯।৫৯ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৯।৪ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ১২।১৩ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৯।৪ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-বায়ুকোণে, রাত্রি ৯।৪ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ১০।২৯ গতে ১।১১ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২৯ গতে ৩।৮ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১২।১৩ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১।১১ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, সন্ধ্যা ৫।২৮ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতেও নিষেধ, রাত্রি ৯।৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন দীক্ষা বিপণ্যারম্ভ, দিবা ১০।২৯ মধ্যে সাধভক্ষণ ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।১ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ১।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৭ গতে ৭।৮ মধ্যে ও ১২।১৭ গতে ৩।৪২ মধ্যে। অমৃতযোগ-দিবা ৭।১ গতে ৯।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৮ গতে ৮।৫১ মধ্যে।

দিল্লির কুচকাওয়াজে দিনহাটার রোহিত

কোচবিহার, ২৪ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণ করা প্রত্যেকটি এনসিসি ক্যাডেটের স্বপ্ন। এবছর সেই স্বপ্নপূরণ হল কোচবিহারের রোহিতরঞ্জন রায়ের। প্রজাতন্ত্র দিবসে নয়াদিল্লির কর্তব্যপথে আয়োজিত কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন তিনি। রোহিত ১/১৩ বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের এনসিসি ক্যাডেট। এবিএন শীল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তিনি বিগত প্রায় এক মাস ধরে দিল্লিতেই রয়েছেন। শনিবার ফোনে রোহিত বলেন, 'আমি ভীষণ উত্তেজিত। এটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো।'

বছর কুড়ির রোহিতের বাড়ি দিনহাটা বড় শৌলমারিতে। মা সবিতা দাস রায় বলেন, 'আমার ছেলে আগে অ্যাথলেটিক্সে ন্যাশনাল খেলে এসেছে। বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসে ছেলেকে টিভির পর্দায় প্যারেড করতে দেখব ভেবে এখন থেকেই আনন্দ হচ্ছে।' গত বছর জুলাই মাসে অসমের বরপেটায় আয়োজিত এনসিসি ক্যাম্পে প্রথম স্থান অর্জন করেন তিনি। এরপর

রোহিতরঞ্জন রায়।

সিকিম হয়ে কল্যাণী পর্যন্ত— মোট ১৭টি ক্যাম্প অতিক্রম করে জাতীয় শিবিরে সুযোগ পান তিনি।

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, ২৮+, M.Sc. (Math), B.Ed., TET, CTET, একমাত্র কন্যা, সুশ্রী, গৃহশিক্ষিকা, শিলিগুড়ি নিবাসী। এইরূপ পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি বা শিক্ষিত সচ্ছল পাত্র কাম্য। (M) 7679969196, 8509148680. (C/113667)

■ Gen., 28/5'-3", M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, শান্তস্বভাবের পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত যোগ্য ভদ্র পরিবারের ভদ্র পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। Mob : 8597635530. (C/119278)

■ পাত্রী SC (Malo), সুশ্রী, বয়স ২৯+, উচ্চতা ৫'-২", B.Sc. (Math Hons.), সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই, বয়স ৩৫-এর মধ্যে। Caste no bar. Mob.: 9475539578, 7001480224. (C/120042)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/119772)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রাথমিক শিক্ষিকা, 36, SC-এর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 7797974075. (C/112043)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 27/5'-4", MBBS পাত্রীর জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ (Doctor) পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ-9002630098 (7 P.M. to 10 P.M.). (C/119282)

■ ব্রাহ্মণ, 37, মাধ্যমিক, 5'-4", সুশ্রী, একমাত্র কন্যার সুচাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ ময়নাগুড়ির পাত্র চাই। (M) 7908950069. (S/C)

■ পিতা-মাতা (অবঃ সঃ কর্মী), একমাত্র সন্তান, কন্যা 30/5'-2", B.A. Comp. Dip., কায়স্থ পাত্রীর জন্য সুচাকুরে/সুব্যবসায়ী ঘরজামাই পাত্র চাই। যোগাযোগ-9434352445. (C/120047)

■ ঘোষ, 23/5'-3", M.A., Ben., দেবগণ, মধ্যবিত্ত, এরূপ পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত (ঘোষ) পাত্র কাম্য। (M) 7029489990. (C/120048)

■ ব্রাহ্মণ, (কাশ্যপ গোত্র), ২৮/৫'-৭", M.A., ফর্সা। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। (M) 8145300523, কোচবিহার। (C/119506)

■ রাজবংশী মেয়ে, বয়স 33, উচ্চতা 5'-5", স্থায়ী সরকারি চাকরিজীবী, একমাত্র সন্তান, পাত্রীর জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত পাত্র কাম্য। ফালাকাটা ব্লকের মধ্যে। Mob : 8927112169. (B/S)

■ কায়স্থ, 30+/5', M.A., B.Ed., উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুশ্রী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, কোচবিহার জেলার মধ্যে সুযোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 6294385034. (C/119512)

■ 26/5'-2", M.A., B.Ed., Eng. Hons., MNC-তে কর্মরতা, শিব গোত্র, শিলিগুড়ির মধ্যে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ সুপাত্র কাম্য। (M) 7029316524, 8388099363. (C/113673)

■ 33 বছর বয়সি, শিলিগুড়ি নিবাসী, ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9932920943. (C/120065)

■ মালদা, দাস, জন্ম ০৭.১২.৯৬, ৫'-৫", B.Sc., D.El.Ed., ফর্সা পাত্রীর জন্য সঃ/বেসঃ চাকরিজীবী অনূর্ধ্ব ৩৫ পাত্র চাই। (M) 9434371642. (C/120068)

■ সাহা, ৩৫/৫', সঃ চাকরি, পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি, অনূর্ধ্ব ৪০, কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার শহরের পাত্র চাই। (M) 9932390707. (C/119513)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ঘোষ, 35/5'-2", M.A. (Eng.), B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9734189905. (C/120103)

■ আলিপুরদুয়ার, কায়স্থ, পিতা-Ex. Rly. Officer, 32/5'-1", B.Com. (H), সুশ্রী কন্যার জন্য প্রতিষ্ঠিত ভালোমনের পাত্র কাম্য। (M) 7797459196 (5 P.M. - 10 P.M.). (C/120106)

■ Saha, 25+/5'-2", M.A. English, ফর্সা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9832366618, 9474334837. (C/120083)

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সুন্দরী, M.Sc., 23, কায়স্থ, 5'-3"। সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। 9832466374. (C/120084)

■ বারুজীবী দত্ত, 32+/5', Eng. (H), প্রাথমিক শিক্ষিকা। স্বঃ/অসঃ, চাকরি/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। জলপাইগুড়ি কাম্য। (M) 8101692289. (C/119300)

■ কায়স্থ, ২৯/৫'-২", Ph.D. পাঠরত, Eng. (IIT), এরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9647026447. (C/120202)

■ কুলীন কায়স্থ, 34/4'-9", ফর্সা, স্লিম, B.A. (Hons.), জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির মধ্যে সুশিক্ষিত উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9563111528. (C/120201)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 31+/5', M.A., B.Ed., বেঃ সঃ শিক্ষিকা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 8900538649, 8250537206. (C/120207)

■ পূঃ বঃ, কায়স্থ, 33+/5'-3", M.A., B.Ed., (Geo.), বেঃ সঃ শিক্ষিকা, স্লিম, সুশ্রী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। মোঃ 8944051857. (C/120203)

■ ক্ষত্রিয়, 30+/5'-2", সরকারি হেলথ (ANM) কর্মরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8016690615. (C/120087)

■ ব্রাহ্মণ, 1995, কলকাতা MNC কর্মরতা, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 9474028461. (C/120088)

■ জেনারেল, 31, BHMS, 5'-3", সুশ্রী, ফর্সা, একমাত্র কন্যার সরকারি/বেসরকারি চাকুরে, স্বঃ/অসবর্ণ সুপাত্র কাম্য। (M) 9733067702, 7980677976. (S/C)

■ কায়স্থ, 21+/5'-3", Computer Science, B.Tech., IT-তে কলকাতায় কর্মরতা, একমাত্র কন্যার জন্য সরকারি উচ্চপদস্থ চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9875482215. (C/119515)

■ পাত্রী-কোচবিহার, প্রাইমারি চাকরি, ৩৮/৫'-১", কোচবিহার বা দিনহাটার মধ্যে চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 7501452380. (C/119514)

■ ব্রাহ্মণ, ৩১/৫'-৩", M.A. পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, General পাত্র কাম্য। Mob.No. 7863937599. (C/120307)

■ Gen, 29/5'-3", B.A., D.El. Ed., সুশ্রী, শান্তস্বভাবের, একমাত্র কন্যা, দেবারি, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি অফিসার, নিজস্ব বাড়ি। উপযুক্ত সরকারি সুপাত্র চাই। (M) 9775409060. (C/120091)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, রাজপুত ক্ষত্রিয়, 29/5'-4", M.A., B.Ed., স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী/উপযুক্ত পাত্র কাম্য। 9474923425. (C/119791)

■ রাজবংশী, 28/5'-2", ফর্সা, Net ও Gate উত্তীর্ণ, Ph.D. (Math), IIT, ফাইনাল ইয়ার। প্রফেসর/ডাক্তার/A-Gr. অফিসার পাত্র কাম্য। (M) 8653869807. (C/1120091)

■ পাত্রী 45, M.A. Pass, 5'-2", জলপাইগুড়ি নিবাসী। উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 6290909271. (C/120210)

■ M.A. Eng., B.Ed., Techno School (Raiganj)-এর শিক্ষিকা, (26+), প্রতিষ্ঠিত, উচ্চশিক্ষিত পাত্র চাই। 9775435414. (C/120096)

■ M.A., B.Ed., বয়স ২৬/৫'-8", ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। যোগাযোগ মাধ্যম অভিভাবক। সন্ধে ৭ টা থেকে রাত্রি ১০ টার মধ্যে। ফোন নম্বর-8900516246. (C/120097)

■ পাত্রী SC, 28/5', M.A., D.El. Ed., ফর্সা, সুশ্রী, স্কুলে কর্মরতা (চুক্তিভিত্তিক), অনূর্ধ্ব 35 বছরের সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। (M) 9907332778. (D/S)

■ ব্রাহ্মণ, দেবারি, বৃশ্চিক, M.A. (Music), 24+, পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। কোচবিহার, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি সংলগ্ন উপযুক্ত সরকারি পাত্র চাই। ফোন-9434811451.

■ বয়স ২০, প্রকৃত সুন্দরী, ঘরোয়া, M.A. পাশ, পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 6296009923. (K)

পাত্র চাই

■ Age 30, ডিভোর্সি, সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-9230648112. (K)

■ 48, বিধবা, নিঃসন্তান, হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষিকা। পাত্র কাম্য (Age & Caste no bar). (M) 6297679754. (K)

■ কায়স্থ, ফর্সা, 31, M.A., D.Ed., শিলিগুড়ি নিবাসী। নেশাহীন পাত্র চাই। 7407859693. (C/120308)

■ মধ্যবিত্ত, 23 বছর, B.A. পাশ, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। 9733066658. (C/119790)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.A. (ইংলিশ) ও B.Ed. পাশ এবং গানে বিশারদ। এইরূপ ঘরোয়া পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/119790)

■ জন্ম সাল ১৯৯৭, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কন্যা সুশ্রী। সেন্ট্রাল গভঃ-এর পোস্টাল বিভাগে চাকরিরতা। এইরূপ পরিবারের কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/119790)

■ সাহা, জেনারেল, শিলিগুড়ি, 31/5'-3", M.A. (Bng.), শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 8145272732. (C/119791)

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 32/5'-4", MD মেডিক্যাল কলেজে Proff. পদে কর্মরতা, ডাক্তার পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। 9475444699. (C/119791)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, রাজবংশী, বয়স 29, উচ্চতা 5', M.A. পাশ, D.El. Ed., গৃহকর্মে নিপুণা, এইরূপ পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী যোগ্য পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 7679975768. (C/119791)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, M.A., B.Ed., জন্ম-1990/5'-3", ফর্সা, সুন্দরী, শান্তস্বভাবের, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর মেয়ের জন্য শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, অনূর্ধ্ব ৪০ পাত্র চাই। ফোন : 8918850806. (C/119795)

■ দেবনাথ, 31/5'-2", সরকারি চাকরিরতা (Group-B), সুশ্রী, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি, পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 37, সুশিক্ষিত, সরকারি পাত্র কাম্য। মোঃ 7319593025. (D/S)

■ পাত্রী কায়স্থ, 26/5'-2", নম্র, ভদ্র, সুশ্রী, M.Com. পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী শিলিগুড়ির সুপাত্র চাই। 7719347252. (C/119793)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৬, রাজবংশী, B.Sc. পাশ। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/119790)

পাত্রী চাই

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বিটেক, সেঃ গভঃ ইঞ্জিনিয়ার, 39+/5'-10", কয়েকদিনের বিবাহিত জীবন। ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিত, অবিবাহিত, অনূর্ধ্ব 34+ পাত্রী কাম্য। SC/ST বাদে Caste bar নেই। (M) 9002983458. (C/120046)

■ পাত্র নাথ, ৩৩/৫'-৮", শিক্ষা CA, জ্যোতিষে, চাকরি ও ব্যবসা, বই লেখে, নেশা নেই, মা পেনশনভোগী, নিজ বাড়ি, স্নাতক পাত্রী চাই। ৯১২৬৬৪৮৮৯৯. (C/119890)

■ পাত্র ৩৩+/৫'-৯", M.Tech. (Civil Structure), একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, স্লিম, ঘরোয়া, অনূর্ধ্ব ২৫-২৮, রাশি-মীন/বৃশ্চিক, দেব/দেবারিগণ পাত্রী চাই। ৯৪৩৪৪২৬৭১৬. (C/113666)

■ কর্মকার, শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩৫/৫'-৮", B.Com., CMA (Inter), MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য Working/Not working পাত্রী কাম্য, স্বঃ/অসবর্ণ চলিবে। 7001351130, 6296332181. (C/120053)

■ বাগচী, 35/6', B.Tech., ব্যাঙ্গালোর MNC-তে কর্মরত সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, বর্তমানে নিজ গৃহ শিলিগুড়িতে ওয়ার্ক ফ্রম হোম, বৃশ্চিক, দেবগণ, শাণ্ডিল্য গোত্র পাত্রের জন্য লম্বা, সুশ্রী, স্লিম, ফর্সা পাত্রী চাই। W/A : 9083232188. (C/120054)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, বয়স ৩২ ও M.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/113790)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, M.Com. পাশ ও বর্তমানে বেসরকারি ব্যাংক-এ চাকরিরতা। পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/119790)

■ কায়স্থ, 31/5'-4", Ph.D., দেবারি, মাঙ্গলিক, ফর্সা, সুন্দরী, বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি নিবাসী একমাত্র কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 8167510226. (C/119791)

■ শিক্ষিত পরিবার, পাত্রী সরকারি চাকরিরতা, 38/5'-4", সুশ্রী, Slim, সাংসারিক। 45 অনূর্ধ্ব, সুশিক্ষিত, সুউপায়ী, নেশাহীন যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9734423527, ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (C/119794)

■ নিঃসন্তান ডিভোর্সি, বয়স ৩৬, সুন্দরী, স্টেট গভঃ উচ্চপদে কর্মরত পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী ও চাকরিজীবী পাত্র চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/119790)

■ পাত্রী উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, বয়স ২৮, শিক্ষিতা, সুশ্রী, প্রাইভেট সেক্টরে কর্মরত পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/119790)

■ 39/5'-8", Am হিসাবে একটি LTD কোম্পানিতে কাজ করছে। শিক্ষিত, সুশ্রী পাত্রী চাই। Ph : 7872083516. (C/120063)

■ কায়স্থ (নাগ), 31/5'-8", আলিপুরদুয়ার শহর নিবাসী, সাউথ ইস্টার্ন রেলে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী, ২৩-২৮'এর মধ্যে 5'-4"-এর ওপরে রাক্ষসগণ ব্যতীত উত্তরবঙ্গের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। (M) 9434137964. (C/120104)

■ SC, বিশ্বাস, 32/5'-7", MCA, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের District Project Manager কর্মরত পাত্রের জন্য স্বঃ/অসঃ পাত্রী কাম্য। 9547811367. (C/113672)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-7", ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল শিক্ষক এবং বাড়িতে প্রাইভেট টিউশন, দাবিহীন একমাত্র পুত্রের জন্য ২৫-৩০ বঃ ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 6295471861. (C/120067)

■ কায়স্থ, 34/5'-3", দাবিহীন, ঔষধের দোকানে কাজ করে। কোচবিহার অগ্রগণ্য, দ্বিতল গৃহ। 9733245087.

■ কায়স্থ, সেন, 31/5'-5", B.Sc., B.Ed., পাত্র ব্যবসায়ী। ঘরোয়া পাত্রী চাই। স্বঃ/অসঃ চলিবে। 9732963413, 6297510516. (C/120076)

■ 36/5'-6", শিলিগুড়ি নিবাসী, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য কায়স্থ, মাঙ্গলিক পাত্রী কাম্য। (M) 9641797671. (C/120077)

■ আলিপুরদুয়ার, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র পুত্র, B.Com., 35/5'-11", পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 7001489783. (C/119785)

■ বণিক, 31/5'-7", B.Com., প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9749851141. (C/120078)

■ কায়স্থ, 28/5'-10", B.A. Pass, Eng.(H), Govt. Employee, 23-24 বৎসর-এর মধ্যে শিক্ষিত, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। ঘটক ব্যতীত। M.No. 9474392707, 9749122847. (C/120080)

■ কায়স্থ, 34/5'-9", উচ্চশিক্ষিত, নরগণ (সঃ চাঃ), কায়স্থ, সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া, গানজানা (28-29) পাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ নিবাসী অগ্রগণ্য। (M) 9932667960. (C/120085)

■ জেনারেল, 42/5'-5", প্রাথমিক প্রঃ শিক্ষক, চাকরিরতা পাত্রী কাম্য, চাকরিরতা ডিভোর্সিও চলিবে। দঃ দিনাজপুর। (M) 9091492966. (C/120081)

■ পাত্র 45/5'-8", ব্রাহ্মণ, ফর্সা, M.A., B.Ed., সুদর্শন, Private School শিক্ষক। উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9614845244. (S/M)

■ Gen., 35/5'-7", MBA, পৌরসভায় কন্ট্রাকচুয়াল চাকরিজীবী এবং বাড়ি ভাড়া থেকে রোজগার হয়। এরূপ পাত্রের জন্য গ্র্যাজুয়েট, ফর্সা, সুশ্রী, ৩০-এর মধ্যে পাত্রী চাই। (M) 9002561144. (C/119295)

■ কেন্দ্রীয় সরকারে জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত স্থানান্তরযোগ্য চাকরি, বয়স ৩৩, উচ্চতা ৫'-৫", পাত্রের জন্য কায়স্থ, সুশ্রী, নম্র, ঘরোয়া, শুধু জলপাইগুড়ি জেলার নিবাসী পাত্রী কাম্য। ফোন-9475910778. (C/120205)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, বণিক, 37/5'-4", ডিভোর্সি, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ৩০ থেকে ৩৫ বছর বয়সি, ডিভোর্সি পাত্রী কাম্য। 8637097648. (C/119267)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালের ম্যানেজার পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩৪, শিক্ষিত, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। 8170028064. (C/120310).

■ কায়স্থ, একমাত্র পুত্র, কোচবিহার, 5'-7", M.A., নিজস্ব ব্যবসা ও জমিজমা/ছোট পরিবার, মা ও ছেলে। মা পেনশনার (Govt.), 36 মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (C/119516)

■ কায়স্থ, দিল্লী নিবাসী (আদি বাড়ি কোচবিহার) কানাডায় ব্যাংকে কর্মরত, 33/5'-6", গৌরবর্ণ, BE পাত্রের অনূর্ধ্ব 29, কনভেন্ট উচ্চশিক্ষিতা গৌরবর্ণা, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9811392242. (C/113674)

■ 37/5'-7", শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজস্ব বাড়ি, M.Com., MBA, Gen. Caste, মাহিষ্য, ব্যবসায়ী পুত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী শিলিগুড়ি মধ্যে চাই। বাবা পেনশনধারী। (M) 9609915880. (K)

■ ব্রাহ্মণ, 37+/5'-7", B.Com., ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। নিরামিশাষি হলেও চলবে। (M) 9832324540. (C/120093)

■ কর্মকার, 37, উচ্চতা 5'-8", BCA, MBA, ব্যবসায়ী (I.T. Automation), শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। মোঃ 7430039757, 9083352248. (C/120094)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 43/5'-3", মাধ্যমিক পাশ, জলপাইগুড়ি নিবাসী, দোকান আছে, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 7001674066. (C/119494)

■ কায়স্থ, 33/5'-5", জলঃ নিবাসী, একমাত্র ছেলে, H.S. পাশ, LIC Agent, নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি, জমি, পারিবারিক আয় 7 লাখ বার্ষিক, পিতা Rtd. Govt. Emp., মা-প্রয়াত, সুশ্রী, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। জলঃ অগ্রগণ্য। 9749378178. (C/120203)

■ পূর্ববঙ্গ, ব্রাহ্মণ, 29 বৎসর, 5 ft. 10 inch, মেষ রাশি, নরগণ, স্থায়ী নিবাস শিলিগুড়ি, পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান, B.Tech., Comp. Engineer, সুদর্শন, পুনেতে আমেরিকান কোম্পানিতে কর্মরত, পাত্রের জন্য সুশ্রী, পুনেতে কর্মরত বা বদলি হইতে ইচ্ছুক 24 থেকে 27-এর মধ্যে ইংরেজি-মাধ্যমে শিক্ষিতা উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। পাত্রীর স্থায়ী নিবাস উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9339452189. (C/119772)

■ পাত্র কায়স্থ, ৩১, MBBS ডাক্তার, সঃ মেডিকেল অফিসার, ডাক্তার/প্রকৃত সুন্দরী/চাকুরে পাত্রী চাই। (M) 9635635984. (C/119287)

■ দত্ত, 40/5'-5", B.Com., ডিভোর্সি, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য নিম্নবিত্ত অথবা মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী চাই। 9609007409. (C/120095)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, শিক্ষিত, B.Com. Pass, ব্যবসায়ী পরিবার, ব্রাহ্মণ পাত্র। ব্যবসায়ী, 5'-10", Tall, Handsome, বয়স-30, একমাত্র পুত্রের তিনতলা বাড়ি ও গাড়ি, শিক্ষিত পরিবারের শিক্ষিত ও সুদর্শনা পাত্রী চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। (M) 8167090151, 7001033283. (C/120098)

■ কায়স্থ (মণ্ডল), বয়স 50/5'-7", বিএ পাশ (হিন্দি), আলিপুরদুয়ার নিবাসী, প্রফেশনাল ফোটোগ্রাফার, সুশ্রী, সাংসারিক, অবিবাহিত পাত্রী চাই। 9641217112. (P/S)

■ পাত্র ৪১, উচ্চতা ৫'-৬", স্নাতক, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ডিভোর্সি, একটি পুত্রসন্তান আছে। অবিবাহিত/বিধবা/ডিভোর্সি, সন্তান-সম্ভাবনাহীন, সহজ-সরল, স্নেহশীলা, প্রকৃত সংসারী পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি সংস্থার যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। (M) 9593105337, 6294657597. (S/N)

■ সরকারি গ্রুপ-B পদে কর্মরত (ডিভোর্সি), 37+/5'-7", পাত্রের জন্য ডিভোর্সি, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9832637248. (C/120099)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 38/5'-9", রাজ্য সরকারের গ্রুপ-B কর্মী। শিক্ষিতা (মাস্টার্স/B.Sc.), কমপক্ষে 5'-3", সুন্দরী, স্লিম, শান্তস্বভাবের অনূর্ধ্ব 34, জলপাইগুড়ি নিবাসী/জলপাইগুড়ি সংলগ্ন, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (ঘটক বাদ)। ফোন : 7583976634 (2 P.M. - 5 P.M. বাদে)। (C/120055)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-9", B.Com., সিংহ, দেবারি, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9932654589. (C/115454)

■ গন্ধবণিক, ৩৮+/৫'-৮", স্নাতক, সরকারি অফিসে কর্মরত (Cont.), একমাত্র পুত্র। সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। কোচবিহার। (M) 7384584441. (C/119509)

■ কায়স্থ, পাত্র 28 yrs./5'-4", আলিম্যান গোত্র, ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি, সুন্দরী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9474379205. (C/120100)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, মাহিষ্য, বয়স ৩৩, উচ্চতা ৬ ফুট, ব্যবসায়ী, নামমাত্র ডিভোর্সি, পিতা রিটায়ার্ড ব্যাংক অফিসার, পাত্রের পাত্রী চাই। জাতি বন্ধন নেই। যোগাযোগ করুন-8759528813. (C/120303)

■ WB, কায়স্থ, 35+/5'-5", M.Sc., রাঃ সরকারি চাকরি, নেশাহীন সৎ পাত্রের জন্য উপযুক্ত সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 7478806570. (K)

■ সুন্নি মুসলিম, 33/5'-9", M.Sc., Ph.D., গভঃ কলেজের অধ্যাপক পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9804808697. (C/119790)

পাত্রী চাই

■ বারুজীবী, 26/5'-8", B.Tech., TCS-এ কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। (M) 9475250741. (A/B)

■ SC, 32/5'-9", M.Tech., রেলের ইঞ্জিনীয়ার, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9330848518. (C/119790)

■ কায়স্থ, 5'-9", B.Com. Pass, ডিভোর্সি, Business আছে। ফর্সা, সুশ্রী, কায়স্থ পাত্রী চাই। (M) 8116258657. (M/G)

■ পাত্র কায়স্থ, 32+/5'-8", B.Tech., Software Engineer, বেঙ্গালুরু (বর্তমানে ওয়ার্ক ফ্রম হোম), কাশ্যপ গোত্র, মিন রাশি, দেবগণ, একমাত্র পুত্র। পিতা কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। নিজস্ব বাড়ি/গাড়ি, পাত্রের জন্য স্লিম, স্নাতক পাত্রী কাম্য (জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য)। (M) 9800413847 (হোয়াটস অ্যাপ), 6294453970. (C/B)

■ কোচবিহার নিবাসী, 34 বছর বয়সি, B.Tech., MBA, Bank of Baroda ম্যানেজার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। 9734485015. (C/119790)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, M.Tech. পাশ করে PWD-তে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। সত্বর বিবাহে আগ্রহী। (M) 9874206159. (C/119790)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, উচ্চশিক্ষিত ও বর্তমান-এ ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে কলকাতাতে অফিসার পদে কর্মরত। বয়স ৩০+, পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/119790)

■ বয়স ৩৪+, জলপাইগুড়ি নিবাসী, পাত্র সরকারি ব্যাংকে আফিসার পদে কর্মরত। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। দাবি নেই। (M) 7596994108. (C/119790)

■ নিঃসন্তান ডিভোর্সি, বয়স ৪৬, সেন্ট্রাল গভঃ উচ্চপদে কর্মরত। পিতা মৃত ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/119790)

■ জন্ম ১৯৮৯, নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, B.Tech. পাশ, ও রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী। পিতা ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/119790)

■ কোচবিহার নিবাসী, রাজবংশী, ৩২, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7679478988. (C/119790)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৪৫, M.Tech. পাশ এবং নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/119790)

■ বিপত্নীক, 52+/5'-8", সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মী পাত্রের উপযুক্ত সরকারি কর্মী/শিক্ষিকা পাত্রী চাই। 9832516332, 7076854139. (C/119791)

■ আচার্য্য ব্রাহ্মণ, দিনহাটা, 29/5'-4", উঃ মাঃ পাশ, গালামাল দোকান, জ্যোতিষ পুরোহিত, ব্রাহ্মণ বা জেনারেল কাস্ট পাত্রী চাই। 7063608657. (D/S)

■ কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরে, কলিকাতা নিবাসী (ব্যারাকপুর নিকটে), ব্রাহ্মণ, 32/5'-8", ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য গ্র্যাজুয়েট, ব্রাহ্মণ, ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 6291807937.

■ পণ্ডিত (যোগী নাথ), ৩৯/৫'-৮", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, বিএ পাশ, পাত্রের স্বর্ণ, ঘরোয়া, উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8016974288. (C/120314)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/119790)

তৃপ্তি।। *বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

বোঝাপড়ায় বুনো-মানুষ সহাবস্থান

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : গরুমারা জঙ্গল থেকে মাত্র এক-দুই কিলোমিটারের দূরত্বে অবস্থিত রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের চোপড়ামারি গ্রাম। ভোরের কুয়াশা কেটে গেলে গ্রামের উঠোনে ভেসে আসে ভারী পায়ের শব্দ। কিন্তু কেউ চমকে ওঠে না, কারণ এটাই এখানকার মানুষের কাছে স্বাভাবিক দৃশ্য। কখনও দাঁতাল হাতি, কখনও হরিণের দল, আবার কখনও গন্ডারের ধূসর ছায়া, বন থেকে নেমে আসে গ্রামের উঠোনে। চোপড়ামারিতে বন এবং গ্রামের মাঝে আলাদা সীমারেখা নেই। গ্রামের প্রান্তে বয়ে গিয়েছে জলঢাকা নদী। অপরপ্রান্তে রয়েছে ময়নাগুড়ি শহরের সঙ্গে সংযোগকারী রাজ্য সড়ক। গ্রামবাসী বিশ্বাস করেন, জঙ্গল আগে ছিল, মানুষ পরে এসেছে। তাই আতঙ্ক নয়, নীরব বোঝাপড়া ও সহাবস্থানই এখানে নিয়ম। স্থানীয় অনন্ত রায় বলেন, 'কয়েক দশক আগে এখানে মানুষের বাস ছিল না। মানুষই বন্যপ্রাণীর জায়গা দখল করেছে। তাই ক্ষতিও মেনে নিতে হয়।'

ময়নাগুড়ি এবং নাগরাকাটা ব্লকের মাঝখানে বিস্তৃত গরুমারার জঙ্গল। নদী পার হয়ে গ্রামে নামছে হাতি, হরিণ বা গন্ডার। এই নিত্যদিনের অতিথিরা কখনও আবার ফসলের খেতেও ঢুকে ধান, আলু এবং অন্যান্য ফসলের ক্ষতি করে। কিন্তু এলাকাবাসীরা তা মেনে নেন। আরেক গ্রামবাসী মদন রায় বললেন, 'ওরা আমাদের শত্রু নয়। জলঢাকা নদী পার হয়ে খাবার এবং শান্তি খুঁজতে আসে। আমরা যতটা শান্ত থাকি, ওরাও ততটাই শান্ত থাকে।'

গ্রামের মানুষদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং বোঝাপড়াই চোপড়ামারিতে থাকার 'মন্ত্র'। সুবল বললেন, 'ফসলের ক্ষতি হলেও আমরা বুনোদের গরুমারার অতিথি হিসেবে তাদের দেখছি। কারণ এখানে মানুষের আগমনের আগেই জঙ্গল ছিল, বন্যপ্রাণীরা এখানে তাদের অধিকার রাখে।' দীর্ঘদিন ধরে বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে সহাবস্থানে থেকে একটা জিনিস

গরুমারার জঙ্গলে হরিণের দল।

> কয়েক দশক আগে এখানে মানুষের বাস ছিল না। মানুষই বন্যপ্রাণীর জায়গা দখল করেছে। তাই ক্ষতিও মেনে নিতে হয়।
>
> **অনন্ত রায়**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

বুঝে গিয়েছেন তাঁরা। ভয় দেখালে হাতি কিংবা কোনও বন্যপ্রাণী বেশি উত্তেজিত হয়। তাই তাঁরা চুপচাপ দূরে থাকেন। এই মানসিকতা চোপড়ামারিকে বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি উদাহরণ বানিয়েছে।

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের বন আধিকারিক বিকাশ ভি বলেন, 'জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে মানুষ-বন্যপ্রাণ সংঘাত আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে চোপড়ামারির মানুষ গোটা জেলাকে দিশা দেখাচ্ছেন। সহাবস্থান এবং সচেতন আচরণ যে সংঘাত কমাতে পারে, এই গ্রাম তার বাস্তব উদাহরণ। আমরা চাই, চোপড়ামারির মতো মানসিকতা গোটা জেলায় ছড়িয়ে পড়ুক। এতে মানুষ এবং বন্যপ্রাণ একে অপরের জন্য নিরাপদ থাকতে পারে।'

চোপড়ামারি গ্রামের এই নীরব বোঝাপড়া প্রমাণ করে, আতঙ্ক নয়, অভিজ্ঞতা, বোঝাপড়া ও সহিষ্ণুতাই মানুষ ও বন্যপ্রাণের মধ্যে শান্তিস্থাপন করতে পারে। বছরের পর বছর ধরে গ্রামের জীবনশৈলী দেখাচ্ছে, বন ও মানুষ একসঙ্গে থাকতে পারে, যদি বোঝাপড়া, সতর্কতা এবং সহিষ্ণুতা থাকে।

ছেলেকে শুনানিতে ডাক, মৃত্যু বাবার

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ২৪ জানুয়ারি : এসআইআর শুনানির নোটিশ এসেছিল ছেলের নামে। শনিবার সকালে সেই নোটিশ আনতে বিএলও'র বাড়িতে গিয়েছিলেন বাবা। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটেরবাড়ির ১১৮ নম্বর বুথে। মৃতের নাম রহমান বস্তাদার (৬৫)। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকরা মনে করছেন, ওই ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। রাজ্যজুড়ে এসআইআর নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের একদফা তোলপাড় রাজনৈতিক মহল।

মৃতের পরিবারের দাবি, ছেলে আমিনুর বস্তাদারের নামে নাম বিভ্রাট নিয়ে এসআইআর শুনানির নোটিশ আসার খবর পাওয়ার পর থেকেই আতঙ্কে ছিলেন রহমান। সেই নোটিশ সংগ্রহ করতে এদিন সকালে এলাকার বিএলও'র বাড়িতে যান রহমান এবং সেখানে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে মারা যান। রহমানের বড় ছেলে হাফিজুল বস্তাদার বলেন, 'ভাইয়ের নামের ভুল সংক্রান্ত হিয়ারিংয়ের নোটিশ এসেছে। এই নিয়ে বাবা কয়েকদিন ধরে বেশ চিন্তিত ছিলেন। এদিন বিএলও'র বাড়িতে সেই নোটিশ আনতে গিয়ে সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।' সংশ্লিষ্ট বিএলও চিনুমুনি মণ্ডল রায় বলেন, 'ছেলের নোটিশের খোঁজ করতে এসেছিলেন। কথা বলতে বলতে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত

মৃতের বাড়িতে জটলা। শনিবার। -সংবাদচিত্র

> ভাইয়ের নামের ভুল সংক্রান্ত হিয়ারিংয়ের নোটিশ এসেছে। এই নিয়ে বাবা কয়েকদিন ধরে বেশ চিন্তিত ছিলেন। এদিন বিএলও'র বাড়িতে সেই নোটিশ আনতে গিয়ে সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।
>
> **হাফিজুল বস্তাদার**
> *মৃতের বড় ছেলে*

খবর দেওয়া হয় তাঁর বাড়িতে। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।'

খবর পেয়ে মৃতের বাড়িতে যান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাবলু বর্মন, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি স্বপন বর্মন এবং রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমলেশ অধিকারী, দলের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন প্রমুখ। তাঁরা এই মৃত্যুর জন্য কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। সাবলু বলেন, 'রাজ্যজুড়ে বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে এসআইআর-এর নামে নোটিশ পাঠিয়ে সাধারণ ভোটারদের আতঙ্কিত করছে, তার জেরেই এসব ঘটনা ঘটছে।' একই বক্তব্য স্বপনেরও।

পালটা বক্তব্য এসেছে বিজেপিরও। দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক মনোজ ঘোষের মন্তব্য, 'তৃণমূলের রাজনীতি হচ্ছে এখন মৃত্যু নিয়ে। যে কোনও মৃত্যুতেই এসআইআর-কে দোষ দেওয়া হচ্ছে। এটা নোংরা রাজনীতি। নাম ভুল থাকলে নির্বাচন কমিশনই ঠিক করবে। আতঙ্কের কোনও কারণ নেই।'

হেরিটেজ নজরে থানার ঘর

ফালাকাটার স্বাধীনতা আন্দোলন যোগ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৪ জানুয়ারি : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা থানার একটি ঘরের নিবিড় যোগ রয়েছে। ব্রিটিশ পুলিশ যখন স্বদেশি বিপ্লবীদের ওই ঘরে বন্দি করে রাখে, তখন তাঁরা সেখানেই অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। শুরু হয় অনশন। কোনওভাবেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দমাতে পারেনি ব্রিটিশ, বরং ওই ঘরে বসেই বন্দি অবস্থায় আন্দোলনের বিভিন্ন রূপরেখা তৈরি করেন তাঁরা।

এখনও ফালাকাটা থানা চত্বরে গেলে দেখা যায় ঐতিহাসিক ওই ঘরটি। কিন্তু বয়সের ভারে কাঠের ঘরটি এখন জীর্ণ। যে কোনও সময় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা। শতাব্দীপ্রাচীন ঘরটির বিভিন্ন জায়গায় কাঠ পচে গিয়েছে। টিন ফুটো হয়ে জল পড়ে। তক্তা ভেঙে পড়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে একদিকে হেলে গিয়েছে। ঘরের নীচে সাপ ও ইঁদুরের বাসা। স্বাধীনতা আন্দোলনের সাক্ষী ওই ঘরটি ভেঙে পড়লে ফালাকাটার ইতিহাস থেকে একটি অধ্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলেই মনে করছেন ইতিহাসপ্রেমীরা। তাই ফালাকাটা থানার ওই ঘরটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করার জোরালো দাবি উঠেছে।

ফালাকাটার ইতিহাসপ্রেমী প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন, 'কোনও সন্দেহ নেই, স্বাধীনতা আন্দোলনের সাক্ষী

ফালাকাটা থানার শতাব্দীপ্রাচীন ঘর।

ফালাকাটা থানার ওই পুরোনো ঘরটি। কিন্তু ঘরটি যথাযোগ্য মর্যাদা পায়নি। প্রশাসনের উচিত ফালাকাটা থানার পুরোনো ঘরটিকে হেরিটেজ স্বীকৃতি দিয়ে ইতিহাসকে টিকিয়ে রাখা।' বিশিষ্ট লেখক শৌভিক রায়ের কথায়, '১৮৬৯ সালে জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হলে ফালাকাটাকে মহকুমার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। তখন স্থাপিত হয়েছিল থানা। এই থানাকে কেন্দ্র করেই স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল। থানায় ভারত ছাড়ো ও অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত হয়। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ফালাকাটা থানার গুরুত্ব অপরিসীম।'

সালটা ১৯২৩। সারা দেশের সঙ্গেই আলিপুরদুয়ারে ঝড় তুলেছে স্বদেশি আন্দোলন। কংগ্রেসের উদ্যোগে সমস্ত থানায় বিদেশি দ্রব্য বর্জন শুরু হয়েছে। ফালাকাটায় যজ্ঞেশ্বর রায়ের নেতৃত্বে প্রচুর পরিমাণ বিদেশি বস্ত্র পুড়িয়ে দেন বিপ্লবীরা। আন্দোলনকে প্রতিহত করতে ফালাকাটা থানা থেকে গুলি চালায় ব্রিটিশ পুলিশ। প্রাণ হারান চারজন স্বদেশি বিপ্লবী।

ওই ঘটনার ঠিক ১৯ বছর পর, ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আলিপুরদুয়ার। বিভিন্ন থানা ঘেরাও করে আন্দোলন শুরু করেন মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা। বিপ্লবীরা ফালাকাটা থানার টেলিফোনের তার কেটে দেন। এমনকি থানা থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি বাইরে এনে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আন্দোলনের ঝাঁঝ এতটাই তীব্র ছিল যে ফালাকাটা থানার অনেক

> এই থানাকে কেন্দ্র করেই স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল। থানায় ভারত ছাড়ো ও অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত হয়। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ফালাকাটা থানার গুরুত্ব অপরিসীম।
>
> **শৌভিক রায়**
> *বিশিষ্ট লেখক*

ব্রিটিশ পুলিশকর্তা পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ১৮৭০ সালের ১ জুন বাংলাদেশের রংপুর জেলার পাটগ্রাম থানা ফালাকাটা মহকুমার সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮৯৫ সালের ১১ এপ্রিল ফালাকাটা পুলিশ আউটপোস্টটি উঠে যায়। একই বছর ২ সেপ্টেম্বর শালবাড়ি পুলিশ স্টেশনটি ফালাকাটায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯১৬ সালের ১২ জুন ফালাকাটা থানা সরকারি স্বীকৃতি পায়। ওই পরিত্যক্ত কাঠের ঘরেই পূর্ণাঙ্গ থানার কাজকর্ম শুরু হয়েছিল।

পুরস্কৃত রূপান

কোচবিহার, ২৪ জানুয়ারি : জগদীশ বসু ন্যাশনাল সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ পুরস্কার পেল কোচবিহারের রূপান বর্মন। শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতায় প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

গত ২৪ অগাস্ট এবিএন শীল সহ কোচবিহারের বেশকিছু কলেজে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার আয়োজন হয়। অঙ্ক, পদার্থবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান ও রসায়নের ওপর মোট ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় জেলায় প্রায় ৫ হাজার পড়ুয়া অংশ নেয়। মাত্র ৪ জন উত্তীর্ণ হয়। গত ৩ এবং ৪ জানুয়ারি কসবায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের ইন্টারভিউ হয়। তাতে কোচবিহার জেলা থেকে শুধুমাত্র রূপান এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়।

নবম শ্রেণিতে পড়ার সময়ে রূপান বিদ্যাসাগর সায়েন্স অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় নবম হয়। শনিবার কলকাতা থেকে এই কৃতী ছাত্র বলে, 'পুরস্কার পেয়ে সত্যি খুব ভালো লাগছে, আনন্দ হচ্ছে।' তার বাবা ভজন বর্মন বলেন, 'কোচবিহার থেকে এ বছর একমাত্র রূপান এই পুরস্কার পেল। বাবা হিসাবে গর্বিত।'

সাদা কে সাদা কালো কে কালো

বলার সাহস ক'জনের থাকে?

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আমরা খবরের গভীরে যাই, রাজনীতির ভিতরের খবর বের করে আনি।
বিশ্লেষণ যেখানে আপসহীন, খবর যেখানে ধ্রুবসত্য।

আপনি আমাদের ভালোবাসতে পারেন, ঘৃণা করতে পারেন...
কিন্তু উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে উপেক্ষা করতে পারবেন না!

uttarbangasambad.com

দোলনার ধাক্কায় নাবালকের মৃত্যু

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৪ জানুয়ারি : দাদার সঙ্গে পার্কে ঘুরতে গিয়ে দোলনার ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে এক নাবালকের। শনিবার ঘটনাটি ঘটে রায়গঞ্জ শহরের গোয়ালপাড়া এলাকায়। মৃতের নাম শিবা মণ্ডল (১০)। বাড়ি রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন রায়পুর গ্রামে। সে রায়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল। ঘটনার পর তাকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। রবিবার ময়নাতদন্ত হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মৃতের দাদা শম্ভু মণ্ডল নিজেও নাবালক। তার বয়স ১৫ বছর। সে নবম শ্রেণির ছাত্র। তার কথায়, ‘সাতজন মিলে গোয়ালপাড়া পার্কে ঘুরতে গিয়েছিলাম। খেলতে খেলতে দোলনার স্ল্যাপ মাথায় লেগে ভাই অজ্ঞান হয়ে যায়।’ এদিকে স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মৃত নাবালক ও তাঁর দাদা শম্ভু মণ্ডল বাড়িতে বই কেনার নাম করে পার্কে ঘুরতে গিয়েছিল। মৃত নাবালকের বাবা সদানন্দ মণ্ডল পেশায় গাড়িচালক। মা রানি মণ্ডল পেশায় কীর্তনীয়া। তিনি শিলিগুড়িতে কীর্তনের অনুষ্ঠানে গিয়েছেন। ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন সদানন্দ।

> ওরা বাড়িতে মিথ্যে কথা বলে পার্কে গিয়েছিল। দোলনার পাত মাথায় লেগে মৃত্যু হয়েছে।
> -কৃষ্ণ প্রামাণিক মৃত নাবালকের মামা

মৃত নাবালকের মামা কৃষ্ণ প্রামাণিক বলেন, ‘গ্রামবাসী মারফত জানতে পেরেছি, ওরা বাড়িতে মিথ্যে কথা বলে পার্কে গিয়েছিল। দোলনার পাত মাথায় লেগে এই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে।’

পর্যটন কার্নিভাল

নাগরাকাটা, ২৪ জানুয়ারি : হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের সহযোগিতায় আগামী ৩০ জানুয়ারি থেকে চালসায় শুরু হবে তিনদিনব্যাপী ষষ্ঠ বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভাল। ওই কার্নিভালটি ৩১ জানুয়ারি কালিম্পং জেলার কাফেরগাঁও ও লোলেগাঁও এবং ১ ফেব্রুয়ারি দার্জিলিং জেলার সিটংয়ে আয়োজিত হবে।

শনিবার কার্নিভালের প্রস্তুতি নিয়ে বাতাবাড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, ৩০ জানুয়ারি প্রথমে চালসা থেকে মূর্তি পর্যন্ত ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর চালসার বীর বিরসা মুন্ডা পার্কে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের এগজিকিউটিভ কমিটির সদস্য সায়ন চক্রবর্তী, গরুমারা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদিকা মহাশ্বেতা রায় প্রমুখ।

মহাশ্বেতা বলেন, ‘৩০ জানুয়ারি থেকে বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভাল শুরু হবে। এদিনের সভায় সকলের উপস্থিতিতে সদর্থক আলোচনা হয়েছে। আশা করছি, প্রত্যেকের অংশগ্রহণে এই কার্নিভাল সফল হবে।’

প্রায়ই হানা বাইসনেরও

মাদারিহাট দাপাল তিন হাতি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৪ জানুয়ারি : গত বছর অক্টোবরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে জলদাপাড়ার বিস্তীর্ণ তৃণভূমির যে দফারফা হয়েছিল, তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। জঙ্গলের বেশিরভাগ জায়গাতেই ঘাস শুকিয়ে লাল হয়ে যাওয়ায় হাতি, বাইসন সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। এখন দিনেদুপুরেই লোকালয়ে বাইসন ঘোরাঘুরি করছে। এদিকে, সন্ধ্যা নামতেই হাতির দল গ্রামে ঢুকে পড়ছে। তিনটি হাতি শুক্রবার রাত থেকে প্রায় ভোর পর্যন্ত মাদারিহাট প্রধাননগর ও মেঘনাদ সাহা নগরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছে। তবে কলা গাছ খাওয়া ছাড়া আর কোনও ক্ষতি তারা করেনি।

গত বছর অক্টোবরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে তোর্ষা নদীর দুই ধারের বিস্তীর্ণ এলাকার তৃণভূমি পলিমাটির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। সেখানে আজ পর্যন্ত একটি ঘাসও গজাতে পারেনি বলে খবর। বৃষ্টি না হলে সেই সম্ভাবনা যে নেই, সেটা বনকর্তারা জেনে গিয়েছেন। বিকল্প যেসব ঘাসের প্ল্যান্টেশন আছে, সেখানকার অবস্থাও খারাপ বলে অভিযোগ। সমস্ত তৃণভোজী প্রাণী সেখানে জড়ো হচ্ছে। আর মাঝেমাঝেই গ্রামে বেরিয়ে আসছে বাইসন, হাতি। অনেক জায়গায় ঘাস শুকিয়ে লাল হয়ে গিয়েছে। যার প্রভাব পড়ছে বন্যপ্রাণীদের খাদ্যভাণ্ডারের ওপর।

মাদারিহাটের পর্যটন ব্যবসায়ী কৌশিক রায় বলেন, ‘আমরা আতঙ্কে রয়েছি। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্যসংকট চরম আকার ধারণ করতে চলেছে। আমরা সবসময়ই আতঙ্কে থাকি। হাতি, বাইসনের পাশাপাশি বানর ও শুয়োরের দল যেভাবে গ্রামে ঢোকা শুরু করেছে, তাতে আমাদের বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়ছে। মাঝেমধ্যে চিতাবাঘও হানা দিচ্ছে।’

সঞ্জয় দাস নামে আরেক পর্যটন ব্যবসায়ী বলছেন, ‘প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জলদাপাড়ার তৃণভূমির ক্ষতি হয়েছে, এটা অস্বীকার করার বিষয় নয়। তবে করোনার সময় ঘাসের প্ল্যান্টেশন যে করা হয়নি, তার প্রভাব এখন পড়তে শুরু করেছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক বছর বর্ষাকালে ঘাসের প্ল্যান্টেশন করতে হয়। সেই ঘাস খাদ্যের উপযোগী হতে কমপক্ষে তিন বছর লেগে যায়। কিন্তু করোনার সময় একটিও ঘাসের প্ল্যান্টেশন করা হয়নি। ফলে পুরাতন ঘাসের প্ল্যান্টেশনের উপর ভয়ংকর চাপ পড়ছে।’

এমনিতেই জলদাপাড়ার মোট আয়তনের ৪০ শতাংশ তৃণভূমি। আর এই তৃণভূমির উপর নির্ভরশীল কয়েক হাজার বাইসন, হরিণ, হাতি, গন্ডার, এমনকি গ্রামাঞ্চলের গবাদি প্রাণী। কিন্তু করোনার সময় প্ল্যান্টেশন না হওয়ার জন্য পুরাতন তৃণভূমির উপর চাপ পড়েছে। এর ফলেই তৈরি হচ্ছে খাদ্যসংকট। আর খাদ্যের সন্ধানে গ্রামে বেরিয়ে আসছে বাইসন, হাতি, হরিণের দল। এছাড়া বানর, শুয়োরের তাণ্ডব কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, জলদাপাড়ার ৮৫টি কুনকি হাতির জন্যও এখন কলা গাছ গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন বনকর্তারা। এই কুনকি হাতিদের খাদ্য সংগ্রহ করা হত জাতীয় উদ্যানের ভেতর থেকেই। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই যে, গ্রাম থেকে কলা গাছ সংগ্রহ করে কোনওভাবে চলছে। এ বিষয়ে মাদারিহাট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় অবশ্য বলছেন, ‘খাদ্যের অভাব নেই। তবে শীতের শুখা মরশুমে জঙ্গলের ঘাস কিছুটা শুকিয়ে যাওয়ায় একটু সমস্যা প্রতি বছরই হয়। ফলে এই সময়ে বন্যপ্রাণীদের সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। লোকালয়ে বাইসন, হাতি বের হলেও আমরা নজরদারি চালাচ্ছি।’

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR, POST. K K BARI, DIST COOCH BEHAR - 736179 (WB)
SCHOOL WEBSITE : https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR

WALK - IN - INTERVIEW

Date : 24/01/2026

PM SHRI Kendriya Vidyalaya BSF Gandhinagar invites eligible candidates for a walk- in -interview in the vidyalaya premises on **12-02-2026** for PGTs (Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, Mathematics, Hindi and English,) and **TGTs** (Sanskrit, English, Social Studies, Mathematics, Science, Computer Instructor, Vocational Lab Instructor) & **13-02-2026** for PRTs, Balvatika Teacher, Games Coach, Dance Coach, Counselor, Special Educator and Nurse at 08.00 AM to prepare a panel of teachers to fill up vacancies on purely contractual basis for the Session 2026-27 as per schedule.

For more information please visit the school website - **https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in**

Or you can Call this number : **03582291709**

Principal

কাটিহার ডিভিশনে এটিএম চুক্তি প্রদান

কাটিহার ডিভিশনে এটিএম চুক্তি প্রদানের জন্য ই-নিলামের আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং: কেআইআর-এটিএম-২৬-০৭। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট) :** ০৯-০২-২০২৬ তারিখে ১০:০০ টায়।

ক্রম.নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
৪৪/১	এটিএম-কেআইআর-বিওই-জিইএন-১৩২-২৫-১ (এটিএম-জেনারেল)	বারসোই রেলওয়ে স্টেশনে বিদ্যমান নির্ধারিত স্থান/কাঠামোতে (লটের সাথে সংযুক্ত স্কেচ প্ল্যান অনুযায়ী) এটিএম স্থাপন করার চুক্তি প্রদান।
৪৪/২	এটিএম-কেআইআর-কেআইআর-জিইএন-১৩১-২৫-২ (এটিএম-জেনারেল)	কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপনের অনুমোদন।
৪৪/৩	এটিএম-কেআইআর-কেএনই-জিইএন-১৩৩-২৫-১ (এটিএম-জেনারেল)	কিষাণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচ বছরের জন্য এটিএম চুক্তি প্রদান।

লটের বন্ধের তারিখ ও সময় : ০৯-০২-২০২৬ তারিখে ১০:৫০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলোর সমাপ্তির ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** আগ্রহী দরদাতাদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের www.ireps.gov.in ই-অকশন লিজ মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

কুলি দ্য পাওয়ার হাউস দুপুর ১.১৮ স্টার গোল্ড

ইনসাইড তিরুমালা তিরুপতি সন্ধে ৭.৫৮ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

ওয়াইল্ড আলাস্কা বিকেল ৫.৩৪ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ সেন্টিমেন্টাল, দুপুর ১.০০ কি করে তোকে বলব, বিকেল ৪.০০ গুরু, সন্ধে ৭.৩০ গুন্ডারাজ, রাত ১০.৩০ আনন্দ আশ্রম

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ চিরদিনই তুমি যে আমার, দুপুর ১২.৩০ বিধিলিপি, বিকেল ৩.৩০ খোকা ৪২০, সন্ধে ৭.০০ নাটের গুরু, রাত ১০.০০ সূর্য

জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ তোর নাম, দুপুর ১.০০ গেম, বিকেল ৪.০০ প্রধান, সন্ধে ৭.০০ মহাজন, রাত ১০.০০ বদনাম

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শাস্তি হলো, রাত ৮.৩০ মায়ের দিব্যি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চ্যাম্পিয়ন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ধর্ম অধর্ম

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৪৩ হিম্মতওর, বিকেল ৩.০৩ গীত গোবিন্দম, ৫.৩৩ বাগি, সন্ধে ৭.৫৮ বিবাহ, রাত ১১.০৭ ১৯২০ লন্ডন

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.১০ কিঁউ কি ম্যায় ঝুঠ নেহি বোলতা, বিকেল ৩.৫০ দিল কা রিস্তা, সন্ধে ৬.৫০ ভাগমভাগ, রাত ১০.০০ অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টারজান

সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ১২.২২ সড়ক, ২.৪৩ জীবন এক সংঘর্ষ, বিকেল ৫.৩৩ নাজায়েজ, রাত ৮.৫০ রাজ, ১১.১৫ অ্যানাকোন্ডা

স্টার গোল্ড : দুপুর ১.১৮ কুলি দ্য পাওয়ার হাউস, বিকেল ৪.৫০ লক্ষ্মী, সন্ধে ৭.৫০ হাউসফুল ফোর, রাত ১০.৩৯ টাইগার থ্রি

জি সিনেমা : দুপুর ১.২৬ গদর টু, বিকেল ৪.৫০ জি.ও.এ.টি, রাত ৮.০০ সিংহম এগেইন, ১০.৫০ কমান্ডো থ্রি

বিধিলিপি দুপুর ১২.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

Block Development Officer, Alipurduar - I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide - N.I.e.T. No. **WB/APD-I/BDO-ET/14/2025-2026.(2nd Call) Dt. 20.01.2026** Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar - I Dev. Block

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৭৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৮৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৩৩৪৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৩৩৪৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)

BORDER 2
Show time : 12:00, 3:30, 7:00 P.M.
A/C with Dolby Sound

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

আলুপ্রিয়া হোটেল	SHOW TIME 10.45 AM BENGALI (U/A)
BORDER2	SHOW TIME 1.00 PM, 7.00 PM HINDI (U/A)
তোক কলকাতা	SHOW TIME 4.30 PM BENGALI (A)

Indian handicrafts হস্তশিল্প continuing tradition
সত্যমেব জয়তে
india handmade

Gandhi Shilp Bazar

STATE LEVEL HANDICRAFTS EXHIBITION CUM SALE

গান্ধী শিল্প বাজার

হস্ত শিল্প মেলা

VENUE :
BISWA BANGLA SHILPI HAAT
KAWAKHALI, SILIGURI NEW TOWNSHIP

DATE : 23rd January to 1st February, 2026
TIME : Daily from 1 p.m. to 9 p.m.

ENTRY FREE

SPONSORED BY:
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)
MINISTRY OF TEXTILES, GOVT. OF INDIA

ORGANISED BY :
AFC INDIA LTD.
(A Union Government Company)
DHANRAJ MAHAL, C.S.M. MARG, MUMBAI - 400001

ভর্তি

■ NSOU অনুমোদিত, সাইকোসোশ্যাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পরিচালনায় বিভিন্ন ভোকেশনাল কোর্সে ভর্তি চলিতেছে। কোর্স- (১) চাইল্ডহুড ও অ্যাডোলেসেন্ট কাউন্সেলিং (২) আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট (৩) যোগা এডুকেশন। শিলিগুড়ি, ফোন- 9002671188/7001295876. (C/120313)

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার বিস্ময়কর সহজ পদ্ধতি। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন। 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/119790)

ভাড়া

■ জলপাইগুড়ি-মহন্তপাড়া কালী বাড়ির নিকট 3 BHK Ground floor ভাড়া দেওয়া হবে। M : 99329-48352. (C/113675)

■ Shop/office space for rent 237 SFT. G.F near B.Ed College, Shivmandir. M : 9232389525. (M/M)

■ শিলিগুড়ির রাজা রামমোহন রায় রোডে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের পাশে মেইন রোডের উপর ২০০ sq.ft-এর ২ টি স্পেস দোকান/অফিস হিসাবে ভাড়া দিতে চাই। Ph.- 9434076360. (C/119788)

■ 2 BHK ও রুম ভাড়া আছে N.S রোড by লেন, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। ফোন-10A.M. - 9 P.M. M : 9475764429. (C/119791)

■ To-let Ground Floor 2 BHK Flat at Uttarayan, (with Garage). M : 9832685516. (C/119794)

সঙ্গীত কলা

■ বাড়িতে গিয়ে গান ও তবলা উন্নত পদ্ধতিতে শেখানো হয়। (পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে) Contact :-9933353876.(K/D/R)

উৎসব অনুষ্ঠান

■ জয়রাম আগামী ২৮ শে জানুয়ারি বুধবার নিউজলপাইগুড়ি গেটবাজার শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর মন্দিরে শ্রীশ্রী ঠাকুরের১৬৬তম আবির্ভাব তিথি মহোৎসব। প্রসাদ বিতরণ দ্বিপ্রহর - ১ ঘটিকা হতে ৬ ঘটিকা ভক্তদের উপস্থিত একান্তি কাম্য। -সেক্রেটারি

লিভার চাই

■ 34 years patient-এর লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য লিভার প্রয়োজন (0+রক্তের গ্রুপ)। 22 থেকে 45 বছর বয়সের মধ্যে হলে ভালো। সহৃদয় আগ্রহী ব্যক্তি অনুগ্রহ করে 8159072220 নম্বরে যোগাযোগ করুন। (C/120302)

কিডনি চাই

■ একটি B+ve কিডনি প্রয়োজন- অতি সত্বর যোগাযোগ করুন অভিভাবক সহ। ফোন নম্বর : 7816075203. (C/119795)

বিক্রয়

■ ২.৫ কাঠা জমি বিক্রি করতে চাই দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া রাজপুর সংলগ্ন। ৬০ বিঘা জমি বিক্রয় উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মেন রোড সংলগ্ন। সম্পূর্ণ নতুন অবস্থার মারুতি সুজুকি জিপিসি (বিএস ৩) গাড়ি বিক্রয়, সমস্ত কাগজপত্র সঠিক। যোগাযোগ করুন - তড়িৎ চৌধুরী, ফোন : 9433090913, 9007751240 Email : lokenathagency430@gmail.com (C/120009)

বিক্রয়

■ ময়নাগুড়ির কাছে আমগুড়িতে রাস্তার সাথে 3.50 একর রেকর্ডেড জমি অতি সত্বর বিক্রয়। M : 9641534069. (S/C)

■ Semiduplex 2000 sq.ft building adjacent to Garia-Airport and Howrah Station - Sector v Metro Station in Sector vs Salt-Lake Kolkata. Land 3 Kattah 5 Chattak clear sale deed. 2.5 Crores, Negotiable, No broker. M : 8902438153 (Sunday-12-6 P.M.) otherdays (9 P.M.- 10 P.M.) (C/120208)

■ জলপাইগুড়ি রায়কত পাড়াতে চার কাঠা জমি সহ বড় দ্বিতল বাড়ি বিক্রয় হবে,দাম ৯৫ লক্ষ আলোচনা সাপেক্ষ। Contact 9734170951. (C/120314)

■ রায়গঞ্জ, দেবীনগর পার্ক সংলগ্ন 4 কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। আগ্রহী ব্যক্তি 9831220927 এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (C/120312)

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/119789)

■ Flat for sale, 3 BHK 1350/1250 sq.ft. on 1st floor, 2 BHK 850/875 sqft. on 2nd and 3rd floor available, handover by March/April 2026, G+3 standalone building, situated at ITI road by land, opposite road of Vidyasagar, Club, Siliguri. Five minutes distance from Sevoke Road. Contact No. 9749911721/9836793767/9748700122. (C/119790)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি দঃ ভারতনগর সমন্বয় সমিতির নিকটে দ্বিতলে 2 BHK 850 sq.ft. ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। মোঃ 9433868714. (C/113669)

■ শিলিগুড়িতে পূর্ব রবীন্দ্রনগরে 1½ কাঠার জমিতে নির্মিত বাড়ি বিক্রয় হইবে। Ph-9832384351. (C/120306)

■ Shop for sale at Bidhan Road. Ph : 8250826283.

অ্যাফিডেভিট

■ I am Dipti Das address Raikotpara, P.O. & Dt. Jalpaiguri, W.B. My actual name is Dipti Das as recorded in my Voter, Aadhar and Pan Card. In my service file, it is recorded as Dipti Sen Das. By an affidavit on 22-01.2026 in Jalpaiguri SD Court, I am now known and distinguished as Dipti Das. Dipti Das and Dipti SenDas is one and same identical person. (C/120211)

■ 4-কোচবিহার উত্তর বিধানসভা নির্বাচন তালিকা- ২০০২, পার্ট নং 198, ক্রমিক নং 202, ভোটার কার্ড নং WB/01/004/S91339 আমার নাম ভুল থাকায় গত 20-01-26. C.J (Jr. Divn.) Addl. Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Madhab Cnandra Panda এবং Dilip Panda এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার সঠিক নাম Madhab Chandra Panda প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। নতুন পল্লী, থানা, কোতোয়ালি, পোঃ+জেলা ঃ কোচবিহার, পঃ বঃ। (C/119517)

বিক্রয়

■ Flat for sale - 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK- Siliguri, M : 7076856029/9832058384. (C/119795)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস্ (জলপাইগুড়ি)

■ হিমাচল + অমৃতসর 20/3, কাশ্মীর 1/4, অরুণাচল+কাজিরাঙা 3/4, লে-লাদাখ 21/5, দুবাই-আবুধাবি 7/3, আন্দামান ও ভুটান ফেব্রুয়ারি থেকে যে কোনও দিন। 9733373530. (K)

টিউশন
Physics Class

■For CBSE/ICSE/WB/NEET/JEE (Main & Advance) Foundation Course for IX-X at Ashrampara, Siliguri and Class will conduct by an experience IITian. 8837030364. (C/119791)

জ্যোতিষী
শোরুমে জ্যোতিষী প্রয়োজন

■ শিলিগুড়ির প্রতিষ্ঠিত গ্রহরত্নের শোরুমে উত্তরবঙ্গ নিবাসী স্বনামধন্য জ্যোতিষীর সত্বর প্রয়োজন। যোগাযোগ - 9564576014. (C/119771)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই
শ্রী দুর্গা

■ চানাচুর, ভুজিয়া, চিঁড়াভাজা, চিপস ও বিভিন্ন স্ন্যাক্স বিক্রয়ের জন্য ডিস্ট্রিবিউটার চাই। ৫/- ও ১০/- পাউচ প্যাকে উপলব্ধ। 9434024973. (K)

বিক্রয়

■ House for sale (4 Katha) Rathkhola Main Road, শিলিগুড়ি। M : 9434498473. (C/119791)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ির হাকিমপাড়াতে পার্লারের কাজ জানা মেয়ের প্রয়োজন। যোগাযোগ করুন : 9733012456 (M). (C/119792)

■ মহিলা পোশাক সেলাইতে এক্সপার্ট টেইলার চাই & কাপড়ের শোরুমের জন্য অভিজ্ঞ সেলসম্যান চাই। U&T বুটিক - জলপাই মোড়, শিলিগুড়ি। (M) 9933634290. (C/119791)

■ স্পন্দন ডায়াগনস্টিক্স ফুলবাড়ী ল্যাবের জন্য দুইজন অভিজ্ঞ ব্লাড কালেক্টর (পুরুষ) ও একজন অভিজ্ঞ রিসেপশনিস্ট (মহিলা) প্রয়োজন অতি সত্বর। যোগাযোগ 9732379833, fulbarispandan@gmail.com (C/120069)

■ শিলিগুড়িতে দোকানে (Pet Shop) কাজের জন্য শিলিগুড়ির বাইরের মহিলা কর্মী চাই। বেতন + কমিশন + থাকা। (M) - 9800700453. (K/D/R)

গ্র্যাজুয়েট মেয়ে চাই

■ নামী অফিসে কাজের জন্য ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েট যোগ্য শিলিগুড়ির লোকাল মেয়ে চাই। বেতন 25K to 40K. Interview মঙ্গলবার 27th January, 5-7 P.M. যোগাযোগ প্রবীন আগরওয়াল, ন্যাশনাল কমার্স হাউস, 2nd Floor, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি। (M) 9647855333. (C/119794)

কর্মখালি

■ Staff required M/F (H.S/Graduate) Ceragem Shivmandir. M - 81674-40743. (C/120309)

■ Need office assistant at Siliguri, computer type, bike must. Ph 9476296580. (C/119790)

■ শিলিগুড়ি এবং আশপাশের জায়গার জন্য সিকিউরিটি কোম্পানির নিজস্ব পেরোলে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সিকিউরিটি গার্ড, সিকিউরিটি সুপারভাইসার প্রয়োজন। বেতন : ১০০০০-১৫০০০ হাজার। যোগাযোগ : 8100746014. (C/119794)

কর্মখালি

■ মালবাজার সংলগ্ন বাটাইগোলে থ্রি স্টার রিসোর্ট ‘সিদ্ধারাজ’ এ ম্যানেজার, অভিজ্ঞ কুক সহ বিভিন্ন পদে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ করা হবে। ইন্টারভিউর তারিখ 02/02/2026। সময় দুপুর 11টা থেকে 3টা। যোগাযোগ 8274015814. (C/120311)

■ Civil Eng/Office Asstt :- Computer Knowledge/ Staff for Hardware shop (M) 9434498473. (C/119791)

ANAND | Hero PREMIA

We are hiring
North Bengal's 1st Hero Premia

Showroom in Siliguri are looking for dynamic, experienced professionals to drive excellence in our brand-new two-wheeler facility, as per below positions -

Openings

- **Sales Relationship Manager (1 No.) :** Must be a MBA with at least 7 years of experience.
- **Premium Sales Executive (3 Nos.) :** Graduate with at least 4 years of experience in sales.
- **Workshop Relationship Manager (1No.) :** Graduate/Diploma in Automobile Engineering with minimum 4 years' experience.
- **Moto Expert (3 Nos.) :** Technician with minimum 4 years' experience.
- **CCE / Billing Executive (2 Nos.) :** Graduate with sound computer proficiency.

Note: Candidates with prior **Automobile Industry experience** will be given preference.

ATTRACTIVE SALARY PACKAGE

Competitive industry standards for the right candidates. If you have the passion for premium motorcycles and the drive to succeed, we want to hear from you!

• **Email:** Send your updated **CV and Photo** to **hr@anandslg.com**

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

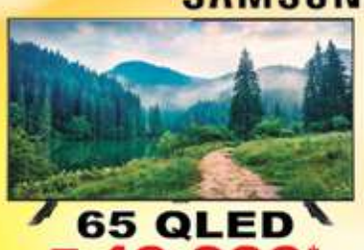

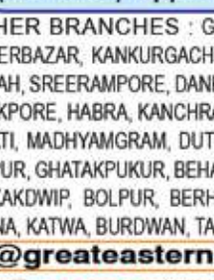

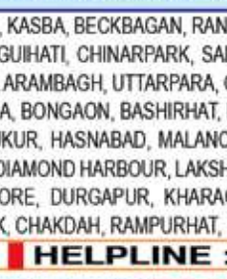

Great Eastern™
We serve you best
Great Eastern
PRESENTS
Cost to Cost
OFFER
CASH BACK Upto 45000*
On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI
1 EMI OFF
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE
IDFC FIRST Bank CASHBACK Upto 30000
HDB FINANCIAL SERVICES CASHBACK Upto 21000
BAJAJ FINSERV CASHBACK Upto 18500
ONIDA 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 28990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 32990*
Godrej 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 28990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 33490*
VOLTAS 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 29990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 34990*
Haier 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 29990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 36990*
LLOYD 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 30990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 37990*
Carrier 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 37990*
HITACHI 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 38990*
LG 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 40990*
IFB 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 30990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 36990*
Whirlpool 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 29990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 32990*
BLUE STAR 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 39990*
MITSUBISHI ELECTRIC 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 32990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 36990*
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 32990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 38990*
SAMSUNG 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 31990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 39990*
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
75 QLED ₹ 55,990*
65 QLED ₹ 40,990*
55 4K Google TV ₹ 25,990*
43 SMART ₹ 14,990*
32 SMART ₹ 7,990*
24 ₹ 5,990*
IFB 187 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER COST PRICE ₹ 14990*
Godrej 184 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER COST PRICE ₹ 15490*
Haier 185 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER COST PRICE ₹ 15490*
Godrej 238 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER COST PRICE ₹ 21490*
LG 242 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER COST PRICE ₹ 22990*
Haier 240 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER COST PRICE ₹ 23990*
Godrej 330 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER COST PRICE ₹ 33990*
LG 308 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER COST PRICE ₹ 28990*
Haier 300 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER COST PRICE ₹ 30490*
Godrej 600 L FREE MICROWAVE COST PRICE ₹ 70990*
LG 650 L FREE MICROWAVE COST PRICE ₹ 75190*
Haier 7 KG FREE IRON COST PRICE ₹ 15290*
Godrej 7 KG FREE IRON COST PRICE ₹ 15990*
BOSCH 7 KG FREE IRON COST PRICE ₹ 17990*
LG 8 KG FREE IRON COST PRICE ₹ 18690*
IFB 6.5 KG FREE IRON COST PRICE ₹ 18490*
LG 7 KG FREE IRON COST PRICE ₹ 26990*
Godrej 7 KG FREE IRON COST PRICE ₹ 26990*
LG 9 KG FREE IRON COST PRICE ₹ 32990*
IFB 7 KG FREE IRON COST PRICE ₹ 31490*
BOSCH 7 KG FREE IRON COST PRICE ₹ 33490*
Apple 17 (128) Cost Price 82900* 4000/- Cashback On EMI
SAMSUNG S 25(12/256) Cost Price 70990*
vivo X 300 (12/256) Cost Price 75999* 10% Cashback
oppo Reno15 (8/256) Cost Price 41999* Including Cashback
FREE NECK BAND Worth Rs. 1149/- With Every Mobile
BAJAJ INDUCTION + IMMERSION ROD ₹ 1990*
BAJAJ MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹ 1990*
PHILIPS MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹ 2090*
KENSTAR MIXER GRINDER (3 JAR) + INDUCTION + CHOPPER ₹ 2790*
AIR FRYER ₹ 2990*
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT, CONTAI
*Condition Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock lasts. *Price includes cash back and exchange offer. *Offer applicable on selected Models and Brands.
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

মহাকাশ মরীচিকা

চাঁদ এখন আর কবির কল্পনা নয়, বরং অতি-ধনকুবেরদের নতুন বাণিজ্যিক গন্তব্য। রকেটে চড়ে চাঁদে বেড়াতে যাওয়া বা সেখানে জমি কেনা যখন বাস্তবের পথে, তখনই ঘনিয়ে আসছে এক মহাজাগতিক বিপদ। কক্ষপথে হাজারে হাজারে সক্রিয় ও অকেজো কৃত্রিম উপগ্রহের ভিড় তৈরি করছে 'কেসলার সিনড্রোম' বা মহাকাশের ট্রাফিক জ্যাম। একদিকে যখন লুনার-ট্যুরিজম ও স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের স্বপ্ন ডানা মেলছে, অন্যদিকে তেমনই এক মহাবিপর্যয়ের আশঙ্কা তীব্র হচ্ছে— যেখানে একটি সংঘর্ষই অচল করে দিতে পারে পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা। স্বপ্ন আর আশঙ্কার এই দ্বৈরথেই এখন নির্ধারিত হচ্ছে মহাকাশে মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ।

হয়তো খুব তাড়াতাড়িই মিলবে চাঁদের জমি

সুমন ভট্টাচার্য

আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের সিনিয়ার, অচ্যুত মণ্ডল, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের যশস্বী অধ্যাপক, যিনি অকালে মারা যান, তাঁর কবিতার বিখ্যাত লাইন ছিল 'অটোতে চড়ে চাঁদে যাব'। অচ্যুতদা দেখে যেতে পারলেন না, সত্যিই হয়তো চাঁদে যাওয়াটা অটোয় চড়ার মতোই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আমার মেয়ে মাইক্রো বায়োলজি নিয়ে পড়ার পর আর ভারতবর্ষে কোনও সম্পত্তির খোঁজ করছে না। যদি ভাবেন দুবাই বা লন্ডনে ফ্ল্যাট কিনবেন বলে ভাবছেন, তাহলে ভুল। এই প্রজন্মের নাকি পছন্দ চাঁদে জমি কেনা। যদিও চাঁদে জমি কেনার এখনও অবধি কোনও আইনগত ভিত্তি নেই। কিন্তু চাঁদে যে শিগগিরই মোবাইলের কানেকশন হয়ে যাবে, এমনটা কিন্তু বেশ কিছু মার্কিন সংস্থা দাবি করছে।

মাস্কের কীর্তি

কন্সপিরেসি থিওরিকে বাদ দিলেও এক সময় চাঁদে মানুষের পদচিহ্ন পড়া ছিল সত্যি সত্যি রাষ্ট্রীয় গৌরবের প্রতীক। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন বনাম আমেরিকার যে 'স্নায়ুযুদ্ধ', সামরিক যুদ্ধ, প্রযুক্তিগত যুদ্ধ চলছিল, সেখানে ইউরি গ্যাগারিন যদি মহাকাশে পৌঁছোনো প্রথম মানুষ হন, তাহলে চাঁদে পৌঁছে গিয়েছিলেন আমেরিকা থেকে নীল আর্মস্ট্রং। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে চাঁদ বা মহাকাশ আর কোনও সভ্যতার বা কল্পনার বিষয় নয়; বরং পয়সা থাকলে আপনি মহাকাশে ঘুরতে যেতে পারবেন। দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার আগে রিচার্ড ব্রনসন দেখিয়েছিলেন ধনকুবেরদের বাসনা বা বিলাস হওয়া উচিত মহাকাশে ঘুরতে যাওয়া। আর এই যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সবসময় এঁটুলির মতো লেগে থাকা, আসলে কিছুদিন আগে অবধি লেগেছিলেন, আবার বিদ্রোহ করেছিলেন, আবার এখন তাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে, সেই এলন মাস্কেরও কিন্তু যাবতীয় মাথাব্যথা মহাকাশে লোক পাঠানো নিয়ে। এলন মাস্কের 'স্পেস এক্স' এখন তাঁর নিজের 'পোর্টফোলিও'তে সবচেয়ে দামি সংস্থা। ইলেক্ট্রিক ভেহিকলের জন্য পরিচিত টেসলাকে ছাপিয়ে গেছে মাস্কের 'স্পেস এক্স'-এর শেয়ার দর। তাই মাস্ক 'স্পেস এক্স'কে নিয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। আর ট্রাম্পও যখন এলন মাস্ক বিদ্রোহী হয়েছিলেন, তখন হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন, যে মার্কিন রাষ্ট্র, অর্থাৎ, তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকা সরকারি অর্থ আর এলন মাস্ককে ভরতুকি হিসেবে দেওয়া হবে না, অথবা তাঁর 'স্টারলিংক', 'স্পেস এক্স'কে সরকারি অনুমোদনও না দেওয়া হতে পারে। হতে পারে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেই হুমকির পরই যাবতীয় বিরোধিতা সত্ত্বেও এলন মাস্ককে আবার হোয়াইট হাউস অথবা লামাগায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে।

বহু খেলোয়াড়

প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাহলে মহাকাশ, চাঁদ এমনকি মঙ্গল গ্রহ— এগুলি কি হাতের নাগালের মধ্যে চলে এল? শিগগিরই কি চাঁদে বেড়াতে যাওয়া যাবে পুজোর ছুটিতে? কিংবা ক্রিসমাসে মহাকাশ অভিযান? হয়তো কিছুটা মজার শোনালেও প্রযুক্তিগত কারণে এবং খরচ অনেক কমে যাওয়াতে মহাকাশে যাওয়াটা আর এখন দুঃসাধ্য বিষয় নয়। পয়সা থাকলেই যে মহাকাশে যাওয়া যায়, সেটা রিচার্ড ব্রনসন দেখিয়েছিলেন এবং এখন মার্কিন মুলুকের দুই সংস্থা এলন মাস্কের 'স্পেস এক্স' আর জেফ বেজোসের 'ব্লু অরিজিন'— দুটিই মহাকাশ পর্যটন কিন্তু শুরু করাতে চলেছে। কিন্তু শুধুমাত্র ধনকুবেরদের জন্য মহাকাশ পর্যটন নাকি আরও একটু বেশি মহাকাশকে নিয়ে ভাবা হচ্ছে?

গোল্ডেন ডোম

আসলে রকেট এখন আর শুধু গবেষণার বিষয়বস্তু নয়। মহাকাশও শুধুমাত্র কবির কল্পনা নয়। মহাকাশে নিয়ন্ত্রণ হাতে থাকলে যে অনেক কিছু করা যায়, সেটা আমেরিকা প্রতিপদে দেখিয়ে দিচ্ছে। সম্প্রতি একটি টেলিভিশন কনক্লেভে এসে বিখ্যাত অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ সৌরভ মুখোপাধ্যায় একটি চমৎকার কথা বলেছেন। বলেছেন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি অর্থাৎ, 'মেটা' হোক কিংবা নাম বদলে ফেলা 'এক্স' অথবা অন্য যে কোনও সংস্থা, যেমন গুগল বা মাইক্রোসফট, এই সবক'টিই যেহেতু আমেরিকায় অবস্থিত, তাই তার যে পুঁজি বা তার যে ক্ষমতা, সেটার জোরেই ডোনাল্ড ট্রাম্প পৃথিবীতে এরকম যথেচ্ছাচার করে বেড়াতে পারছেন। মহাকাশের ক্ষেত্রেও সেটা খানিকটা সত্যি। মহাকাশের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই মার্কিন মুলুকের বিভিন্ন সংস্থার হাতে। এমন নয় যে, চিন টক্কর দেওয়ার কথা ভাবছে না! চিনও বলছে যে, ২০৩০-এর মধ্যে মহাকাশ গবেষণায় বা চাঁদে লোক পাঠানোয় তারা অনেকটা এগিয়ে যাবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অ্যাডভান্টেজ আমেরিকার আর যার পুরোপুরি সুফল তুলছেন স্বয়ং ডোনাল্ড ট্রাম্প। আবার তিনি 'গোল্ডেন ডোম' প্রকল্পটিকে ফিরিয়ে এনেছেন, অর্থাৎ, যা মহাকাশ থেকে এমন এক চাদর তৈরি করবে যে চাদর বিশাল আমেরিকাকে রক্ষা করবে যে কোনও ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বা বিমান হামলার থেকে। তাহলে আবার মহাকাশ শুধুমাত্র সামরিক নয়, বাণিজ্যিক কাজেও জোরকদমে বিভিন্ন কোম্পানির কাছে এগিয়ে এসেছে।

বিপুল বিনিয়োগ

আমি 'কোম্পানি' শব্দটি ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলাম, কারণ, আমেরিকায় এখন অনেক সংস্থাই, এমনকি অনেক নতুন স্টার্ট আপ সংস্থাও মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে বা মহাকাশের বিষয়ে পরিকল্পনা করছে এবং তাদের পিছনে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগও হচ্ছে। কেন এই বিনিয়োগ? এই প্রশ্নটা বোঝার জন্য খুব গবেষণার প্রয়োজন নেই। রাজনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যখন ট্রাম্পের চাপে ভারত সরকার এলন মাস্কের বাড়ির মালিকানাধীন 'স্টারলিংক'-এর সঙ্গে চুক্তি সই করে। সেই চুক্তিটি আসলে ভারতবর্ষের মোবাইল বা ইন্টারনেট ব্যবসার উপর 'স্টারলিংক'-এর নিয়ন্ত্রণকে একেবারে প্রতিস্থাপিত করে দেয়। ভারতবর্ষের সমস্ত মোবাইল কোম্পানি এয়ারটেল থেকে জিও 'স্টারলিংক'-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে নেয়। তার মানে কী? তার মানে হচ্ছে যে, এবার থেকে 'স্টারলিংক'-এর স্যাটেলাইট ব্যবহার হবে ভারতবর্ষের মোবাইল পরিষেবার জন্য। এতে যেমন ভারতের বাজারে 'স্টারলিংক'-এর দখলদারি বাড়বে, তেমনই ভারতীয় ক্রেতাদের সম্পর্কে সমস্ত তথ্য এলন মাস্কের কোম্পানির কাছে থাকবে। কিন্তু এ তো গেল শুধু ব্যবসার কথা। ব্যবসার পাশাপাশি যদি অন্যদিকে ভাবি, তাহলে বুঝতে হবে যে, মহাকাশকে ব্যবহার করে অর্থাৎ, প্রযুক্তিগতভাবে উপগ্রহকে ব্যবহার করে এখন অনেকটাই ব্যবসা করা সম্ভব। বিশেষ করে, 'স্যাটেলাইট ডেটা' বা 'স্মল স্যাটেলাইট' হাতে থাকলে আবহাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য দেওয়া সম্ভব।

বাস্তবের পথে

পরিস্থিতি যেমনভাবে এগোচ্ছে, তাতে চাঁদে ঘুরতে যাওয়াটা বোধহয় খুব দূরের বিষয় নয়। কিন্তু সত্যি সত্যি কি চাঁদ থেকে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করা যাবে বা চাঁদের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করা যাবে পৃথিবীর স্বার্থে? এখনও নিশ্চিত নয় কারণ, চাঁদের মালিকানা কার হাতে থাকবে, সেই বিষয়টি নিয়ে এখনও অবধি কোনও রাষ্ট্রই, এমনকি রাষ্ট্রসংঘও কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারেনি। যদিও চাঁদের জমি প্রতীকী অর্থে বিক্রি শুরু হয়ে গেছে 'সী অফ ট্রাঙ্কুইলিটি' বা 'লুনার আল্পস', অর্থাৎ, চাঁদের যেটা আল্পস পাহাড় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেখানে নাকি জমি কেনাটা ভালো এবং প্রতীকী অর্থে অনেকেই সেই জমি কিনছেও। এইটুকু পরিষ্কার, যে অচ্যুতদা হয়তো দেখে যেতে পারলেন না, কিন্তু অটোতে না চড়ে হলেও রকেটে চড়ে চাঁদে যাওয়া যাবে এবং ফিরে এসে আবার দেশে এসে গল্প বলার দিনও আর খুব দূরে নেই।

(লেখক সাংবাদিক)

মাথায় ভেঙে পড়তে পারে স্যাটেলাইট

সুমন গোস্বামী

আটের দশকে বেড়ে ওঠা মানুষের স্কাইল্যাব-এর কথা মনে আছে নিশ্চয়ই? পত্র-পত্রিকার বাইরে মূলত গুজবের কারণে অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও জনমানসের একাংশে জমে উঠেছিল ভয়- আক্ষরিক অর্থেই 'মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া'র ভয়। পৃথিবীর বাইরে মহাকাশযান পাঠানোটাও যে বিপদের হতে পারে, এ তথ্য সেবারই প্রথম এসেছিল আমজনতার মনোঅলিন্দে। আজকের দিনে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য ধরনের নানা ভয়ের পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে। কীরকম? আসুন, দেখা যাক।

সেদিনের কথা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক দশকের মধ্যেই দুই নতুন সুপার-পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে 'রকেট পাঠানো'র প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। প্রথম পৃথিবীর বাইরে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো, প্রথম মানুষ পাঠানো, চাঁদে মানুষ পাঠানো, সৌরজগতের সর্বত্র অনুসন্ধানী যান পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলছিল আমাদের জ্ঞানের পরিধিও। এই দুই মহাশক্তিধরের সঙ্গে ফ্রান্স বা ইংল্যান্ডের মতো অন্য দু-একটি দেশও রকেট উৎক্ষেপণ চালিয়ে যাচ্ছিল বটে, তবে এই সকল কাজকর্মই ছিল প্রবলভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে। বেসরকারি সংস্থার পক্ষে এই কাজ বড় একটা সম্ভবপর হয়নি। ১৯৬২ সালে AT & T প্রথম বেসরকারি বাণিজ্যিক উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে (Telstar 1)। পরবর্তী কয়েক দশকে বেসরকারি উদ্যোগে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ কিছু হয়েছে অবশ্যই, তবে নাসা বা সোভিয়েত দেশের রাষ্ট্রীয় উৎক্ষেপণের তুলনায় তা নগণ্য।

আজকের ছবি

নতুন শতকে এসে চিত্রটা কিন্তু একেবারে বদলে গেল। ইলন মাস্ক-এর স্পেস এক্স বা জেফ বেজোস-এর ব্লু অরিজিন-এর মতো সংস্থাগুলো এখন মহাকাশ অভিযানের প্রায় পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে। কীরকম? আসুন, দেখা যাক। ২০২৬ সালের গোড়ার হিসেবে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের তামাম উৎক্ষেপণের আশি শতাংশ করেছে স্পেস এক্স। পৃথিবীর বাইরে এই মুহূর্তে সক্রিয় কৃত্রিম উপগ্রহের প্রায় ৬৫ শতাংশ (৯৫০০-এর বেশি) হল স্টার লিংক-এর। জোনাথন স্পেস রিপোর্ট এই তথ্য দিয়ে আরও জানাচ্ছে যে, অন্যান্য অরবিটাল অবজেক্ট ধরলে এই মুহূর্তে পৃথিবীর বাইরে অবস্থানরত উৎক্ষিপ্ত বস্তুসংখ্যা ৩০ হাজারেরও বেশি! সক্রিয় উপগ্রহের সংখ্যা ১৪৫০০-এর মতো। এর মধ্যে লো-আর্থ অরবিট (অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের ১৬০ কিমি থেকে ২০০০ কিমি অবধি) এলাকাতেই রয়েছে ১২ হাজারের বেশি কৃত্রিম উপগ্রহ!!

দুর্ঘটনার ভয়

সেই ১৯৭৮ সালে নাসার বিজ্ঞানী ডোনাল্ড কেসলার এবং বার্টন ক্যুর-পালাইস 'কেসলার সিনড্রোম'-এর কথা বলেছিলেন। যা আসলে লো-আর্থ অরবিটে বিভিন্ন উপগ্রহ এবং মহাকাশ আবর্জনার ঘনত্ব বেড়ে ভয়ংকর দুর্ঘটনার আশঙ্কা। ১৯৭৮ সালে এটি আশঙ্কা থাকলেও, অনেক বিজ্ঞানীর মতেই আজ কিন্তু বিপর্যয়টা একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যাপারটা কীভাবে হয়? একে তো প্রচুর পরিমাণে সক্রিয় কৃত্রিম উপগ্রহ ওই এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার উপর রয়েছে নিষ্ক্রিয় বা নষ্ট হয়ে যাওয়া উপগ্রহ এবং উৎক্ষেপক রকেটের ভাঙা অংশ। এগুলোকে বলে 'স্পেস ডেব্রি'। সেকেন্ডে ৭-৮ কিমি গতিবেগে এই যন্ত্রাংশগুলো লো-আর্থ অরবিটে ঘুরপাক খাচ্ছে। কোনও একটি মুখোমুখি সংঘর্ষ মানেই ডেব্রির সংখ্যার আরও বৃদ্ধি অনিবার্য। এইভাবে একটি চেইন-রিঅ্যাকশনের আশঙ্কা করেছিলেন কেসলাররা। যা গোটা সিস্টেমটাকেই প্রায় ধ্বংস করে ফেলবে।

বিপদের রকমফের

কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে এই ঘটনায়? এক কথায় আপনার-আমার বর্তমান দৈনন্দিন জীবনযাত্রাই থমকে যাবে। ইন্টারনেট মুখ থুবড়ে পড়বে, জিপিএস কাজ করবে না। ব্যাংকিং, টেলিকম, যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আবহাওয়া দপ্তর পর্যন্ত- প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা কেবল ব্যাহত হবে তাই নয়, অনেকগুলিই একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। যেহেতু পৃথিবী থেকে বের হবার আর কোনও রাস্তা নেই, ফলত মহাকাশ গবেষণার প্রয়োজনেও নতুন রকেট পাঠানোটা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। শেষ একশো বছরে মহাকাশ গবেষণায় আমরা যে তুমুল উন্নতি করেছি, তা থমকে যেতে পারে 'রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম'-এর কারণে। এই মুহূর্তে পৃথিবী ও সূর্যের Lagrange Point (এমন জায়গা, যেখানে পৃথিবী ও সূর্যের মহাকর্ষ বল সমান) এ অবস্থান করে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ক্রমাগত বদলে দিচ্ছে আমাদের মহাবিশ্বকে চেনার পরিসীমা। কিন্তু পরবর্তীতে আরও উন্নত কোনও টেলিস্কোপ পাঠানোটাও এরপর কঠিন হয়ে উঠতে পারে। কঠিন হয়ে উঠতে পারে আমাদের 'দ্বিতীয় ঘর' খোঁজার কাজটিও, স্টিফেন হকিং সহ অনেকের মতেই যা মানবজাতির সমূহ বিপদ।

সতর্কতা প্রয়োজন

১৯৬৬ সালে রাষ্ট্রসংঘের আইনি উপসমিতিতে Outer Space Treaty নিয়ে আলোচনা হয়। ১৯৬৭ সাল থেকে তা কার্যকরী। মোট ১৭টি পয়েন্টের এই চুক্তি মূলত মহাকাশকে সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখার কথা বলে (Province of all Mankind)। এখানে সবার অধিকার সমান, কোনও বৈষম্য নেই। মহাকাশে বিপুল ধ্বংসক্ষমতার অস্ত্রের অবস্থানও নিষিদ্ধ করেছে এই চুক্তি। চাঁদ বা অ্যাস্টরয়েড সহ কোনও মহাজাগতিক বস্তুর ওপর রাষ্ট্রীয় দখলদারি নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এই চুক্তি তৈরি হবার সময় মহাকাশে ছিল মূলত দুটি দেশের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। কোনও ইলন মাস্ক বা বেজোস তাঁদের বিপুল অর্থ এবং ক্ষমতা নিয়ে এই জগতে অবস্থান করতেন না। আজকের দিনে অনেকেই বলছেন, এই চুক্তিটির পুনর্গঠন প্রয়োজন। কর্পোরেট সংস্থাগুলি অ্যাস্টরয়েডে মাইনিং শুরু করতে চাইছে। কম খরচে রকেট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে 'কেসলার সিনড্রোম' এর বিপদ বাড়িয়ে তুলছে। লো-আর্থ অরবিট এখন নয়া ঠান্ডা লড়াইয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই সকল 'বিপদ'-এর কথা ষাট বছর আগে কেউ ভাবেননি। কিন্তু এখনও না ভাবলে সমূহ বিপদ। স্পেস এক্সের মতো কর্পোরেট সংস্থার 'কম খরচে উৎক্ষেপণ'-এর 'অফার'-এর লোভে অনেক দেশই 'উপগ্রহ অর্থনীতি'র মাধ্যমে বিপুল লাভের নেশায় পড়েছে। ভারত, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলি বিপুল অর্থনৈতিক বৃদ্ধির স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু এই সংক্রান্ত বিপুল ঝুঁকিটা কি একেবারেই চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে না? 'কেসলার সিনড্রোম'-এর মতো ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির অর্থনীতিও যে ভয়ানক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবার বদলে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণে খরচ বৃদ্ধি করাও হল, আবার তার রিটার্ন ঘরে ঢোকার আগেই সবকিছু মুখ থুবড়ে পড়ল (যার এখন সমূহ সম্ভাবনা)! শেষের সে দিন ভয়ংকর!!

(লেখক সমাজকর্মী। আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা।)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন গ্রামে হামলার পূর্বাভাস দেয় নেড়িরাই

শিয়াল ঠেকাতে কুকুরে ভরসা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৪ জানুয়ারি : গত বছর যেখানে সুপ্রিম কোর্ট জনবহুল এলাকায় কুকুরদের আনাগোনায় বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল, সেখানে হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন গ্রামে শিয়ালের উপদ্রব এমনকি আক্রমণ ঠেকাতে এলাকার পথকুকুরদের ওপরই নির্ভর করছেন গ্রামবাসীরা।

বিগত তিন-চার বছর থেকে সন্ধে নামলে বেড়েছে শিয়ালের উপদ্রব। গত দু'বছরের পরিসংখ্যান বলছে, ইতিমধ্যে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামে দলবেঁধে শিয়ালের আক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে। একসঙ্গে জখম হয়েছেন বহু মানুষ। এই পরিস্থিতিতে শিয়ালদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে গ্রামের লোকেদের ভরসা জোগাচ্ছে পাড়ার কালু-ভুলু-লালুরা। এরা আদতে দেশি বা নেড়ি কুকুর। এমনকি হরিশ্চন্দ্রপুরের গ্রামেগঞ্জে কৃষকরা মাঠে যেতেও এই নেড়ি কুকুরদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন।

স্থানীয় কৃষক মোহাম্মদ জামালউদ্দিন জানান, গ্রামেগঞ্জে অনেকের বাড়িতে হাঁস, মুরগি, ছাগল আছে। সাধারণত মাংসের লোভে সন্ধে থেকে শিয়ালদের আনাগোনা বেড়ে যায়। বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণের ঘটনা ঘটছে অনেক। অনেক গ্রামবাসী আহত হয়েছেন। ধানের খেতের মাঝে শিয়ালদের আস্তানা। সেখানে যেতেও কৃষকরা ভয় পাচ্ছেন। তাই শিয়ালদের আগমন আগাম জানতে বাড়িতে এখন অনেকে কুকুর রাখছেন। তাঁর কথায়, 'শুধুমাত্র শিয়ালের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পাড়ার রাস্তার কুকুরদের ওপর আমাদের ভরসা রাখতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে এইসব কুকুরের কারণে এলাকায় শিয়াল ঢুকতে ভয় পাচ্ছে।'

গ্রামের লোকেদের ভরসা জোগাচ্ছে পাড়ার কালু-ভুলু-লালুরা।

পরিস্থিতি সামাল দিতে বন দপ্তরের তরফে সন্ধ্যার পর এলাকায় টহলদারি বাড়ানোর পাশাপাশি চলছে সতর্ক পাহারা। যদিও স্থানীয় বন দপ্তরের কাছে পর্যাপ্ত কর্মী না থাকায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ঠিকভাবে টহলদারি হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

তবে চাঁচলের ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার দুলাল সরকারের বক্তব্য, 'হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল সহ মালদা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সোনালি শিয়ালের উপদ্রব বেড়েছে। শিয়ালের সংখ্যাও বেড়েছে। গত বছর আমরা উপদ্রুত এলাকায় শিয়াল ধরার জন্য খাঁচা পেতেছিলাম। তাছাড়া বন দপ্তর থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকায় টহলদারি চালানো হচ্ছে। খাবারের খোঁজে এরা লোকালয় হানা দিচ্ছে। আমরা এবার সবদিক থেকে সতর্ক রয়েছি।'

- বিগত তিন-চার বছর থেকে সন্ধে নামলে বেড়েছে শিয়ালের উপদ্রব
- একসঙ্গে জখম হয়েছেন বহু মানুষ
- আক্রমণ ঠেকাতে বাড়িতে কুকুর রাখার পাশাপাশি কৃষকরা সঙ্গে করে মাঠে নিয়ে যাচ্ছেন

এদিকে শিয়ালের আক্রমণ ঠেকাতে রাস্তার নেড়ি কুকুরদের ওপর ভরসা করা প্রসঙ্গে মালদা অ্যানিমাল কেয়ার ইউনিটের সদস্য অর্চি চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের সমাজজীবনে রাস্তার নেড়ি কুকুরদের প্রচুর উপকারিতা রয়েছে। গ্রামেগঞ্জে অতর্কিত শিয়ালের হামলা ঠেকাতে এবং তাদের আক্রমণের আগাম পূর্বাভাস পাড়ার কুকুররাই দেয়। অথচ সেই কুকুরকেই প্রচুর জায়গায় খাবারের মধ্যে বিষ দিয়ে হত্যা করার ঘটনা আমরা দেখছি। তার ওপর সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত জনবহুল স্থানে রাস্তার কুকুরদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। এগুলো কোনওমতেই আমরা মেনে নিতে পারছি না।'

গত বছরের শেষের দিকে হরিশ্চন্দ্রপুরের ভালুকায় শিয়ালের আক্রমণে এক বৃদ্ধ কৃষকের মৃত্যু হয়েছিল। তারপর দুটি শিশুর গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনা ঘটে। এমনকি বিহার সীমান্তবর্তী সাদলি চক পঞ্চায়েতে বাড়ির উঠোনে খেলার সময় একটি শিশুর হাতের মাংস খুবলে নেয় শিয়াল। সবমিলিয়ে এলাকায় শিয়ালের আক্রমণ যেন জলভাত হয়ে গিয়েছে।

পারাপার।।

শনিবার বালুরঘাটের ডাঙিতে। - মাজিদুর সরদার

এসআইআর গভীর চক্রান্ত : মৌসম

প্রত্যাবর্তনের পর হবিবপুরে জোড়া সভা

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ২৪ জানুয়ারি : প্রথমে বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাটে ও পরে হবিবপুর ব্লকের আইহো, তৃণমূল কংগ্রেস থেকে কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের পর হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে শনিবার প্রথমবার দুটি পৃথক জনসভা করলেন মৌসম বেনজির নুর। দুটি সভাতেই মৌসমকে ফুলের তোড়া দিয়ে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা জানান কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা। এদিনের সভা দুটি থেকে বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ান কংগ্রেস নেত্রী। তাঁকে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়েও সরব হতে দেখা যায়।

কংগ্রেসে 'ঘর ওয়াপসি' প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন মৌসম। তিনি দলের কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, 'কংগ্রেস মানে আবেগ, কংগ্রেস মানে ভালোবাসা। আমি ২০১৯ সালে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে গিয়েছিলাম। আপনারা সবাই দুঃখ পেয়েছিলেন, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। নিজের ভুল বুঝতে পেরেই আবার নিজের ঘরে ফিরে এসেছি। সুখে-দুঃখে সারা জীবন আপনাদের সঙ্গেই থাকব।' একই সঙ্গে তিনি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কংগ্রেসের হাত শক্ত করার আহ্বান জানান।

শুধু তাই নয়, এসআইআর প্রসঙ্গে মৌসম কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্য সরকারকেও তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'যেভাবে সাধারণ মানুষকে এসআইআর-এর নামে হয়রানি করা হচ্ছে, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এটি একটি গভীর চক্রান্ত, যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দু'পক্ষই নির্বাচন কমিশনকে শামিল করেছে। মানুষের মধ্যে ভয় ও বিভ্রান্তি তৈরি করে গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। কংগ্রেস এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে মানুষের পাশে থেকে লড়াই করবে।'

মৌসমের সভাকে কেন্দ্র করে পাকুয়াহাট ও আইহো দুটি এলাকাকেই কংগ্রেসের পতাকায় মুড়ে ফেলা হয়। দলের কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। মৌসমের নামে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। দুটি সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ইশা খান চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক মুত্তাকিন আলম, ভূপেন্দ্রনাথ হালদার, দলের অবজার্ভার মাসিদুর রহমান, জেলা কমিটির সদস্য জয়ন্ত সরকার, দলের বামনগোলা ব্লক সভাপতি মেরি মাহালি সহ জেলা ও ব্লক স্তরের অন্য নেতারা।

২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে মৌসম কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে গিয়েছিলেন। সাত বছর পর সেই জানুয়ারি মাসেই নয়াদিল্লির ২৪ নম্বর আকবর রোডে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে হাত শিবিরে যোগ দেন তিনি। প্রত্যাবর্তনের পর কংগ্রেসের সংগঠনকে চাঙ্গা করতে ও কর্মীদের মধ্যে ঐক্য ফেরাতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ধারাবাহিকভাবে সভা ও পরিক্রমা শুরু করেছেন তিনি।

মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন মৌসম বেনজির নুর। শনিবার।

দুই রাস্তার শিলান্যাস

করণদিঘি, ২৪ জানুয়ারি : শনিবার পথশ্রী প্রকল্পের ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনা করেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুর রহিম। শনিবার দুপুরে বাজারগাঁও-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আনসারি আদিবাসীপাড়া, দাসপাড়ায় প্রায় ৭৯ লক্ষ টাকায় ১৭০০ মিটার ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনা হয়। বাজারগাঁও পঞ্চায়েত চাকুলিয়া বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত। দীর্ঘদিন থেকেই রাস্তার বেহাল দশা ছিল, বর্ষায় চরম দুর্ভোগে পড়তেন এলাকাবাসী। এদিকে, ১ কোটি ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকায় বাজারগাঁও-২ পঞ্চায়েতের চোপড়াবাড়ি গাজি মোড় থেকে কালাপাহাড় মহারাজা মন্দির বাজারগাঁও পর্যন্ত ১৮০০ মিটার ঢালাই রাস্তার সূচনা করেন আব্দুর। এলাকায় রাস্তার কাজ হওয়ার খুশি স্থানীয়রা।

এখনও থমথমে বুধিয়া ফেরিঘাট

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৪ জানুয়ারি : শুক্রবার দুপুরে বাঁশ বাগান থেকে উদ্ধার হয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্র। তারপর থেকেই থমথমে বুধিয়া ফেরিঘাট। শনিবার সকালে সাতঘরিয়া এলাকার মানুষ আতঙ্কে ফেরিঘাটমুখো হননি। আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন ঘাটিয়ালেরাও। যদিও ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, পিস্তলটি জংধরা এবং অকেজো। কেউ হয়তো ফেলে গিয়েছে। কেউ কোনও অভিযোগ জমা করেননি। পঞ্চায়েত পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছে।

ইংরেজবাজার ব্লকের সাতঘরিয়া গ্রাম। মহানন্দা নদীর ওপারেই পুরাতন মালদার মহিষবাথানি এলাকা। দু'পাড়ের মানুষের যাতায়াতের জন্য জেলা পরিষদের কাছ থেকে লিজ নিয়ে ফেরিঘাট চালায় এক পরিবার। পারাপারের জন্য রেট চার্ট লাগানো রয়েছে নদীর তীরে। মানুষজন টাকা দিয়েই যাতায়াত করেন। ফেরিঘাটের ঘাটিয়াল আব্দুর রাকিব জানান, এমন ঘটনা এর আগে কোনও দিন ঘটেনি। ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার। তিনজন তরুণ চারচাকা গাড়িতে করে নদীঘাটে আসেন। তাঁরা গাড়ি নদীর পাড়ে রেখে হেঁটে মহিষবাথানি যান। ফিরে আসেন সন্ধ্যা নাগাদ। তিনি বলেন, 'তাঁদের কাছে টাকা চাওয়া হলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে আমার উপর হামলা চালান। তাঁদের একজনের কাছে পিস্তল ছিল। সেটা আমার কপালে ঠেকান। আমি চিৎকার করে আমার দাদাদের ডাকতে শুরু করলে গোটা গ্রামের মানুষ চলে এসে তাঁদের ঘিরে ফেলেন। এই সুযোগে যাঁর কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল তিনি সরে পড়েন। হয়তো বাঁশ বাগানে লুকিয়ে ফেলেন। খবর পেয়ে পঞ্চায়েত পুলিশ এসে তাঁদের তথ্য নিয়ে ছেড়ে দেয়।'

- শুক্রবার বাঁশ বাগান থেকে উদ্ধার হয়েছিল আগ্নেয়াস্ত্র
- শনিবার সকালে সাতঘরিয়ার মানুষ ফেরিঘাটমুখো হননি
- আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন ঘাটিয়ালেরাও

আব্দুর আরও বলেন, 'শুক্রবার দিনদুপুরে বাঁশ বাগানে গ্রামেরই একজন গিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ করেন গামছার এক পুঁটলি রাখা রয়েছে বাঁশ বাগানের মধ্যে। পুঁটলি খুলতেই পিস্তল বেরিয়ে আসে। আমরা এর আগে কোনওদিন এমন আগ্নেয়াস্ত্র দেখিনি। পুলিশ এসে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে গিয়েছে। আমরা চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।'

এদিকে স্থানীয় ইউসুফ আলি জানান, গ্রামবাসীরা ওই তরুণদের ঘিরে ধরলে জানা যায়, তাঁদের মধ্যে দুজনের বাড়ি শহরের বালুচর এলাকায়। আরেকজনের বাড়ি সুস্তানি এলাকায়। ইউসুফ বলেন, 'এই ঘাটে রাত ১২টা পর্যন্ত মানুষ যাতায়াত করেন। আমরা থাকব কী করে? আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।'

খেলার ছলে। শনিবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

বিষপান, গলায় দড়িতে মৃত্যু

গঙ্গারামপুর ও মালদা, ২৪ জানুয়ারি : গঙ্গারামপুর থানার জয়পুর এলাকায় এক কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। পরিবার জানিয়েছে, গত ২ জানুয়ারি তাঁরা ওই কিশোরীকে বকাঝকা করে। তারপরই সে বিষপান করে বলে পরিবারের দাবি। বিষয়টি বুঝতে পেরে তাঁরা ওই কিশোরীকে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। চিকিৎসারত অবস্থায় শুক্রবার বিকেলে কিশোরীর মৃত্যু হয়। শনিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

অন্যদিকে, মানিকচকের মথুরাপুর এলাকায় আরেকটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সেখানে এক কিশোরীর মৃত্যু ঘটেছে। সে স্থানীয় এক স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। জানা গিয়েছে, পড়াশোনায় মন না দেওয়ায় বুধবার বকাবকি করেছিলেন মা। এরপর অভিমান করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে। কিছুক্ষণ বাদে বাড়ির পাশের ফুটবল মাঠের গোলপোস্টের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তাঁকে। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে মৃত্যু হয় ওই ছাত্রীর। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

মৃত ছাত্রী

সামসী, ২৪ জানুয়ারি : নবম শ্রেণির স্কুল ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু। শনিবারের এই ঘটনা চাঁচল-২ ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কানাইপুর এলাকার। মৃত কিশোরীর নাম রাধিকা নুনিয়া (১৫)। ওই কিশোরীর বাবা উত্তম নুনিয়া কেরলে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কর্মরত। বাড়িতে রয়েছে রাধিকার ছোট ভাই, মা ও ঠাকুমা। পরিবারের দাবি, এদিন তার মা মাঠে কাজে গেলে ঘরে ঢোকে এক তরুণ। মৃতার ঠাকুমা শিখা নুনিয়া বলেন, 'ঘরের দরজা লাগানো ছিল। বাইরে ছেলেদের জুতো রাখা আছে দেখে দরজা খুলি। ততক্ষণে একটি ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যায়। তখনই রাধিকাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখি।'

মৃতার মা শোভা নুনিয়া বলেন, 'মেয়ের নিজস্ব মোবাইল ছিল না। কারও সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিল কি না জানি না। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে।'

অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিক্ষোভ সভা

কুশমণ্ডি, ২৪ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এই অভিযোগ তুলে শনিবার বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়ার পর কুশমণ্ডি চৌরাস্তায় পথসভা করল কুশমণ্ডি ব্লক কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি গোপাল দেব, সোনা পাল, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আইনুল বারি এবং শতাধিক কংগ্রেস কর্মী।

শুনানি চলাকালীন আক্রান্ত দুই অফিসার

কুমারগঞ্জ, ২৪ জানুয়ারি : কুমারগঞ্জ ব্লক চত্বরে এসআইআর শুনানি শিবির ঘিরে শনিবার বিকেলে উত্তেজনা ছড়াল।

এদিন ব্লক অফিস সংলগ্ন আইসিডিএস অফিসে চলছিল হেয়ারিং শিবির। সেখানে কুমারগঞ্জ ব্লকের জাখিরপুর পঞ্চায়েতের ১২৩, ১২৪ ও ১২৫ নম্বর বুথের ভোটারদের শুনানি হচ্ছিল। অভিযোগ, শুনানির সময় দুই শতাধিকের উপর লোকের 'নো ম্যাচিং' দেখানো হয়। এতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন হেয়ারিংয়ে আসা কয়েকশো মানুষ। উত্তেজিত জনতা ঘরের মধ্যেই মাইক্রো অবজার্ভার দিব্যেন্দু গড়াই ও দিলীপ লাকড়া নামে আরও এক আধিকারিককে মারধর করে। দিব্যেন্দু এলআইসির কর্মী এবং দিলীপ কৃষি দপ্তরের কর্মী। ঘটনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী ও র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়। সূত্রের দাবি, খোদ বিডিও আহত দুই আধিকারিককে উদ্ধার করে নিজের চেম্বারে নিয়ে যান।

খবর লেখা পর্যন্ত প্রায় চারশো মানুষ বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। তবে ঘটনার পর বিডিও বা আহত আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এ ব্যাপারে জেলা বিজেপির সম্পাদক রজত ঘোষের অভিযোগ, প্রশাসন বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাঁর দাবি, নো ম্যাচিং লেখার পরই একদল লোক পরিকল্পিতভাবে অবজার্ভারদের মারধর করে।

অন্যদিকে, হেয়ারিংয়ে আসা মানুষজনের দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবেই বহু আবেদনকারীর কাগজে নো ম্যাচিং লেখা হচ্ছিল। সঠিক নথি দেখানোর পরেও কেন এই সিদ্ধান্ত, তার জবাব চেয়ে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। এই ঘটনায় বিডিও অফিস চত্বরে দীর্ঘক্ষণ চরম উত্তেজনা ছিল।

কুমারগঞ্জ বিডিও অফিসের সামনে জটলা। শনিবার।

দেহ উদ্ধার

রায়গঞ্জ, ২৪ জানুয়ারি : ভুট্টাখেতে বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল রায়গঞ্জের মহেশপুরে। মৃত বৃদ্ধা নিয়তি বর্মন (৬২)-এর বাড়ি ছটপাড়ুয়ায়। মৃতার প্রতিবেশী অমল বর্মন জানান, তাঁরা পুলিশ মারফত জানতে পারেন, বাড়ি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ভুট্টাখেতে বৃদ্ধার মৃতদেহ পড়ে থাকার কথা। পাশেই ছিল বোতল ভর্তি কীটনাশক। তবে খুন নাকি আত্মহত্যা তা নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছেন তাঁরা। রবিবার ময়নাতদন্ত হবে। ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

মালদা, ২৪ জানুয়ারি : বাইক চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে শুক্রবার রাতে স্থানীয় পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক পরিযায়ী শ্রমিকের। যদিও কীভাবে ওই দুর্ঘটনা ঘটে তা এখনও জানা যায়নি। মৃতের নাম আলিমুদ্দিন (২০)। বাড়ি পুখুরিয়া থানার অন্তর্গত খেড়িয়া গ্রামে। কয়েকদিন আগে ভিনরাজ্য থেকে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

জমি জটিলতায় বন্ধ রেল প্রকল্প

হিলি, ২৪ জানুয়ারি : জমি বির্তকের জেরে ক্ষতিপূরণ মেলেনি। তাই বাঁশের বেড়া দিয়ে জমি ঘিরলেন জমিদাতা। ওই ঘটনায় হিলি থানার শ্যামপুর গ্রামে বন্ধ বালুরঘাট-হিলি রেললাইন সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ। ক্ষতিপূরণ না মিললে কাজ করতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। এতে কাজের অগ্রগতি নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছে ঠিকাদারি সংস্থা।

২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে বালুরঘাট থেকে হিলি পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়। গতবছর জুন মাসে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের হাতে জমি তুলে দেয় জেলা ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তর। তারপরেই লাইন পাতার জন্য কাজ শুরু করে রেল। ইতিমধ্যে বালুরঘাট থেকে হিলি পর্যন্ত ব্রিজ, আন্ডারপাস ও মাটি ঢালার কাজ চলছে।

এদিকে, জমির ক্ষতিপূরণ না পেয়ে রেলের কাজ বন্ধ করা হয়েছে। প্রায় ৭০ শতক জমির চারদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেলের লাইন পাতার জন্য মাটি ঢালার কাজ বন্ধ করা হয়েছে।

বিক্ষুব্ধ জমিদাতা নিখিল সিং বলেন, 'জমি অধিগ্রহণ হলেও আমরা এখনও জমির ক্ষতিপূরণ পাইনি। সব জায়গায় ঘুরেও সমস্যার সমাধান হয়নি। আমাদের নামে রেকর্ডভুক্ত জমি ২০২৩ সালে স্থানীয় আরেকজনের নামে রেকর্ড করা হয়েছে। ওই ব্যক্তি আবার জমির ক্ষতিপূরণের জন্য দাবি করেছে। তারজন্য আমরা ক্ষতিপূরণ পাইনি। সেজন্য আমরা জমি ঘিরে দিয়েছি। ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত রেলের কাজ করতে দেব না।'

যার দিকে নিখিল সিং অভিযোগের আঙুল তুলেছেন সেই নুরুল ইসলাম মণ্ডল বলেন, 'ওই জমি ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি। ওয়াকফ বোর্ড আমাকে মতুয়ালি করেছে। আমার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হয়েছে। ওয়াকফ বোর্ডকে সম্পূর্ণ বিষয়টি জানাব। রেলের কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে, সেটা প্রশাসন দেখবে।'

মণ্ডপসজ্জার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

পতিরাম, ২৪ জানুয়ারি : পতিরাম চৌরিঙ্গিতে সরস্বতীপুজোর মণ্ডপে রাজনৈতিক ছবি ও পোস্টার লাগানোর প্রতিবাদে শনিবার সন্ধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মিছিল ও সভা হয়। এদিন প্রতিবাদ সভায় তৃণমূল নেতারা অভিযোগ করেন, পুজোর মতো ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজনীতি ঢুকিয়ে বাংলার সংস্কৃতি নষ্ট করার চক্রান্ত চলছে। পতিরাম পঞ্চায়েতের প্রধান পার্থ ঘোষ বলেন, 'পতিরামে বিজেপির বর্তমান নেতা আগে গোরু পাচার ও গঙ্গারামপুরের মহাজনের টাকা মেরে বড়লোক হয়েছে। সে এখন বিজেপির নেতা হয়ে পতিরামের পরিবেশকে খারাপ করছে।' এছাড়া বক্তব্য রাখেন স্নেহলতা হেমব্রম, অমরনাথ ঘোষ, দীপা দাস মণ্ডল, সাহেনশা মোল্লা সহ অনেকেই। 'রাষ্ট্রবাদী ছাত্র যুব সমাজ' নামে একটি সংগঠনের উদ্যোগে এবছর প্রথমবার সরস্বতীপুজোর আয়োজন করা হয়। মণ্ডপে তৃণমূল নেত্রীর আদলে আঁকা কার্টুন টাঙানো হয়। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, এই সংগঠনের নেপথ্যে বিজেপি রয়েছে। ঘটনায় পতিরাম থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন তৃণমূলের কলেজ ইউনিটের এক নেতা।

বয়কটের হুমকি প্রথম ভোটারদের

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ২৪ জানুয়ারি : স্কুল-কলেজ থেকে পুজোর খিচুড়ি খেয়ে সাইকেলে চেপে শনিবার বাড়ি ফিরছিল সুনীতা হেমরম, আরতি সরকার সহ দশ-বারো জন মেয়ে। ওদের কেউ কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া। আবার কেউ উচ্চমাধ্যমিক দেবে এবছর। রসুলপুরে রাস্তায় হঠাৎ একটি বাইক দেখে চিৎকার করে ওঠে ওরা। 'আস্তে চালান আস্তে চালান' বলতে থাকে বাইকচালককে। এদিকে, সুনীতারাও ততক্ষণে সাইকেল থেকে নেমে পড়েছে। নাহলে যে রাস্তার ধুলোয় তাদের মুখ ঢেকে যাবে। বেহাল রাস্তার কারণে প্রায় প্রতিদিনই এধরনের ঘটনার সাক্ষী থাকতে হয় ওদের। তাই পথ চলতে চলতে নিজেদের ধুলো থেকে বাঁচানোর উপায় শিখে গিয়েছে তারা।

ঠিক কতদিন ধরে এভাবে চলছে জিজ্ঞাসা করতেই কেউ বলল ৮ বছর, কেউ বলল তারও বেশি। ওই এলাকার জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ গুরুপদ রায়ের আমলে তৈরি হয়েছিল রসুলপুর থেকে পুনোট হয়ে বারোঘরিয়া পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা। বর্তমানে ওই রাস্তায় কোথাও পিচ নেই। রাস্তার বড় বড় পাথর বেরিয়ে এসেছে। আর সেই বেহাল রাস্তায় যাতায়াতে ভোগান্তির শেষ নেই বাসিন্দাদের। সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়তে হয় ছাত্রছাত্রীদের। তাই এবার ভোটের আগে রাস্তা না হলে সুনীতা, আরতিরা তাঁদের প্রথম ভোট দেবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন। কুশমণ্ডি সরকারি কলেজের ছাত্রী সুনীতা বলেন, 'বাড়ি থেকে বাবা-মা খুব চাপ দিলে ভোটকেন্দ্রে যাব। কিন্তু ভোট না দিয়েই ফিরে আসব। কারণ একটাই, স্কুলের পাঠ শেষ করে কলেজে যেতে হচ্ছে সেই বেহাল রাস্তার উপর দিয়ে। সব এলাকায় ভেঙে যাওয়া রাস্তা সংস্কার করা হয় কিন্তু আমাদের রাস্তার দিকে কোনও নেতাই পা বাড়ায় না।' একই কথা মহাগ্রাম সরকারি কলেজ, বুনিয়াদপুর কলেজের পড়ুয়াদেরও।

এ ব্যাপারে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরীশ সরকার বলেন, 'জেলাজুড়ে বেশ কিছু পুরোনো রাস্তা সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা দ্রুত বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু কবে হবে তা জানা যায়নি।'

ওই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন রসুলপুর, বিষকুড়ি কলোনি, কুলদহ, মঙ্গলপুর, ভজনা থেকে পুনোট, চেওড়া, ধনদৈল, দেউলবাড়ি, বারোঘরিয়া সহ বহু গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন। বারবার বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হলেও কাজ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ তাঁরা।

পুনোট হাটখোলার বাসিন্দা ডাক্তার রফিক আলম বলেন, 'কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই পরিবারকে কী সাংঘাতিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় তা বলে বোঝানো যাবে না। এই বেহাল রাস্তার জন্য কোনও গাড়ি ঢুকতে চায় না গ্রামে।'

জেলা পরিষদের প্রাক্তন কৃষি কর্মাধ্যক্ষ গুরুপদ রায় বর্তমানে সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক। তিনি বলেন, 'রাস্তা তৈরির পরে আর সংস্কার করার জন্য এক টাকাও বরাদ্দ করেনি তৃণমূল পরিচালিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদ। তাই রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী সমস্ত মানুষ রোজ নাকানিচোবানি খাচ্ছেন।' এখন ভোটের আগে আদৌ রাস্তা সংস্কার হয় কি না সেটাই দেখার।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণার - এর একজন বাসিন্দা কোহিনুর শেখ - কে

30.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 48H 50822 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারির টিকিট কেনা একটি মজার বিষয় হবে যা কোটিপতি হওয়ার একটি সহজ পদ্ধতি প্রদান করে। সকলেই ডিয়ার লটারির মাধ্যমে তাদের ভাগ্য চেষ্টা করতে পারেন, যেখান থেকে বেশ কয়েকজন কোটিপতি হয়েছে। ডিয়ার লটারি আমার জীবনে আশা জুগিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

‘মৃত্যুপথ’ ধরে স্কুলে শিশুরা

বৈষ্ণবনগরে দেড় বছর ধরে ঝুলে আন্ডারপাস নির্মাণ

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২৪ জানুয়ারি : দেড় বছর ধরে ঝুলে রয়েছে আন্ডারপাস। অথচ প্রতিদিন চলছে জীবন বাজি রেখে চলাচল। বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার চামাগ্রামে অসম্পূর্ণ রেল আন্ডারপাস এখন শুধু একটি নির্মাণকাজ নয়, পরিণত মৃত্যুপথে। প্রশাসনিক গাফিলতির খেসারত দিচ্ছে শিশু থেকে বৃদ্ধ, সববয়সিরা।

চামাগ্রাম হাইস্কুল রেললাইনের একেবারে গা ঘেঁষে। ফলে স্কুলে পৌঁছাতে অতিক্রম করতে হয় ব্যস্ত রেললাইন। অসমাপ্ত আন্ডারপাসের জন্য দুর্ভোগ প্রতিদিনের। কাজ শুরুর সময় বলা হয়েছিল, নির্মাণ শেষ হবে কয়েক মাসে। কিন্তু দেড় বছরেও তা শেষ হয়নি। থমকে থাকা কাজের জন্য খোলা রড বেরিয়ে রয়েছে, কাদা আর জল জমা গর্ত তৈরি হয়েছে। প্রতিদিন ভোরবেলা স্কুলব্যাগ কাঁধে নিয়ে শিশুদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় রেললাইনের ধারে। দূরে ট্রেনের হর্ন বাজলেই থমকে যায় তারা। কেউ দৌড়ে পার হয়, কেউ ভয়ে দাঁড়িয়ে

ঝুঁকির পারপার। চামাগ্রামে।

পড়ে। এই দৃশ্য কি দেখার কথা ছিল কারও? প্রশ্ন উঠছে, দুর্ঘটনা ঘটলে দায় নেবে কে?

বীরনগর, পুরাতন আঠেরো মাইল, শিমুলতলা, লক্ষ্মীপুর সহ একাধিক গ্রামের মানুষ বাধ্য হচ্ছেন এই ঝুঁকিপূর্ণ পথ ব্যবহার করতে। বিকল্প রাস্তা ধরলে ঘুরতে হয় প্রায় সাত কিলোমিটার। ফলে দিনমজুরের কাজ যায়, রোগী সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছোন না, পড়ুয়াদের পড়াশোনায় ছেদ পড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় চৌধুরী বলছেন, ‘কাজ শুরুর সময় বড় বড় কথা বলা হয়েছিল। দেড় বছর পরেও আমরা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। মনে হচ্ছে, আমাদের জীবন ও সময়ের কোনও দাম নেই।’ চামাগ্রাম হাইস্কুলের এক পড়ুয়ার বাবা আবদুল আজিজ বলেন, ‘ছেলেমেয়েদের স্কুলে

> **ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে গিয়ে বুক কাঁপে। কখন ট্রেন চলে আসে বলা যায় না। দুর্ঘটনা হলে কে দায় নেবে?**
>
> **আবদুল আজিজ**
> অভিভাবক

পাঠাতে গিয়ে বুক কাঁপে। কখন ট্রেন চলে আসে বলা যায় না। দুর্ঘটনা হলে কে দায় নেবে?’ স্থানীয় মহিলা সায়েলা সুলতানার প্রশ্ন, ‘বাজারে যেতে, হাসপাতালে যেতে সব ক্ষেত্রেই রেললাইন পেরোতে হয়। প্রশাসন কি অপেক্ষা করছে বড় দুর্ঘটনার?’ স্থানীয় উজ্জ্বল দাসের অভিযোগ, ‘ঠিকাদারি সংস্থা ঢিলেমি করছে। আর রেল কর্তৃপক্ষ কার্যত নীরব দর্শক। নজরদারি থাকলে এতদিনে কাজ শেষ হয়ে যেত।’ ঠিকাদারি সংস্থার দাবি, বর্ষার সময় জল জমার কারণে কাজ বন্ধ ছিল। এখন দ্রুত কাজ শুরু হবে। আন্ডারপাসের কাজ দ্রুত শেষ করার আশ্বাস দিচ্ছে রেলও। কিন্তু এলাকাবাসী মনে করছে, দেড় বছর ধরে যে আন্ডারপাস কাগজে-কলমে চলছে, বাস্তবে তা আজ অন্ধকার গর্ত। আর তার ওপর দিয়ে প্রতিদিন হেঁটে যাচ্ছে শত শত মানুষ, শত শত শিশু, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। তাঁরা চাইছেন, অবিলম্বে কাজ শুরু করে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে আন্ডারপাস শেষ করুক রেল।

৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ। শনিবার।

তদন্তে পক্ষপাত, প্রতিবাদে পথ অবরোধ

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৪ জানুয়ারি : কুকুরের লেজ কেটে দেওয়ার অভিযোগের তদন্তে নেমে পক্ষপাতিত্ব করছে পুলিশ। এলাকায় পৌঁছে তারা শুধু পশুপ্রেমী ওই পরিবারের বয়ান সংগ্রহ করছে। কিন্তু গ্রামবাসীর বক্তব্য শোনা হচ্ছে না। এই অভিযোগে উত্তেজিত এলাকাবাসী শনিবার বিকেলে, সংলগ্ন ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরে আইসি সুমন্ত বিশ্বাসের নেতৃত্বে বালুরঘাট থানার পুলিশ পৌঁছে ওই অবরোধ তুলে দেয়। পথকুকুরের লেজ কাটার অভিযোগে তিন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানায় আগেই অভিযোগ জানিয়েছিল পরিবারটি। তবে এদিন আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করে বলেন, ওই পরিবারের তত্ত্বাবধানে থাকা কয়েকটি কুকুর গত কয়েকদিন এলাকায় ব্যাপক দৌরাত্ম্য চালিয়ে বেড়াচ্ছে। সেকথা জানাতে গেলে পরিবারটি গ্রামবাসীর উপর চড়াও হচ্ছে বারবার। তাই বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নামতে হয়েছে।

আন্দোলনকারী বিপ্লব বর্মন বলেন, ‘এই সমস্যার কথা লিখিতভাবে প্রধানকে জানানো হয়েছিল। শনিবার আমরা বালুরঘাট থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ কথা শুনছে না। এমনকি, তদন্তে এসে শুধুমাত্র ওই পরিবারের কথা শুনছে। তাই বাধ্য হয়ে গ্রামবাসী পথ অবরোধ করেছে।’

এদিকে পশুপ্রেমী পরিবারের সদস্য তন্দ্রা চাকি বলেন, ‘আমার তত্ত্বাবধানে থাকা পথকুকুরদের নিয়ে আপত্তি। খেতে দিতে বারণ করেন স্থানীয় তরুণরা। লেজ কাটার ঘটনায় আমরা ওই তিনজনের বিরুদ্ধেই শুধু অভিযোগ দায়ের করেছিলাম।’ এদিকে, এদিনের বচসায় আহত হওয়ার কারণে রাতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তন্দ্রা। বালুরঘাট থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

সাদা মাছি ঠেকাতে চাষে স্টিকি ট্র্যাপ

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৪ জানুয়ারি : ফল, সবজি নষ্ট করছে সাদা মাছি। ফল বা সবজির ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতিকর এই সাদা মাছি। বেগুন থেকে শসা হোক বা উচ্ছে, এই ধরনের সবজিতে সাদা মাছির উপদ্রব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক সময় কীটনাশক প্রয়োগ করেও সুরাহা মেলে না। কারণ, এই সাদা মাছি সবজির মধ্যে ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়। বাইরে থেকে সতেজ দেখালেও ভেতরে এই ভাইরাসের ফলে পোকা ধরে থাকে। ভেতরে থাকা এই পোকা কোনও মতেই মারা যায় না। যার ফলে ফল বা সবজি নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে ব্যাপক হারে বেড়েছে এই সাদা মাছির আক্রমণ। লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে কৃষকদের। এবার এই সাদা মাছির উপদ্রব নিয়ন্ত্রণে আনতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে উদ্যান ও পালন দপ্তর। গত বছর পরীক্ষামূলকভাবে জেলার কিছু সবজি জমিতে স্টিকি ট্র্যাপ বসানো হয়েছিল। তাতে ভালো উপকার পেয়েছেন কৃষকরা। তাই এই মরশুমে মালদা জেলা উদ্যান ও পালন দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলাজুড়ে সবজিচাষিদের এই ধরনের ট্র্যাপ ব্যবহারে জোর দেওয়া হচ্ছে। সরকারিভাবে কৃষকদের এই ট্র্যাপগুলি দেওয়া হচ্ছে। মালদা জেলা উদ্যান ও পালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক বলেন, ‘সাদা মাছি এক ধরনের ভাইরাস ছড়িয়ে দিচ্ছে সবজির মধ্যে। সাদা মাছিকে দমন করতে স্টিকি ট্র্যাপ ব্যবহারে জোর দেওয়া হচ্ছে।’ তিনি জানাচ্ছেন, গত বছর পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে জমিতে স্টিকি ট্র্যাপ বসানো হয়েছিল। সেই প্রকল্পে সাফল্য মেলায় এই বছর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কৃষকদের মধ্যে এই ট্র্যাপ ব্যবহার করানো হচ্ছে। উপকৃত হচ্ছেন কৃষকরা।

উদ্যান ও পালন দপ্তরের কর্তারা জানান, সাদা মাছি হলুদ রঙে আকৃষ্ট হয়। তাই এই হলুদ রং ব্যবহার করেই বিশেষ ফাঁদ তৈরি। চাষের জমির মাঝে দূরত্ব বজায় রেখে বিশেষ হলুদ রঙের বোর্ড বসানো হচ্ছে। হলুদ অংশে বিশেষ আঠা থাকছে। সাদা মাছি বা অন্যান্য কীটপতঙ্গ হলুদ রঙে আকৃষ্ট হয়ে উড়ে গিয়ে সেখানে বসলে আঠায় আটকে যাচ্ছে। এতে করে রাসায়নিক বা কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়াই এই ধরনের ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ নিধন সম্ভব। ইতিমধ্যে এই পদ্ধতি সাফল্য পেয়েছে মালদা জেলার

- চাষের জমির মাঝে দূরত্ব বজায় রেখে বিশেষ হলুদ রঙের বোর্ড বসানো হচ্ছে
- হলুদ অংশে বিশেষ আঠা থাকছে
- এই পদ্ধতিতে রাসায়নিক বা কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়াই ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ নিধন সম্ভব

ক্ষেত্রে। কৃষক নবদ্বীপ দেবনাথ বলেন, ‘আমি বেগুন চাষ করি। তবে বিগত কয়েক বছর ধরে সাদা মাছির উপদ্রব বেড়েছে। এই বছর উদ্যান ও পালন দপ্তরের পক্ষ থেকে আমাকে স্টিকি ট্র্যাপ দেওয়া হয়েছে। জমিতে বসিয়েছি। ভালো লাভ পাচ্ছি। রাসায়নিক বা কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়াই উপকার মিলছে।’ কৃষক প্রলয় মণ্ডল বলেন, ‘গত বছর স্টিকি ট্র্যাপ ব্যবহার করেছিলাম। এবছরও করছি। ভালোই উপকার মিলছে। রাসায়নিক ছাড়াই এই ধরনের ফাঁদ ব্যবহার করে কৃষিকাজ করায় টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। পাশাপাশি, ভালো ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। উদ্যান ও পালন দপ্তর সমস্ত রকম সহযোগিতা করছে আমাদের।’

আশাকর্মীদের মিছিল

হিলি, ২৪ জানুয়ারি : আশাকর্মীদের স্বাস্থ্য ভবন অভিযানে পুলিশি ধড়পাকড়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন। শনিবার মিছিল করেন শতাধিক আশাকর্মী। হিলি থানায় তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। এরপর মিছিলটি বিডিও অফিসেও বিক্ষোভ দেখায়। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের হিলি ব্লকের সভানেত্রী নিবেদিতা লাহা সেন বলেন, ‘স্বাস্থ্য ভবন অভিযান পণ্ড করতে যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমাদের মিছিল। পুলিশের অতিসক্রিয়তার প্রতিবাদ জানিয়ে আমাদের ন্যায্য বেতন, ইনসেনটিভ সহ একাধিক দাবিতে এই আন্দোলন। দাবি না মানা পর্যন্ত কর্মবিরতি চালিয়ে যাব।’

প্রজাতন্ত্র দিবসের মহড়া

বুনিয়াদপুর, ২৪ জানুয়ারি : গঙ্গারামপুর মহকুমার সদর বুনিয়াদপুরে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হতে চলেছে দেশের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস। শনিবার দিনভর চলেছে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বুনিয়াদপুর ফুটবল মাঠে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মহকুমা শাসক অভিষেক শুক্লা জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও রাষ্ট্রীয় অভিবাদন গ্রহণ করবেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন বাহিনীর আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করবেন।

এই উপলক্ষ্যে বুনিয়াদপুর ফুটবল মাঠ সাজিয়ে তোলা হয়েছে। শনিবার সকাল থেকে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী, এনসিসি, স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ বিভিন্ন টিমের মহড়া দেখা যায়। মহড়া চলাকালীন মহকুমা শাসক ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভতোষ সরকার মাঠে উপস্থিত থেকে সবকিছু খতিয়ে দেখেন। প্রশাসন জানিয়েছে, এবছর দুটি পুলিশবাহিনী ও ১৪টি স্কুলের পড়ুয়ারা প্যারেডে অংশগ্রহণ করবে। এছাড়াও ১১টি ভ্রাম্যমাণ ট্যাবলো মাঠ প্রদক্ষিণ করবে এবং ১২টি সংস্থা তাদের কলাকুশলীদের নিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে।

তরুণের মৃত্যুতে রহস্য

রায়গঞ্জ, ২৪ জানুয়ারি : তরুণের রহস্যমৃত্যুর ঘটনা সামনে এল রায়গঞ্জ থানার বড়ুয়াডাঙ্গি এলাকায়। মৃতের নাম আকাশ রায় (২৩)। শনিবার তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরিবারের দাবি, গত কয়েকদিন মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন ওই তরুণ। এদিন সকালে আচমকা ফাঁকা বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন। পরিবারের ধারণা, মানসিক সমস্যার জন্যই এমন করেছেন তরুণ। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

আহত পাহারাদার

পতিরাম, ২৪ জানুয়ারি : পতিরাম থানার নাজিরপুর পঞ্চায়েতের ইদ্রাকপুর এলাকায় পুকুর পাহারা দিতে গিয়ে এক নেশাগ্রস্তর হামলায় আহত হলেন পাহারাদার। শুক্রবার রাতে ধনেশ্বর কর্মকার পতিরামের হরেন হালদারের পুকুর পাহারার দায়িত্বে ছিলেন। রাতে সেখানেই একটি ঘরে থাকেন তিনি। সেসময় স্বপন কিসকু নামে এক ব্যক্তি তাঁর ওপর চড়াও হন। ওই ব্যক্তি ড্রাগসের নেশায় বুঁদ ছিলেন বলে অভিযোগ। গাছের ডাল দিয়ে মেরে ধনেশ্বরের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার পর শনিবার আহতের স্ত্রী পতিরাম থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পতিরাম থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

অনুষ্ঠান

গঙ্গারামপুর, ২৪ জানুয়ারি : গঙ্গারামপুর কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হল শনিবার। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন গঙ্গারামপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দীপককুমার জানা, সুব্রত মুখোপাধ্যায় সহ বিশিষ্টরা। এদিন কলেজে নবাগত পড়ুয়াদের বরণ করা হয়। পাশাপাশি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নিজের সঙ্গে।। শিলিগুড়ির প্রধাননগরে ছবিটি তুলেছেন অন্তরা বসু।

তজমুলের ভাইয়ের ভিডিও ভাইরাল

হিন্দু ভোট নিয়ে সাবধানি তৃণমূল

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৪ জানুয়ারি : এমনিতেই বর্তমানে দলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতারা কখনও প্রকাশ্যে কখনও আবার গোপনে মন্ত্রী তজমুল হোসেনের বিরুদ্ধে মন্তব্য করছেন। তাই বিধানসভা ভোটের আগে কোনওভাবেই হিন্দু ভোটব্যাংককে চটাতে চাইছেন না তজমুল। হিন্দু ভোটব্যাংক নিজের দিকে টানতে দলের সাংগঠনিক সভায় কর্মীদের কোনওরকম উসকানিমূলক মন্তব্য করতে বারণ করছেন। সম্প্রতি তজমুলের ভাই তথা শাসকদলের জেলা সাধারণ সম্পাদক সামিউর রহমানের (জম্মু) একটি সাংগঠনিক সভায় রাখা বক্তব্যের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে (যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। যেখানে মন্ত্রীর ভাই দলের নেতা-কর্মীদের বলছেন, এলাকায় হিন্দু ভোটব্যাংকের বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য করা যাবে না। তাতে কার্যত শাসকদলের বিরুদ্ধে ফায়দা লুটবে বিজেপি। আর বিজেপি ক্ষমতায় এলে এলাকায় সাধারণ মানুষদের চলাফেরা করা মুশকিল হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি গীতা পাঠের আসরে চিকেন প্যাটিস বিক্রেতাকে অহেতুক মারধরের কথাও উল্লেখ করেন।

পাশাপাশি তিনি নিজের দলের প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে কড়া সমালোচনা করেন।

এ ব্যাপারে সামিউরকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, ‘দেশজুড়ে বিজেপি সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে। আমরা চাই না এ ধরনের রাজনীতি। হিন্দু বা মুসলিম যেই হোক না কেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব।’

যদিও তৃণমূল ভয় পেয়ে গিয়েছে বলে দাবি করছেন বিজেপি উত্তর মালদা জেলা সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক কিষান কেডিয়া। তাঁর কথায়, ‘বিভাজনের রাজনীতি ওরাই করে এসেছে এতদিন। এখন সেটা বুঝতে পেরে হিন্দু ভোটব্যাংক নিজের দিকে টানতে চাইছে। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আমরা কোনও বিভাজন করি না। আমাদের নীতি হল সবকা সাথ সবকা বিকাশ। জাতিধর্মনির্বিশেষে বিজেপি সরকারের প্রকল্পের সুবিধা সকলেই পেয়ে থাকেন।’ এদিকে তৃণমূল ভেদাভেদে বিশ্বাসী নয়, তারা সবাইকে নিয়ে চলতে চায় বলে জানিয়েছেন তজমুল।

কিছুদিন পরেই রাজ্যজুড়ে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হয়ে যাবে। আর এরই মধ্যে ৪৬ হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার বিতর্কিত আসন দখল নিয়ে সব পক্ষই মরিয়া হয়ে রয়েছে। বর্তমানে ওই আসন শাসকদলের দখলে। কিন্তু মন্ত্রী তজমুল হোসেনের দলের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বী বেড়ে চলেছে। একের পর এক গোষ্ঠীকোন্দল সামনে এসে পড়ায় চরম অস্বস্তিতে হরিশ্চন্দ্রপুরের শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্ব। দলের দাপুটে নেতা বুলবুল খান থেকে শুরু করে দলের অনেক পুরোনো কর্মীরাও

দলের সাংগঠনিক সভায় মন্ত্রীর ভাইয়ের এই ভিডিও নিয়ে চর্চা।

প্রকাশ্যেই তজমুলের বিরুদ্ধে মন্তব্য করছেন। এতদিন ৪৬ হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা এলাকায় মুসলিম ভোটব্যাংক একটা বিশাল বড় ফ্যাক্টর ছিল। বিশেষ করে মন্ত্রী তজমুল হোসেনের জয়ের পিছনে এর একটা অবদান ছিল। কিন্তু বর্তমানে দলের অনেক মুসলিম প্রভাবশালী নেতা তজমুল-বিরোধী হিসেবে সামনে চলে এসেছেন। কার্যত তাঁদের নিয়ে চিন্তিত তজমুল গোষ্ঠী। তাই হয়তো তজমুল হিন্দু ভোটব্যাংককে তাঁর বিরুদ্ধে যেতে দিতে নারাজ বলে মনে করছেন দলের একাংশ। ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য অজিত সাহা বলেন, ‘তৃণমূল এবং বিজেপি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এরা মানুষের সমস্যা নিয়ে কথা বলবে না। হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের রাজনীতি করে মানুষকে ভুলিয়ে রাখবে।’

প্রাচীরের কাজের শিলান্যাস

বৈষ্ণবনগর, ২৪ জানুয়ারি : শনিবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে বৈষ্ণবনগর বিধানসভার অন্তর্গত সাহাবানচক গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহাবানচক-কালীনগর কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর নির্মাণকাজের শিলান্যাস অনুষ্ঠিত হল। প্রায় ৩৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৯৮৮ টাকা ব্যয়ে এই কাজটি করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর না থাকায় নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছিল এলাকাবাসীকে। অবশেষে প্রশাসনিক উদ্যোগে সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথে বড় পদক্ষেপ করা হল। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বৈষ্ণবনগর বিধানসভার বিধায়ক চন্দনা সরকার। তিনি বলেন, ‘মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য সরকার প্রতিটি ধর্ম, সম্প্রদায় ও এলাকার মানুষের মৌলিক পরিকাঠামো উন্নয়নে সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এই প্রকল্প তারই উদাহরণ।’ অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিক, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উপস্থিত ছিল।

স্বাস্থ্য শিবির

কালিয়াগঞ্জ, ২৪ জানুয়ারি : কালিয়াগঞ্জের রাধিকাপুর অঞ্চলের উদগ্রাম অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শনিবার একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী। কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের দুজন চিকিৎসকের উপস্থিতিতে প্রায় ২০০ জন স্থানীয় মানুষ চিকিৎসা পেয়েছেন।

দুই শাসক নেতার কোন্দল

রতুয়া, ২৪ জানুয়ারি : দুই শাসক নেতার দ্বন্দ্বে রতুয়ায় শোরগোল। তাঁদের গালাগালি, হুমকির ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি। এদিকে কটাক্ষ করার সুযোগ ছাড়েনি বিজেপিও।

সম্প্রতি রতুয়া ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুদ্দিন এবং রতুয়া ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শেখ মিনুর বাকবিতণ্ডা বাধে। আমিরুদ্দিনের অভিযোগ, ‘এসআইআর শুরুর পর থেকে আমি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরছি। মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনছি। রতুয়া-১ ব্লকে এসআইআর-এর কাজ ধীরগতিতে চলছে। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মানুষ। হরিয়ানির মুখে পড়ছেন তাঁরা। আমি প্রতিবাদ করি। তখনই মিনু গালিগালাজ শুরু করেন। বেরিয়ে যেতে বলেন আমাকে।’ এদিকে মিনুর কথায়, ‘রতুয়া-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এখানে এসে মানুষকে উসকানি দিচ্ছিলেন। আমি তার প্রতিবাদ করেছি। তাঁর আসল উদ্দেশ্য, রতুয়া থেকে ভোটে দাঁড়ানো। তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য এসেছিলেন।’ বিজেপির উত্তর মালদার সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়া বলেন, ‘তৃণমূল উচ্ছৃঙ্খল দল। এসআইআর কেন্দ্রে দুই নেতা গালি দিচ্ছেন। মারামারি করছেন। রতুয়ায় ভোটের টিকিট কে পাবেন? এই নিয়ে বিবাদ লেগে রয়েছে।’ জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র অশেষ কুণ্ডুর বক্তব্য, ‘এটা আমাদের দলের বিষয়। আমরা বুঝে নেব। ওই আসনে সিপিএম-কংগ্রেস শূন্য। বিজেপির পা ফেলার জায়গা নেই।’

যুব মোর্চার সভাপতি পদ ফাঁকা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৪ জানুয়ারি : দরজায় কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন। মাসখানেকের মধ্যে জোরদার তোড়জোড় শুরু হয়ে যাবে সব রাজনৈতিক দলের তরফে। সংগঠন শক্ত করার দিকে ইতিমধ্যেই নজর দিয়েছে যুযুধান দলগুলির হাইকমান্ড। বিজেপিও তার ব্যতিক্রম নয়। যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি নিয়োগ করে সংগঠন ঢেলে সাজানোর বার্তা দিয়েছে গেরুয়া শিবির। কিন্তু উত্তর দিনাজপুর জেলায় বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি পদটি গত অগাস্ট থেকে ফাঁকা। সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতি সাধন ঘোষ বিজেপির জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদ পান। এরপর সভাপতি পদে আর কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। ফলে জেলায় যুব সংগঠনের হাল ধরার কেউ নেই বলে দাবি সদস্যদের একাংশের।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে জেলার যুব মোর্চার সদস্যরা লড়াকু নেতাকে মুখ করে এগোতে চাইছেন। যদিও সাধনের দাবি, ‘আমি পদে না থাকলেও কমিটির

উত্তর দিনাজপুরে চিন্তা পদ্মে

সদস্যরা আছেন। সবাই মিলে কর্মসূচি ঠিক করবেন। কোনও সমস্যা হচ্ছে না।’ এদিকে বিজেপির হেমতাবাদ মণ্ডলের সভাপতি বিপ্লব সরকারের কথায়, ‘আমরা উদ্যোগ নিয়ে যুব মোর্চার সদস্যদের সঙ্গে কর্মসূচি পালন করছি। তবে সভাপতি না থাকায় সমস্যা হচ্ছে, অস্বীকার করা যাবে না।’অন্যদিকে, ইসলামপুরে যুব মোর্চার এক পদাধিকারীর বিরুদ্ধে নাবালিকা ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠায় তাঁকে সাময়িক বহিষ্কার করেছেন বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ। তাঁর কথায়, ‘ওই যুব নেতা আমাদের দলের কেউ নন। তদন্ত চলছে।’ এদিকে জেলায় যুব মোর্চা অভিভাবকহীন থাকার প্রশ্নে নিমাইয়ের বক্তব্য, ‘জেলা সভাপতি না থাকলেও পুরোনো কমিটি আছে। তারাই কাজ করছে।’ তবে তাঁর স্বীকারোক্তি, ‘তৃণমূল যেভাবে এসআইআর-কে হাতিয়ার করে আন্দোলনে নেমেছে, সেখানে বিজেপির আন্দোলনে খামতি রয়েছে। রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, করণদিঘি, হেমতাবাদ ও ইসলামপুরে গেরুয়া শিবিরের ভোট থাকলেও সাংগঠনিক দুর্বলতা আছে। যুবরা আন্দোলন না করায় হতাশ কর্মী- সমর্থকরা।’

যদিও প্রাক্তন সভাপতি সাধনের দাবি, ‘জেলায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার সদস্যপদ সংগৃহীত হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়ে গেলে বুথে বুথে সদস্য সংগ্রহ করা হবে। তরুণরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছেন।’ অন্যদিকে, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৌশিক গুনের কটাক্ষ, ‘যুব মোর্চার সংগঠন কাগজ-কলমে। জেলায় ওদের কোনও কর্মসূচি নেই। তাই নেতৃত্ব দায়িত্ব দেওয়ার জন্য কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না।’

দু’বার শিলান্যাসের পরেও সেতু অধরা

দীপঙ্কর মিত্র

হেমতাবাদ, ২৪ জানুয়ারি : বরাদ্দ হয়েছিল প্রায় পনেরো কোটি টাকা। তৃণমূল-বিজেপি আলাদাভাবে ঘটা করে কাজের শিলান্যাস করে। কিন্তু, রায়গঞ্জের শেরপুরে সেই খলসীঘাটে কুলিক নদীর উপর সেতু এত বছরেও হল না। কাজ শুরু হতে না হতেই নির্মাণসামগ্রী ফেলে চম্পট দিয়েছে নির্মাণকারী সংস্থা। স্বাধীনতার এত বছরে প্রথম সেতু তৈরির আনন্দে মেতে উঠেছিলেন শেরপুর সহ বিন্দোল ও মোহিনীগঞ্জের মানুষ। কিন্তু সেই আশা অধরাই থেকে গেল। ২০২৫ সালের মে মাসের মধ্যে নির্মাণ শেষ করার কথা ছিল। তা আদৌ কবে শেষ হবে, কেউ জানেন না।

২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে শেরপুরে খলসীঘাটে কুলিক নদীর উপর কংক্রিটের সেতু নির্মাণ শুরু হয়। সেতুর জন্য উভয় দল কৃতিত্ব দাবি করে। ২০২৪ সালের ১২ মার্চ সেতুর কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধায়ক তথা রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন। গ্রামবাসী ধীরেনচন্দ্র মণ্ডল, নিশীথ রায়, আশু মণ্ডল, সত্যেন্দ্রনাথ বর্মন, বীরেন্দ্রনাথ রায় জানান, সেতুর কাজ শুরু হওয়ায় আমরা খুশি হয়েছিলাম। এর আগে মাটি পরীক্ষার পরেও কাজ শুরু হয়নি। এবার শুরু হয়েও মাঝপথে আটকে গেল। এলাকার বাসিন্দা অধ্যাপক কালেশ্বর বর্মন বলেন, সেতু তৈরি না হওয়ায় সাধারণ মানুষকে প্রতিদিন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

কুলিক পারাপারে দুর্ভোগ

সাঁকো দিয়ে যাতায়াত বাসিন্দাদের।

গোপাল সরকার নামে এক বাসিন্দা বলেন, কেউ বলছেন তোলাবাজদের দাপট, কেউ বলছেন নেতারা কাটমানি না পাওয়ায় কাজ আটকে দিয়েছেন। এদিকে সেতু নির্মাণের জন্য নির্মাণকারী সংস্থার লাগানো বোর্ড নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। কাগজ দিয়ে বেশকিছু লেখা ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। এদিন গিয়ে দেখা গেল, সেতুর কাজ বন্ধ থাকায় মন খারাপ গ্রামের মানুষদের। তাঁরা তৃণমূল নেতাদের দোষারোপ করছেন। শ্রমিকদের জন্য টিনের অস্থায়ী ঘরগুলি পড়ে রয়েছে। সেতুর জন্য অনেক যন্ত্রপাতি পড়ে থাকতে থাকতে মরচে পড়েছে। দুটি পিলার কিছুটা উঠেছে। উচ্চ বাতিস্তম্ভটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শেরপুর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান জয়দেব সিংহ বলেন, সেতুর জমি নিয়ে সমস্যা হয়েছিল শুনেছিলাম। তবে কী কারণে নির্মাণকারী সংস্থা চলে গিয়েছে জানি না। আমরা চাইছি সেতুর কাজ শুরু হোক। জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিতাই বৈশ্য বলেন, সেতুর কাজ হচ্ছে জানি। খবর নেব। জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল ও হেমতাবাদের বিধায়ক তথা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনের প্রতিক্রিয়া মেলেনি। বাসিন্দাদের দাবি, বর্ষার আগে কাজ শেষ করলে ভালো হয়। নাহলে দুর্ভোগ এবারও পোহাতে হবে।

বন্দির ভোগান্তি

সাজা শেষ হলেও নির্দিষ্ট ঠিকানা না থাকায় ৯ বছর ধরে বাংলার জেলে বন্দি মায়ানমারের এক বাসিন্দা। ডিটেনশন ক্যাম্প না থাকায় জেলেই রাখা হচ্ছে তাঁকে।

শুনানিতে মিমি

এবার এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পেলেন অভিনেত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। ৩১ জানুয়ারি তাঁকে তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র কসবায় শুনানিকেন্দ্রে হাজির হতে বলা হয়েছে।

মহড়ায় বিপত্তি

শনিবার প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের মহড়া চলাকালীন কলকাতার রেড রোডে ঢুকে পড়ে একটি বিলাসবহুল গাড়ি। দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও ওই গাড়িটিকে আটক করে পুলিশ। চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পিটিয়ে খুন

প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বাড়ির সামনে ইশাক আহমেদ নামে এক তরুণকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কাউন্সিলারের ছেলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত নমিত সিং পলাতক।

রংপুরের ফুটপাথ থেকে ফিরছেন বালুরঘাটে

১৬ বছর পর বাড়ির খোঁজ মিলেছে বৃদ্ধার

রিমি শীল

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কবেকার কথা। তারপর পূর্ব পাকিস্তানের দীর্ঘ লড়াই শেষে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ এবং বর্তমানে ভারতের সঙ্গে ওপার বাংলার এক তিক্ততার সম্পর্ক কারোর অজানা নয়। তবুও ৭২ বছরের বৃদ্ধা ক্যাটরিনা টুডু মানতেই চান না, এই বাংলাদেশ তাঁর দেশ নয়। কাঁটাতারের এপার এবং ওপারে এখন শুধুই কূটনৈতিক তিক্ততা। কিন্তু ক্যাটরিনা তাঁর আপন ঘর বলতে বোঝেন বাংলাদেশের রংপুরকে। সেখানে কুতুবপুর সর্দারপাড়ায় রাস্তার ধারেই সংসার সাজিয়ে বসে থাকেন বৃদ্ধা। আদতে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের বাসিন্দা ক্যাটরিনার ঘর এখন ওপার বাংলা। তবে হ্যাম রেডিওর মাধ্যমে ১৬ বছর পর পরিবারের কাছে ফিরতে চলেছেন মানসিক ভারসাম্যহীন এই বৃদ্ধা।

বয়সের ভারে শরীর নুইয়ে পড়েছে সত্তরোর্ধ্ব ওই বৃদ্ধার। স্মৃতিও বেশ ঝাপসা। কেউ জিজ্ঞাসা করলেই সোজাসাপটা উত্তর দেন, ‘এটাই তো আমার দেশ।’ তাঁর কাছে সীমানা বা পাসপোর্ট, ভিসার কোনও গুরুত্ব নেই। রাস্তার মধ্যেই নিজের পসরা সাজিয়ে বসে থাকেন তিনি। অবশেষে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য জয়নাল আবেদিন রাজীবের নজরে পড়েন ক্যাটরিনা। তাঁকে প্রশ্ন করতেই স্নিগ্ধ কণ্ঠে শুধু উত্তর দিতে পেরেছিলেন নিজের নামটুকু। তাঁর ভাষা, নাম-পরিচয় জেনে সন্দেহ হয় রাজীবের। তিনি যোগাযোগ করেন হ্যাম রেডিওর পশ্চিমবঙ্গ রেডিও ক্লাবের কাছে। জানা যায়, ওই বৃদ্ধার বাড়ি বালুরঘাটে। তাঁর ভাইদের মৃত্যু হলেও পরিবার রয়েছে বালুরঘাট ও রায়গঞ্জে। ১৬ বছর আগে নিখোঁজ হয়েছিলেন ক্যাটরিনা। ভাই জুলিয়েট টুডু পুলিশে চাকরি করার সুবাদে জোরকদমে খোঁজখবর চালায়। কিন্তু লাভ হয়নি। ধীরে ধীরে পরিবারের লোকজন একেই ভবিতব্য হিসেবে

রংপুরের ফুটপাথে ক্যাটরিনা টুডু। -ফাইল চিত্র

মেনে নিয়েছিলেন। কোনওভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ওপার বাংলাকেই আপন করে নিয়েছেন ওই বৃদ্ধা।

অবশেষে হ্যাম রেডিওর সূত্রেই খবর পৌঁছোয় বাংলাদেশ থেকে উত্তরবঙ্গে। রায়গঞ্জের বাড়িতে তখন বিয়ের আসর। আত্মীয়স্বজন মেতে রয়েছেন বিয়ের আনন্দে। তবে উৎসবের আমেজ এক মুহূর্তে বদলে যায় আনন্দের অশ্রুতে। আত্মীয়রা তাঁকে চিনতে পারলেও ক্যাটরিনার স্মৃতি ঝাপসা। কিন্তু চিনতে পারলেন নিজের বোনকে। এক মুহূর্তে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে পরিবার।

বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবী সংঠনের আশ্রয়ে তাঁকে রাখা হয়েছে। স্থানীয় বদরগঞ্জ থানায় একটি জেনারেল ডায়েরিও করে রেখেছেন রাজীব। পশ্চিমবঙ্গ রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, ‘ওপার বাংলার ভাষা ও ধর্মের সঙ্গে অমিল পেয়েই রাজীব যোগাযোগ করেছিলেন। তপন থানার আইসিও খুব সাহায্য করেছেন। দুই দেশের আইনি প্রক্রিয়ায় তাঁকে দেশে ফেরত আনা হবে। আসলে মানবতাই বড় ধর্ম।’ বৃদ্ধার ভাইয়ের ছেলে জেমস টুডু ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’কে বলেন, ‘আমার ছোট পিসিকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন। আশা করছি, শীঘ্রই পিসি ফিরবেন।’ ১৬ বছর পর দক্ষিণ দিনাজপুরের সেই ধুলোমাখা আদিবাসী গ্রাম বাসুদেবপুর তাদের ঘরের মেয়েকেই দু-হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গনের অপেক্ষায়।

তীক্ষ্ণ নজর... শনিবার কলকাতা ময়দানে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

সময়ে তালিকা প্রকাশে ব্যর্থ কমিশন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : শুনানির তালিকা প্রকাশেও ডাহা ফেল কমিশন। আশা করা হচ্ছে, রবিবার বেরোতে পারে ১ কোটি ২৬ লাখের তালিকা ।

৩২ লক্ষ আনম্যাপড ও ৯৪ লক্ষ লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির অধীন মোট ১ কোটি ২৬ লাখের তালিকা এখনও সিইওকে পাঠাতেই পারল না কমিশন। গত বুধবার এসআইআর মামলায় তথ্যগত অসংগতি বা লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কমিশন আগবাড়িয়ে লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির সঙ্গে আনম্যাপড তালিকাও শনিবার প্রকাশ করবে বলে জানিয়েছিল আদালতে। কিন্তু এই কপি লেখা পর্যন্ত দিল্লি থেকে সেই তালিকা রাজ্যের সিইওকে পাঠাতে পারেনি। ফলে ঘোষণাই সার, শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্যে ১ কোটি ২৬ লাখ শুনানির তালিকাই পৌঁছোল না। তবে সিইওর আশা, শনিবার রাতের মধ্যেই তালিকা এসে যাবে। সেক্ষেত্রে রবিবার তা ব্লক, পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে সব জায়গায় তা টাঙিয়ে দেওয়া হবে।

এদিকে এরই মধ্যে দিল্লি না পাঠালেও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে এ ধরনের তালিকা প্রকাশকে ঘিরে বিভ্রান্তি চরমে উঠেছে। খোদ সিইও বলেন, কীভাবে এই ভুয়ো তালিকা টাঙানো হল, সে বিষয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তালিকার বিষয়ে সূত্রের খবর, প্রথম দফায় মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট ও নিখোঁজ ৫৮ লাখের বিধানসভাওয়াড়ি বুথভিত্তিক তালিকা যেভাবে তৈরি

- এরই মধ্যে দিল্লি না পাঠালেও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে এ ধরনের তালিকা প্রকাশকে ঘিরে বিভ্রান্তি চরমে উঠেছে
- জেলা শাসকদের কাছে রিপোর্ট তলব কমিশনের
- রবিবার তালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে

করে সিইও দপ্তরে পাঠানো হয়েছিল, এবারেও ১ কোটি ২৬ লক্ষের তালিকা সেভাবেই তৈরি করার কাজ চলছে। কিন্তু প্রযুক্তিগত কারণে সেই তালিকা সময়মতো তৈরি করা হয়ে ওঠেনি। এর ফলেই কমিশনের ‘ট্রেন মিস’।

আনম্যাপড প্রায় ৩২ লক্ষ এবং তথ্যগত অসংগতির কারণে (লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি) প্রায় ৯৪ লক্ষ নামের একটা অংশের শুনানি ইতিমধ্যে হয়ে গেলেও সেই অনুপাতে শুনানির রিপোর্ট ও নথি আপলোড করা হচ্ছে না। আবার যেসব নথি ইতিমধ্যেই যাচাইয়ের পর জেলাশাসক বা জেলা নির্বাচনি আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট শুনানি সংক্রান্ত রিপোর্ট ইআরও বা এইআরওদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, সেগুলিও সময়মতো আপলোড করে শুনানির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনি আধিকারিকদের মাধ্যমে ইআরও এবং এইআরওদের কড়া বার্তা শোনাল কমিশন। নির্দেশে বলা হয়েছে, এখন থেকে শুনানির দিনেই সংশ্লিষ্ট শুনানি সংক্রান্ত রিপোর্ট ও দাবির পক্ষে জমা নেওয়া নথি সিস্টেমে অবশ্যই আপলোড করা বাধ্যতামূলক। একইসঙ্গে ডিইওদের থেকে শুনানির নথি যাচাই সংক্রান্ত রিপোর্ট হাতে পেলে সেই দিনেই ওই শুনানি নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত রিপোর্ট দিতে হবে ইআরও ও এইআরওদের। এবং সেই রিপোর্টও সেদিনেই ইসিআই নেটে আপলোড করে তা কমিশনকে জানাতে হবে। যাচাইয়ের জন্য সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে যাতে দপ্তরে পড়ে না থাকে, তার জন্য জেলাশাসককে উদ্যোগী হতেও নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

এসআইআর-এ তাড়াহুড়ো, মন্তব্য অমর্ত্যর

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। এই প্রক্রিয়া অযথা তাড়াহুড়ো করে চালানো হচ্ছে। ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করেছেন। এই মুহূর্তে তিনি বিদেশে রয়েছেন। শান্তিনিকেতনে এসআইআর প্রক্রিয়ায় তাঁকে শুনানির জন্য নোটিশও পাঠানো হয়েছিল। অমর্ত্যবাবু বলেন, ‘যথেষ্ট সময় নিয়ে সতর্কভাবে ভোটার তালিকার পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা হলে তা গণতন্ত্রের পক্ষে ইতিবাচক হতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে যেটা চলছে, তা মোটেই সেরকম নয়। এসআইআর এমনভাবে তাড়াহুড়ো করে করা হচ্ছে যে আগে ভোটার তালিকায় থাকা বহু মানুষ ভোটের আগে নিজেদের অধিকার প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। এটি ভোটারদের প্রতি যেমন অন্যায়, তেমনই ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি অবিচার।’

নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে এই নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জানান, ‘এই তাড়াহুড়োর চাপ নির্বাচন কমিশনের অফিসারদের মধ্যেও স্পষ্ট। অনেক সময় মনে হয় কমিশনের অফিসারদের হাতে সময় নেই। তাঁরা শান্তিনিকেতনে আমার ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। নথিপত্র সংক্রান্ত সমস্যাগুলি আমার একার নয়। গ্রামীণ ভারতে জন্ম নেওয়া বহু নাগরিকের ক্ষেত্রে এই সমস্যা সাধারণ। গ্রামীণ ভারতে জন্মানো বহু মানুষের আমার মতোই বার্থ সার্টিফিকেট নেই। ফলে ভোটাধিকার প্রমাণের জন্য আমাকে অতিরিক্ত কাগজপত্র জমা দিতে হয়েছে। আমার বন্ধুরাই আমাকে নির্বাচন কমিশনের দরজা পেরোতে সাহায্য করেছেন।’

ডিজি পদে ৮ নাম পাঠাল রাজ্য

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবিউনাল বা ক্যাটের নির্দেশমতো রাজ্যের পরবর্তী ডিজি পদে ৮ জন সিনিয়ার আইপিএসের নাম পাঠাল রাজ্য সরকার। বর্তমান ডিজি রাজীব কুমার ৩১ জানুয়ারি অবসর নিচ্ছেন। তাঁর নামও এই তালিকায় রয়েছে। এছাড়াও রাজেশ কুমার, রণবীর কুমার, দেবাশিস রায়, অনুজ শর্মা, জগমোহন, এন রমেশবাবু এবং সিদ্ধিনাথ গুপ্তার নাম এই তালিকায় রয়েছে। বর্তমানে রাজীব কুমার অস্থায়ী ডিজি পদে রয়েছেন। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে মনোজ মালব্য ডিজি পদ থেকে অবসর নেন। তারপর রাজীব কুমারকে অস্থায়ী ডিজি পদে নিয়োগ করা হয়। তিনি অবসর নিলেও তাঁর এক্সটেনশেন চেয়েছে রাজ্য সরকার। স্থায়ী ডিজি নিয়োগের জন্য আগেও ইউপিএসসির কাছে নামের প্যানেল পাঠিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু নিয়ম না মেনে ওই প্যানেল পাঠানোয় ইউপিএসসি তা বাতিল করে দেয়। এরপর ক্যাট শুক্রবারের মধ্যে নতুন প্যানেল পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছিল। সেইমতো এই প্যানেল পাঠানো হয়েছে।

রাঙিয়ে দিলাম... হুগলি নদীতে বাগদেবীর বিসর্জনের আগে।

বুথপিছু ১৫০ নাম বাদে চাপের অভিযোগ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে ৭ নম্বর ফর্ম জমা দিয়ে বুথপিছু ১২৫ থেকে ১৫০ জন ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্য বিএলওদের ওপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে এই নিয়ে অভিযোগও জমা করেছে তৃণমূল। মূলত সীমান্তবর্তী এলাকায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে। ইতিমধ্যেই খসড়া ভোটার তালিকায় ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। কিন্তু বহু জীবিত ভোটারের নাম খসড়া তালিকায় মৃত বলে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ইতিমধ্যেই ৬ নম্বর ফর্ম জমা করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তৃণমূলের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে ৭ নম্বর ফর্ম জমা দিয়ে নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি।

এসআইআর আতঙ্কে নাম বাদ যাওয়ার কারণে এবং আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই ৫০ জনেরও বেশি জনের মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

নালিশ তৃণমূলের

বৃহস্পতিবার ইটাহার বিধানসভা কেন্দ্রেও এক ভোটারের নাম বাদ যাওয়ায় তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন বলে তৃণমূলের অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে বিএলওদের ৭ নম্বর ফর্ম জমা নেওয়ার জন্য বিজেপির নেতারা চাপ সৃষ্টি করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। মূলত মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ ও রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্র এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এই প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। ইতিমধ্যেই শুধুমাত্র বনগাঁ লোকসভার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে খসড়া ভোটার তালিকায় ৩৮ হাজারের বেশি ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। এছাড়াও সিএএ-তে ফর্ম জমা না দেওয়া বহু ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য ৭ নম্বর ফর্ম জমা করেছে বিজেপি।

ফলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম থাকবে কি না, তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। একইভাবে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাতেও লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নাম করে প্রায় ৭৭ হাজার ভোটারকে অনিশ্চিত হিসেবে দেখানো হয়েছে। ফলে তাঁরা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিতে না বনশলের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : ভোটের আগে তৃণমূলের মনোবল ভাঙতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে রাষ্ট্রপতি শাসন বা নিদেনপক্ষে কয়লা কাণ্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারি দাবি করেছিলেন বিজেপি বিধায়করা। কিন্তু, অমিত শা-র বিশেষ আস্থাভাজন, রাজ্যে বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল বিধায়কদের সেই দাবি সঙ্গে সঙ্গেই খারিজ করে দিয়েছেন।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে গিয়ে সুনীল বনশল সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ও বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে এই আর্জি জানানো হয়। জবাবে বনশল তাদের বলেন, ‘৩৫৬ বা গ্রেপ্তারি, দু’টো দাবির কোনওটাই মানা যাবে না। তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়েই জিততে হবে। কেন্দ্র সরকার ভেঙে দেবে আর আপনারা সরকারে চলে গিয়ে মন্ত্রী-সান্ত্রী হয়ে যাবেন, এটা হবে না।’

কেন সম্ভব নয়, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন বনশল। তাঁর মতে, ৩৫৬ ধারা বা রাষ্ট্রপতি শাসনের মতো সিদ্ধান্ত নির্বাচনে বিজেপির কাছে ব্যুমেরাং হতে পারে। কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ আদপে মমতাকেই সুবিধা করে দেবে।

তৃণমূলকে ক্ষমতায় রেখে নির্বাচন হতে দিলে সরকারে থাকার সুবাদে পুলিশ, প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে অবাধ নির্বাচন হতে দেবে না এই সরকার, তাই নির্বাচনের আগে রাজ্যে ৩৫৫ বা ৩৫৬-র মতো ধারা প্রয়োগ করে পুলিশ, প্রশাসনকে কেন্দ্রের হাতে নিতে হবে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও প্রকাশ্যে এই দাবি জানিয়েছেন বহুবার। কিন্তু এসআইআর শুরুর পর ধীরে ধীরে সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছেন শুভেন্দু।

রাজনৈতিক মহলের মতে, আরএসএস-এর নির্দেশে কমিশনকে হাতিয়ার করে বঙ্গে ভোটের আগে এসআইআর হল বিজেপির আসল সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। সল্টলেকে দলীয় বিধায়ক ও সাংসদদের আশ্বস্ত করে তাই শা বলেছিলেন, ‘আমার ওপর আস্থা রাখুন। এসআইআরে লাভ বিজেপিরই।’ সম্ভবত শাহি আশ্বাসের পরেই তাই ৩৫৬ নিয়ে চুপ শমীক, শুভেন্দুরা। নো এসআইআর, নো ভোট বলে হুমকি দিলেও, রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রশ্নে রা নেই শমীক, সুকান্ত, শুভেন্দুদের।

নতুন বছরের শুরুতেই কয়লা পাচার কাণ্ডে কয়লা ‘ভাইপো’ জেলে যাবে। ঘনিষ্ঠ মহলে সেই দাবি করেছিলেন রাজ্য বিজেপির এক প্রভাবশালী নেতা। সেই অঙ্কেই কয়লা পাচার যোগে অভিষেককে নিশানা করতে আইপ্যাকে হানা দিয়েছিল ইডি। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহে ইডিকে নিশানা করতে হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীকে। সুপ্রিম কোর্টেও মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই নালিশ করেছে ইডি। তাতেই থমকে গিয়েছে বিজেপি। মমতাকে আক্রমণ করলে সহানুভূতির সুবিধা পেয়ে যেতে পারেন তিনি। অভিষেকের ক্ষেত্রে সেই সমস্যা নেই। কিন্তু গ্রেপ্তারের পক্ষে পর্যাপ্ত নথি না থাকাই বাধা। উত্তরবঙ্গে বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে ওই আলোচনায় বনশলও কবুল করেছিলেন, অভিষেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণে এজেন্সির কাছে এখনও পর্যাপ্ত নথি নেই। রাজ্য বিজেপির এক শীর্ষ নেতাও একান্ত আলোচনায় বলেছেন, অভিষেককে এজেন্সি গ্রেপ্তার করার মাস দুই পরে প্রমাণের অভাবে জামিন পেলে মুখ পুড়বে দলেরই। আবার আইপ্যাক কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে নাগালে পেয়েও তাঁর বিরুদ্ধে কতটা কড়া পদক্ষেপ করা যাবে তা নিয়ে চিন্তিত দল। কারণ, মমতার প্রতি রাজ্যের বিশেষত মহিলাদের সহানুভূতি এখনও প্রবল। তাই ভোটের আগে অঙ্ক কষে পদক্ষেপ করতে হচ্ছে আমাদের।

ওয়ার রুম নিয়ে অখুশি অভিষেক

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা নির্বাচন কমিশন প্রকাশের পরই প্রতি বুথে ভোটরক্ষা কমিটি গঠনের নির্দেশ দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার জাতীয় ভোটার দিবসকে সামনে রেখে প্রতি ব্লকে নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিলের নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। শনিবার রাজ্যের সমস্ত বিএলএ-২ এবং বুথ সভাপতিকে নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন অভিষেক। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীও। অভিষেক বলেন, ‘সম্পূর্ণ অমানবিক এবং অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর করছে নির্বাচন কমিশন। তার জন্য ১২৬ জনকে আমরা হারিয়েছি।’

এদিন অভিষেক বলেন, ‘দিল্লির এত বঞ্চনা সত্ত্বেও আমরা আত্মনির্ভর বাংলা গড়ে দেখিয়েছি। সব রাজ্য এসআইআর নিয়ে হার মেনেছে। কিন্তু আমরা নির্বাচন কমিশনকে হাতেনাতে ধরেছি এবং সুপ্রিম কোর্টে ওদের হারিয়েছি।’ দলের সাংসদ ও বিধায়কদের আরও সক্রিয় হতে নির্দেশ দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর সময় থেকেই ওয়াররুম খুলছে তৃণমূল। কিন্তু একাধিক জায়গায় ওই ওয়াররুমের কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে দলের জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, ‘আপনাকে যদি কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়, আর আপনি ভাবেন কাজ না করলেও চলবে, সে আপনি বিধায়ক হোন বা সাংসদ, তাহলে বলব ভুল করছেন। নিজের কাজ না করলে দল আপনার পাশে দাঁড়াবে না।’

> “আপনি বিধায়ক হোন বা সাংসদ, নিজের কাজ না করলে দল আপনার পাশে দাঁড়াবে না
>
> -অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

সরকারি কাজে দলের নেতাকে মন্ত্রীর চিঠি

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো আর দলীয় স্তরের মধ্যে কি তবে কোনও সীমারেখা অবশিষ্ট নেই? নবান্নের অন্দরে এখন এই প্রশ্নই জোরালো হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি রাজ্যের এক মন্ত্রীর একটি পদক্ষেপকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, নিজের দপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাজের জন্য মন্ত্রী বিভাগীয় সচিব বা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কোনও আধিকারিককে নয়, বরং চিঠি পাঠিয়েছেন শাসকদলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

প্রকাশ্যে আসা চিঠিতে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন সরকারি লেটার হেডে তাঁর দপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর দাবি পূরণের জন্য চিঠি লিখছেন দলের সাধারণ সম্পাদককে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক

প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন

বিদ্যালয়ের কর্মীদের পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতায় আনা হোক, যাতে তাঁরা অনুদানপ্রাপ্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের সমতুল্য চিকিৎসা সুবিধা পেতে পারেন।’ মন্ত্রী সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আর্জি জানিয়েছেন যাতে তিনি এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের প্রশাসনিক পদমর্যাদার গুরুত্ব কি তবে ধুলোয় মিশেছে? একজন মন্ত্রী যখন সরকারি কাজের জন্য কোনও দলীয় পদাধিকারীর কাছে তদ্বির করেন, তখন তা কেবল প্রোটোকল লঙ্ঘন নয়, বরং সংবিধানের অবমাননা হিসেবেই গণ্য করা হয়। রাজনৈতিক মহলের কটাক্ষ, যাঁর কাছে এই আবেদন করা হয়েছে, সরকারে তাঁর ভূমিকা কী? তিনি কি কোনও প্রশাসনিক দপ্তরের দায়িত্বে আছেন? সরকারি প্রকল্পের আর্থিক অনুমোদন দেওয়ার আইনি অধিকার কি তাঁর রয়েছে? নাকি অলিখিতভাবে তিনিই এখন রাজ্যের ‘সুপার সিএম’? মন্ত্রী কি বুঝে গিয়েছেন যে নবান্ন এখন কেবল ভবন মাত্র? আসল ক্ষমতার রাশ এখন ক্যামাক স্ট্রিটের হাতেই।

বিরোধীদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই এখন সব সরকারি সিদ্ধান্ত দলের কার্যালয় থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। প্রশাসন আর দলের এই মিশেল আসলে রাজ্যের আমলাতন্ত্রকে পঙ্গু করে দেওয়ার একটি পরিকল্পিত ছক। তৃণমূলের একশ্রেণির নেতাদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, তাঁরা ভুলেই গিয়েছেন যে সরকার জনগণের করের টাকায় চলে, কোনও দলের ব্যক্তিগত তহবিলে নয়। রাজ্যের রাজনৈতিক

সচেতন মানুষও এই ঘটনায় হতবাক। তাঁদের প্রশ্ন, যে রাজ্যে মন্ত্রীদের নিজের দপ্তরের কাজে দলের নেতার অনুমতি নিতে হয়, সেখানে সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান কি আদৌ স্বচ্ছভাবে হবে?

এই ঘটনা আসলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে রাজ্যের প্রশাসনিক মেরুদণ্ড আজ কতটা নড়বড়ে। এই প্রবণতা আগামীর জন্য এক ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। আমজনতার প্রশ্ন, সরকারি ফাইলে কি তবে এবার থেকে ‘সত্যমেব জয়তে’-র বদলে ‘দলতন্ত্রই শেষ কথা’ লেখা হবে? নাকি সবটাই এখন সমান্তরাল প্রশাসনের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল? উত্তর খুঁজছে তিলোত্তমা।

নাসিকের বিজেপি প্রার্থী বাংলার ভোটার!

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : নির্বাচন কমিশনের সাহায্যে ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের এই রাজ্যের ভোটার তালিকায় পরিকল্পিতভাবে বিজেপি নাম তুলছে বলে আগেই অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার এরকমই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে নির্বাচন কমিশনের কাছে শনিবার নালিশ জানাল তৃণমূল। মহারাষ্ট্রের নাসিকের ভোটার উজ্জ্বলা বুরুঙ্গলে বীরভূমের দুবরাজপুর বিধানসভার ১৯৪ নম্বর বুথে নাম তুলেছেন। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে তাঁর নামে এনুমারেশন ফর্ম জমা হয়েছে। তাঁকে শুনানিতেও ডেকেছে কমিশন। এদিন এই নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সরব হয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের অভিযোগ, পরিকল্পিত চক্রান্ত এবং জালিয়াতি চলছে নির্বাচন কমিশনে। ব্যালটে জিততে পারবে না বুঝেই বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে নির্বাচন কমিশন এই কারচুপির খেলায় নেমেছে। যদিও এই জালিয়াতির পরেও কমিশনের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

এদিকে এদিনই ভূমিপুত্র রক্ষা কমিটির তরফে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে দাবি জানানো হয়েছে, এই রাজ্যের ভূমিপুত্রদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। ২০২২ সালের ২ সেপ্টেম্বর অসম সরকার সেই রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৭টি জনজাতিকে ভূমিপুত্র স্বীকৃতি দিয়েছিল (মেমো নম্বর- ডব্লিউএমডি ১৮০১৩/১২/২০২১/১০)। অসমের পথ ধরে একই পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারও করুক বলে দাবি জানিয়েছে ওই কমিটি। ভূমিপুত্র রক্ষা কমিটির কেন্দ্রীয় সভাপতি মহম্মদ সারওয়ার্দি বলেন, ‘নস্যশেখ, রাজবংশী, আদিবাসী সহ এই রাজ্যের ভূমিপুত্রদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। সেই কারণেই অসম সরকারের পথ ধরে আমরা এই রাজ্যেও ভূমিপুত্রদের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারির দাবি জানিয়েছি।’

তেরঙা প্রজা

‘আমরা সবাই রাজা।’ ‘প্রজা’র তকমাটা থেকে গিয়েছে তবুও। প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশজুড়ে গণতন্ত্রের জয়ধ্বজা। বর্তমান পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের কান্ডারি ভারত। তেরঙা ২৬ জানুয়ারির দিনে আসুন আমরাও তেরঙা হয়ে উঠি মনে-প্রাণে-উদযাপনে।

ছোটদের অনুষ্ঠানে পাঠাতে হলে

প্রজাতন্ত্র দিবসে স্কুলে-ক্লাবে, নানা প্রতিষ্ঠানে হরেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেইসব অনুষ্ঠানে আপনার পুঁচকেটিকে পাঠাতে হলে, তাকে সাজিয়ে তুলতে পারেন তিন রঙে। কিছু ভাবনা ভাবতে পারেন এই প্রতিবেদনের সূত্র ধরে, যা আপনার বাচ্চাকে ‘স্পেশাল’ করে তুলবে।

ছেলেদের জন্য

যদি আপনার ছোট শিশু স্কুল অভিনব পোশাক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, আপনি তাকে গান্ধীজি বানাতে পারেন পাতলা খাদি কাপড়, চশমা, একটি লাঠি এবং ধুতি দিয়ে সাজিয়ে দিন। যেহেতু শীতকাল, তাই কিছু গরম পোশাক পরিয়ে দিন।

আপনি আপনার বাচ্চাকে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু গেটআপে সাজাতে পারেন। সামরিক ইউনিফর্ম ও টুপি পরান। সঙ্গে একটা হাতে জাতীয় পতাকা দিয়ে দিন।

মেয়েদের জন্য

রানি লক্ষ্মীবাইয়ের গেটআপে বাচ্চাকে সাজাতে পারেন। এজন্য শাড়ি পরান ও মাথায় পাগড়ি দিন। এছাড়াও এই ধরনের সাজের জন্য যে ধরনের জিনিস লাগবে পরিয়ে দিন।

আপনি যদি চান আপনার কন্যাকে সরোজিনী নাইডুর মতো সাজাতে পারেন। চাইলে মেয়েকে ভারত মাতাও সাজাতে পারেন। এই সাজ সেরা এবং পছন্দের বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হয়।

প্রজাতন্ত্র দিবসে পোশাকে থাকুক দেশাত্মবোধের ছোঁয়া

ট্র্যাডিশনাল কুর্তা, পাজামা

ট্র্যাডিশনাল কুর্তা ও পাজামা একটি দারুণ আউটফিট হতে পারে। সাদা বা ক্রিম রঙের কুর্তার পরুন। সঙ্গে কালো বা নেভি ব্লু পাজামা খুবই আকর্ষণীয় লাগবে। আপনি চাইলে কুর্তার উপর একটি সুন্দর কাজ করা জ্যাকেটও পরতে পারেন। বা জহর কোটও খারাপ লাগবে না।

মোদি জ্যাকেট

মোদি জ্যাকেট বর্তমানে ভীষণ ট্রেন্ডিং। রঙিন কুর্তার উপরে একটি মোদী জ্যাকেট পরলে খুবই স্টাইলিশ এবং সাবলীল লুক পেতে পারেন। ট্র্যাডিশনাল এবং মডার্নের মিশেল হিসেবে এটি আদর্শ। সেক্ষেত্রে কুর্তা সাদা, গেরুয়া, সবুজ বা নীল রঙের পরতে পারেন। তাতে জাতীয় পতাকার একটি রং থাকবে পোশাকে।

শেরওয়ানি

বিশেষ দিনে শেরওয়ানি পরার অভ্যাস বেশ পুরনো। কিন্তু এর প্রাসঙ্গিকতা এখনও রয়েছে। শেরওয়ানি পরলে আপনি নিশ্চয়ই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন। ট্র্যাডিশনাল শেরওয়ানির সঙ্গে চুড়িদার ও নেহেরু জ্যাকেট পরলে আপনার লুক সম্পূর্ণ হবে। এর মধ্যেও জাতীয় পতাকার রংকে গুরুত্ব দিতে পারেন।

পোশাকে ফেব্রিক

এই দিনে সুতি, লিনেন বা সিল্কের মতো ফেব্রিক পরতে পারেন। এগুলি আরামদায়ক। পাশাপাশি এই ফেব্রিকের পোশাক যে কোনও অনুষ্ঠানেও দারুণ মানিয়ে যায়। তাই প্রজাতন্ত্র দিবসের পোশাক বেছে নিন এ সব ফেব্রিক দেখেই। আপনার আউটফিট সম্পূর্ণ করতে কিছু ট্র্যাডিশনাল অ্যাকসেসরিস ব্যবহার করতে পারেন। হাতের ব্রেসলেট, পকেট স্কোয়ার বা ট্র্যাডিশনাল স্যান্ডেল আপনার লুক আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে।

১০টি তেরঙা খাবার

তেরঙা ধোকলা

বেসন, নুন, চিনি দিয়ে ব্যাটার তৈরি করে নিন। এবার তা তিনটি আলাদা পাত্রে ঢালুন। এর মধ্যে একটিতে কমলা ফুড কালার দিন। অন্য একটিতে দিন সবুজ রং। অপরটিতে দিন সাদা। এবার বেক করার তিনটি আলাদা পাত্র নিয়ে তাতে তেল মাখিয়ে নিন। প্রথমে কমলা তারপর সাদা ও শেষে সবুজ ব্যাটার দিন। সেদ্ধ করে নিন। তিনটি রঙের ধোকলা এক সঙ্গে পরিবেশন করুন।

তেরঙা মিষ্টি

এই মিষ্টি তৈরিতে সবুজ ও কমলা রঙের ফুড কালার প্রয়োজন। একটি মিষ্টির তিনটি রঙে লেয়ার তৈরি করতে পারেন। অথবা কমলা, সবুজ ও সাদা এই তিন রঙের আলাদা আলাদা মিষ্টি বানাতে পারেন। তিনটি এক সঙ্গে মিশিয়ে বানিয়ে নিন তেরঙা মিষ্টি।

তেরঙা স্যান্ডউইচ

গাজর, পালং শাক দিয়ে বানিয়ে নিন তেরঙা স্যান্ডউইচ। পাউরুটির দু পিঠ সেঁকে নিন। তার মাঝে গাজরের টুকরো দিন। এবার আবার একটি পাউরুটির পিঠ দিন। এবার দিন পালং শাক। ফের একটি টুকরো আটকে দিন। তৈরি তেরঙা স্যান্ডউইচ।

তেরঙা লস্যি

মিক্সিতে দই, স্বাদ মতো চিনি ও সামান্য নুন দিয়ে ব্লেন্ড করুন। এবার তিনটি কাঁচের গ্লাস নিন। সব কটায় অল্প করে লস্যি ঢালুন। একটিতে মেশান কমলা ও অপরটিতে সবুজ রঙ। একটি গ্লাসে কোনও রঙ দেবেন না। এবার একটি নতুন গ্লাসে প্রথমে ঢালুন কমলা লস্যি। এবার দিন সাদা লস্যি দিন কমলা রঙের লস্যি। তিনটি পর পর দিয়ে তৈরি করুন তেরঙা লস্যি।

বিশেষ দিনে যে ৫টি কাজে বাহবা মিলবে

শিশুদের সঙ্গে সময় কাটান

প্রজাতন্ত্র দিবসে ছুটি থাকে। পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়ানোর এবং পার্টি করার পরিবর্তে, শিশু বা দরিদ্রদের সাথে সময় কাটান। তাদের খাবারের মতো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করুন, এটি হবে একটি অত্যন্ত মহৎ কাজ এবং দেশের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একটি মহান অবদান।

পুরোনো কাপড় দান

যেকোনো উৎসব হোক বা উপলক্ষ, নতুন পোশাক কিনতেই হবে, কিন্তু আলমারিতে পড়ে থাকা পুরনো পোশাক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে, যদি আপনি নতুন পোশাক কেনার কথা ভাবছেন, তাহলে তার আগে আপনার পুরানো পোশাক আলমারি থেকে বের করে নিন এবং শীতকালে দরিদ্রদের দান করে সাহায্য করুন। এটি করার মাধ্যমে, আপনি কেবল ভালো কিছু করবেন না, বরং অন্যদের জীবনেও সুখ আনতে পারবেন।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতনতা

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে, আপনি আপনার চারপাশে লোকেদের জড়ো করতে পারেন এবং একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান বা স্যানিটেশন অভিযান চালাতে পারেন। তুমি তোমার পাড়া পরিষ্কার করতে পারো অথবা যেকোনো স্কুল, কলেজ বা কলোনিতে গিয়ে সেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব নিতে পারো, এটি দেশের সেবা করার একটি সহজ এবং কার্যকর উপায়।

গরিবদের সাহায্য

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে, আপনি নিকটবর্তী হাসপাতাল বা কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে দরিদ্র বা অসুস্থ মানুষকে সাহায্য করতে পারেন। এছাড়াও, একজন দরিদ্র শিশুর লেখাপড়ার খরচ বহন করে তাকে সক্ষম ও প্রতিশ্রুতিশীল করে তোলা যায়। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে, আপনি বৃদ্ধাশ্রমে যেতে পারেন এবং বয়স্কদের ওষুধ সরবরাহ করতে পারেন, তাদের সাথে সময় কাটাতে পারেন, এটি প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের একটি খুব ভালো উপায়।

বন্দে মাতরমের অসম্মানে শাস্তির আভাস

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি : ভারতের জাতীয় স্তোত্র বা স্তুতিগান 'জনগণমন'-র মতো এবার জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম'-এর অবমাননা করলেও কি কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে সাধারণ নাগরিককে? সম্প্রতি কেন্দ্রের এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক থেকে এমনই ইঙ্গিত মিলেছে।

জনগণমন-র মতো বন্দে মাতরম পাঠ বা পরিবেশনের ক্ষেত্রেও একই ধরনের বিধিমালা (প্রোটোকল) চালু করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখতে চলতি মাসের শুরুতে ওই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টির সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে কড়া ধাতের একটি আইনি পরিবর্তনের কথা ভাবছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ওই বৈঠকে বন্দে মাতরম পরিবেশনের নির্দিষ্ট বিধিমালা এবং অবমাননার ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানে জাতীয় স্তোত্রের জন্য সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি এবং ১৯৭১ সালের 'প্রিভেনশন অফ ইনসাল্টস টু ন্যাশনাল অনার অ্যাক্ট' অনুযায়ী আইনি সুরক্ষা থাকলেও জাতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে তেমন কোনও আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। ২০২২ সালেও কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছিল, জাতীয় সংগীত গাওয়ায় বাধা দিলে বা অবমাননা করলে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ডের বিধান থাকলেও 'বন্দে মাতরম'-এর ক্ষেত্রে এমন কোনও দণ্ডবিধি নেই। এখন সেই আইনি ফাঁক পূরণ করতেই সক্রিয় হয়েছে অমিত শা'র মন্ত্রক।

বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছে যে, কংগ্রেস 'তোষণ ও আপসের রাজনীতি' করতে গিয়ে বন্দে মাতরমের গুরুত্বকে খর্ব করেছে। ১৯৩৭ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে এই গানের ছয়টি স্তবকের মধ্যে শেষ চারটি বর্জন করার সিদ্ধান্তকে দেশভাগের প্রেক্ষাপট হিসাবেও বর্ণনা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। গেরুয়া শিবিরের মতে, 'বন্দে মাতরম' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান মন্ত্র এবং একে জাতীয় স্তোত্রের সমান মর্যাদা দেওয়া জাতীয় কর্তব্য। অন্যদিকে বিরোধীদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গ সহ আসন্ন বিভিন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এবং ইতিহাসকে বিকৃত করতেই বিজেপি এই বিষয়টিকে সামনে আনছে।

বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কেন্দ্র একবছর ব্যাপী উৎসবের পরিকল্পনা করেছে। ২০২৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে এই উদযাপন চলবে। এরই মাঝে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এই তোড়জোড় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সরকারি সূত্রে খবর, বৈঠকে আলোচনা হয়েছে—কোন পরিস্থিতিতে এই গান গাওয়া হবে, জাতীয় স্তোত্রের সঙ্গে এটি গাওয়া বাধ্যতামূলক কি না এবং অবমাননা করলে কী ধরনের জরিমানা বা জেল হতে পারে।

১৮৭৫ সালে রচিত এই গান স্বদেশি আন্দোলন থেকে শুরু করে ভারতের প্রায় প্রতিটি লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা। যদি প্রস্তাবিত এই বিধিমালা কার্যকর হয়, তবে জাতীয় পতাকার মতো 'বন্দে মাতরম' গানটিও কঠোর আইনি বর্মের অধীনে আসবে।

বন্দে মাতরম নিয়ে কেন্দ্রের ভাবনাকে স্বাগত জানিয়েছেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবি। শনিবার তিনি বলেন, ভারত নিছক কোনও ভৌগোলিক ভূখণ্ড নয়, বরং ধাত্রী, জননীর মতো। সেই কারণেই 'বন্দে মাতরম'-এরও জাতীয় স্তোত্রের সমান মর্যাদা পাওয়া উচিত। তাঁর কথায়, 'ভারত হল মা। পরিতাপের বিষয় যে, স্বাধীনতার পর আমরা এই সত্যটিকে উপেক্ষা করেছি।'

জাতীয় সংগীত (জনগণমন)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- ১৯৭১-এর আইন অনুযায়ী সুরক্ষাপ্রাপ্ত
- অবমাননা করলে ৩ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে
- প্রোটোকল মেনে গাওয়া বাধ্যতামূলক

জাতীয় স্তোত্র (বন্দে মাতরম)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- সংবিধানে 'সমান সম্মান' থাকলেও নির্দিষ্ট আইন নেই
- বর্তমানে কোনো শাস্তির বিধান নেই (বিবেচনাধীন)
- সার্ধশতবর্ষ (১৫০ বছর) পালন করছে কেন্দ্র
- প্রোটোকল তৈরির পরিকল্পনা চলছে

কদম কদম বাড়ায়ে যা... *শনিবার নয়াদিল্লিতে কুচকাওয়াজের মহড়া।*

ভোটের আগে বাংলাদেশে নয়া সমীকরণ

জামায়াতের সঙ্গে মার্কিন বন্ধুত্বের বার্তা

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি : ওপার বাংলার রাজনীতিতে এক চাঞ্চল্যকর মোড়। ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের ঠিক আগে এক সময়ের নিষিদ্ধ সংগঠন 'জামায়াতে ইসলামি'-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে শুরু করেছে আমেরিকা। 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ঢাকার মার্কিন কূটনীতিকরা পর্দার আড়ালে জামায়াতে নেতাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছেন এবং তাঁদের 'বন্ধু' হিসেবে পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ১ ডিসেম্বর এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে একজন মার্কিন কূটনীতিক মন্তব্য করেন, 'বাংলাদেশ এখন 'ইসলামি ভাবধারার দিকে ঝুঁকেছে'। এবারের নির্বাচনে জামায়াতে তাদের ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো ফল করতে পারে।' এমনকি জামায়াতের ছাত্র সংগঠন 'ইসলামি ছাত্র শিবির'-কে গণমাধ্যমে আরও বেশি জায়গা দেওয়ার জন্যও তিনি সওয়াল করেছেন বলে অডিও রেকর্ডিংয়ে শোনা গিয়েছে। তবে মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র মণিকা শাই এই আলোচনাকে একটি 'রুটিন এবং অফ-দ্য-রেকর্ড' বৈঠক হিসেবে বর্ণনা করে জানিয়েছেন, ট্রাম্প সরকার কোনও নির্দিষ্ট দলের পক্ষ নিচ্ছে না।

- 'জামায়াতে ইসলামি'-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে শুরু করেছে ট্রাম্প সরকার
- ঢাকার মার্কিন কূটনীতিকরা পর্দার আড়ালে জামায়াতে নেতাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছেন
- 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর প্রকাশিত রিপোর্টে ওয়াশিংটনের প্রচ্ছন্ন সমর্থন নয়াদিল্লির জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ

জামায়াতে ইসলামির এই উত্থান এবং তাতে ওয়াশিংটনের প্রচ্ছন্ন সমর্থন নয়াদিল্লির জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা এবং কট্টরপন্থী মতাদর্শের জন্য পরিচিত এই সংগঠনের সঙ্গে আমেরিকার মাখামাখি ভারত-মার্কিন সম্পর্কের ফাটল আরও চওড়া করতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় মৌলবাদে ইন্ধন দেওয়া এবং অস্থিরতা সৃষ্টির কারণে ভারত বরাবরই জামায়াতেকে সন্দেহের চোখে দেখেছে।

শেখ হাসিনার পতনের পর থেকেই ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক কিছুটা শীতল। এই পরিস্থিতিতে জামায়াতের মতো 'ভারত-বিরোধী' একটি শক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন দিল্লির জন্য বড় নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। জামায়াতে ক্ষমতায় এলে তারা প্রতিরক্ষা ও পরিকাঠামোয় ভারত নির্ভরতা কমিয়ে চিন বা পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকতে পারে, যা ভারতের কৌশলগত স্বার্থের পরিপন্থী। যদিও জামায়াতে প্রধান শফিকুর রহমান দাবি করেছেন, তাঁরা 'পারস্পরিক শ্রদ্ধার' ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চান, তবে তাঁদের মূল আদর্শগত অবস্থান নিয়ে ভারতের সংশয় কাটেনি। আমেরিকার এই নতুন কূটনীতি যদি জামায়াতেকে মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত করে, তাহলে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে এক অস্থির অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে।

সিঁদুর বিতর্কে অনড় থারুর

কোঝিকোড়, ২৪ জানুয়ারি : দলীয় শৃঙ্খলা বনাম দেশপ্রেম, এই টানাপোড়েনে আরও একবার দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। কেরল সাহিত্য উৎসবে থারুর জানিয়েছেন, 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে তাঁর অবস্থানের জন্য তিনি বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নন। তাঁর মন্তব্য কংগ্রেসের অন্দরে অস্বস্তি বাড়ানোর পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

২০২৫-এর পহলগাম জঙ্গি হামলার জবাবে ভারত যে সামরিক পদক্ষেপ করেছিল, থারুর শুধু তাকে সমর্থনই করেননি, বরং আন্তর্জাতিক মঞ্চে মোদি সরকারের অবস্থানকেও মজবুত করেছিলেন। অথচ কংগ্রেস হাইকমান্ডের পাঠানো প্রতিনিধি তালিকায় তাঁর নাম ছিল না। এ প্রসঙ্গে থারুর বলেন, 'আমি কোনও সংসদীয় নীতি লঙ্ঘন করিনি। অপারেশন সিঁদুরের আগে আমি নিজেই কলাম লিখে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, ভারতের উচিত জঙ্গিদের ওপর আঘাত হানা। সরকার যখন আমার সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করেছে, তখন আমি কীভাবে তার বিরোধিতা করব?'

দলের একাংশের সমালোচনা উড়িয়ে দিয়ে তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ জওহরলাল নেহরুর উক্তি স্মরণ করে বলেন, 'নেহরুজি বলেছিলেন, ভারত যদি না বাঁচে, তবে কে বাঁচবে? রাজনৈতিক দলগুলি একটা উন্নত ভারত গড়ার মাধ্যম মাত্র। কিন্তু যখন জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন ওঠে, তখন রাজনৈতিক মতাদর্শের চেয়ে দেশ বড় হয়ে দাঁড়ায়।'

শান্তির খোঁজে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক

আবু ধাবি, ২৪ জানুয়ারি : ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনা অভিযান শুরুর প্রায় চার বছর পর প্রথমবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসল ইউক্রেন, রাশিয়া ও আমেরিকা। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আবু ধাবিতে আয়োজিত এই বৈঠক ঘিরে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয়েছে। যদিও দীর্ঘস্থায়ী শান্তিচুক্তির পথে মূল বাধা হিসেবে ভূখণ্ড সংক্রান্ত বিরোধ এখনও অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং জামাতা জেরার্ড কুশনারের উপস্থিতিতে আলোচনা শুরু হয়। এর আগে মস্কোতে পুতিনের সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধিদের দীর্ঘ বৈঠককে ক্রেমলিন 'ফলপ্রসূ' বলে বর্ণনা করেছিল। আবু ধাবিতে ইউক্রেনের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা পরিষদের প্রধান রুস্তেম উমেরভ এবং গোয়েন্দা প্রধান কিরিলো বুদানভ। অন্যদিকে, রাশিয়ার পক্ষে রয়েছেন সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা জিআরইউ-এর ডিরেক্টর জেনারেল ইগর কস্তকভ।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এই বৈঠক নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন। তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, 'একটি আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রতি ঘণ্টায় প্রতিনিধিরা আমাকে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন। তবে এখনই কোনও উপসংহারে পৌঁছানোর সময় হয়নি। মূল বিষয় হল, রাশিয়াকে এই যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি হতে হবে যা তারা নিজেরাই শুরু করেছে।' জেলেনস্কি দাভোসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর আলোচনাকে 'ইতিবাচক' বলে বর্ণনা করেছেন এবং মার্কিন নিরাপত্তা নিশ্চয়তা পাওয়ার আশাপ্রকাশ করেছেন। কিভের মেয়র ক্লিটসকো বলেছেন, 'আগামী দিনগুলি আরও কঠিন হতে চলেছে।'

সাদা চাদরে ঢাকা জম্মু-শ্রীনগরের সড়কপথ। শনিবার বানিহালে।

নিহতের সংখ্যা ভুয়ো, দাবি খামেনেই-সঙ্গীর

রাষ্ট্রসংঘে ভোটাভুটি, ইরানের পাশে ভারত

নয়াদিল্লি ও তেহরান, ২৪ জানুয়ারি : ইরানে সরকারবিরোধী আন্দোলনে প্রাণহানির কথা স্বীকার করে নিলেন সেদেশের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের প্রতিনিধি আবদুল মাজিদ হাকিম ইলাহি। তবে নিহতের সংখ্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবিকে 'ভুয়ো' এবং 'কল্পিত' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। শনিবার দিল্লিতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ইলাহি দাবি করেন, ইরানকে অস্থিতিশীল করতে আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলি পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা তথ্য ছড়াচ্ছে।

ঘটনাচক্রে ইলাহির এই বক্তব্যের ঘণ্টাকয়েক আগে ইরানে সরকারবিরোধী আন্দোলনকারীদের ওপর দমনপীড়ন চালানোর অভিযোগে আনা রাষ্ট্রসংঘের নিন্দা প্রস্তাবের ভোটাভুটিতে তেহরানের পাশে দাঁড়িয়েছে দিল্লি। শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পরিষদে এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে ভারত। ৪৭ সদস্যের এই কাউন্সিলে ২৬টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেও ভারত ও চিন সহ ৭টি দেশ এর বিরোধিতা করেছে। ১৪টি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল।

রাষ্ট্রসংঘের এই প্রস্তাবে ইরানে বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং ধরপাকড় বন্ধের দাবি জানানো হয়েছিল। সেখানে ভারতের অবস্থানকে 'সার্বভৌম বিদেশনীতি' হিসেবে দেখা হচ্ছে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতার প্রতিনিধি আবদুল মাজিদ হাকিম ইলাহি দিল্লির এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি ভারত ও ইরানের ৩ হাজার বছরের প্রাচীন সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, 'ইসলামের আগমনের আগে থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব। আমরা ভারতের দর্শন, গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে শিখেছি। ভারতের উচিত এই কঠিন সময়ে ইরানের পাশে থাকা।'

ইরানের সাম্প্রতিক গণআন্দোলনে নিহতের সংখ্যা ৫ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন। এ প্রসঙ্গে ইলাহি বলেন, 'আন্দোলনে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু যে সংখ্যাটি বলা হচ্ছে তা পুরোপুরি জাল। মূলত ব্রিটেন ও আমেরিকার কিছু সংস্থা মৃতের সংখ্যা বাড়িয়ে দেখাচ্ছে যাতে ইরানের সরকারকে খুনি হিসেবে তুলে ধরা যায়। বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় যা দেখানো হচ্ছে, তার বিস্তর ফারাক রয়েছে।' তাঁর পালটা অভিযোগ, 'বিদেশি মদতপুষ্ট' বিক্ষোভকারীরাই সাধারণ মানুষ, পুলিশ এবং মসজিদে হামলা চালিয়েছে। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন। ইরানের চলমান অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে ইলাহি বলেন, 'মানুষের ক্ষোভ আছে, তবে তার মূল কারণ ইরানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া অবৈধ আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা। সরকার জনগণের দাবি শুনছে এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে।'

ইরানের ওপর ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং পারস্য উপসাগরে মার্কিন আর্মাডা (নৌবহর) পাঠানোর সিদ্ধান্ত দিল্লির জন্য বড় কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমত, ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য ইরান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার চাপে ইরান থেকে তেল আমদানি বন্ধ হলে ভারতকে চড়া দামে বিকল্প উৎস খুঁজতে হবে, যা দেশের মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়ে দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভারতের কৌশলগত চাবাহার বন্দর প্রকল্পটিও এর ফলে অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে। যদিও রাষ্ট্রপুঞ্জে ইরানবিরোধী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে ভারত তেহরানের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা দিয়েছে, কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখে ইরানের সঙ্গে ৩ হাজার বছরের 'মৈত্রী' রক্ষা করা দিল্লির কাছে কার্যত 'অগ্নিপরীক্ষা'।

ভারতীয় পণ্যে শুল্ক কমানোর ইঙ্গিত

দাভোস ও নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি : ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর আরোপিত বর্ধিত শুল্ক অর্ধেক করার ইঙ্গিত দিল আমেরিকা। সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের মঞ্চে মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্ট জানান, ভারত রাশিয়ার থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা কমিয়ে দেওয়ায় ট্রাম্প প্রশাসন ২৫ শতাংশ শুল্ক কমানোর কথা বিবেচনা করছে।

বেসেন্টের দাবি, রাশিয়ার তেল আমদানির কারণে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ হিসাবে আরোপিত মার্কিন শুল্ক 'বিশাল সফল'। তিনি বলেন, 'আমরা রাশিয়ার তেল কেনার জন্য ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিলাম। বর্তমানে ভারতীয় রিফাইনারিগুলির রুশ তেল কেনা কার্যত তলানিতে পৌঁছেছে। শুল্ক বলবৎ থাকলেও এখন তা প্রত্যাহারের পথ তৈরি হয়েছে বলে আমি মনে করি।'

গত বছর অগাস্টে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের ওপর মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলেন। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ ছিল বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য এবং বাকি ২৫ শতাংশ ছিল রাশিয়ার সঙ্গে জ্বালানি সম্পর্কের কারণে। সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুসারে, বেসরকারি সংস্থাগুলি রুশ তেল আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছে। ট্রাম্পের এই কঠোর শুল্কনীতি ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যিক সম্পর্কে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে ভারতের পোশাক, গয়না এবং সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানি এই শুল্কের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মাওবাদী মুক্ত নবরঙ্গপুর

ভুবনেশ্বর, ২৪ জানুয়ারি : ওড়িশার নবরঙ্গপুর জেলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'নকশালমুক্ত' ঘোষণা করল রাজ্য পুলিশ। পড়শি ছত্তিশগড়ে ৪৭ লক্ষ টাকার ইনামধারী ৯ জন মাওবাদী (যাদের মধ্যে ৭ জন মহিলা) আত্মসমর্পণ করার পরই এই সরকারি ঘোষণা আসে। ২০১১ সালে বিধায়ক জগবন্ধু মাঝির হত্যার মতো একাধিক রক্তক্ষয়ী ঘটনার সাক্ষী এই জেলা এখন মাওবাদী প্রভাবমুক্ত। কেন্দ্রের 'মার্চ ২০২৬'-এর মধ্যে বামপন্থী চরমপন্থা নির্মূল করার লক্ষ্যমাত্রায় এটি একটি বড় মাইলফলক। বর্তমানে ওড়িশার ৩০টি জেলার মধ্যে মাওবাদী দাপট কেবল ৭টি জেলায় সীমাবদ্ধ।

রাজ্যপালকে বার্তা স্ট্যালিনের

'দেশপ্রেম কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়'

চেন্নাই, ২৪ জানুয়ারি : রাজ্যপাল বনাম সরকারের সংঘাত এবার চরমে পৌঁছাল তামিলনাড়ু বিধানসভায়। জাতীয় সংগীতের 'অবমাননা'র অভিযোগ তুলে রাজ্যপাল আরএন রবির সভা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে শনিবার তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। রাজভবনের আচরণের নিন্দা করে তিনি বলেন, 'আমাদের নতুন করে দেশপ্রেমের পাঠ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।'

> আমাদের নতুন করে দেশপ্রেমের পাঠ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।
>
> **এমকে স্ট্যালিন**

বিধানসভায় দাঁড়িয়ে স্ট্যালিন বলেন, 'তামিলনাড়ুর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য হল অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজ্য সংগীত 'তামিল থাই ভাজথু' এবং শেষে 'জাতীয় সংগীত' গাওয়া। রাজ্যপালের এই বারবার ওয়াকআউট করার আচরণ আমাকে ব্যথিত করেছে। তিনি আসলে নির্বাচিত সরকারের কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন।' নিজের সরকারের 'দ্রাবিড় মডেল' উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বিগত বছরগুলিতে তামিলনাড়ু ১২ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ টেনেছে এবং ৮ হাজার কোটি টাকার দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার করেছে। স্ট্যালিনের কথায়, 'দেশপ্রেম নিয়ে অন্য কারও লেকচার শোনার প্রয়োজন আমাদের নেই, দেশপ্রেমে আমরা কারও থেকে কম নই।'

মাউন্ট আবুতে জমাট বরফ

মাউন্ট আবু, ২৪ জানুয়ারি : রাজস্থানে এখন মেরুপ্রদেশের আমেজ। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে চলা তীব্র শৈত্যপ্রবাহের জেরে শনিবার মরুরাজ্যের একমাত্র শৈলশহর মাউন্ট আবুর তাপমাত্রা একধাক্কায় হিমাঙ্কের ৭ ডিগ্রি নীচে (মাইনাস ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস) নেমে গিয়েছে। চলতি মরশুমে এটাই শহরের শীতলতম দিন।

এদিন সকালে মাউন্ট আবুর জনজীবন কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তীব্র ঠান্ডায় ছোট জলাশয়, পুকুর এমনকি নলের জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। ঘাসের ওপর দেখা দিয়েছে সাদা বরফের চাদর। সাধারণত বসন্ত পঞ্চমী পেরিয়ে গেলে শীত বিদায় নিতে শুরু করে, কিন্তু এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উলটো। এক পর্যটক বলেন, 'শীতের পোশাকে ঢাকা থেকেও আমরা ঠান্ডায় কাঁপছি। ভাবতেই পারিনি রাজস্থানে এসে এমন বরফ দেখতে পাব।'

আমেরিকায় স্ত্রী, তিন আত্মীয়কে খুন

আটলান্টা, ২৪ জানুয়ারি : আমেরিকার জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে বন্দুকবাজ স্বামীর আক্রমণে প্রাণ হারালেন এক ভারতীয় মহিলা সহ একই পরিবারের চার সদস্য। শুক্রবার ভোরে লরেন্সভিল শহরের একটি বাড়িতে পারিবারিক বিবাদের জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। ঘাতক স্বামী বিজয় কুমারকে (৫১) গ্রেপ্তার করেছে স্থানীয় পুলিশ।

মৃতদের নাম মিমু ডোগরা (৪৩), গৌরব কুমার (৩৩), নিধি চন্দর (৩৭) এবং হরিশ চন্দর (৩৮)। মিমু ছিলেন অভিযুক্ত বিজয়ের স্ত্রী। রাত আড়াইটে নাগাদ পুলিশ ব্রুক আইভি কোর্টের একটি বাড়ি থেকে গুলিবিদ্ধ চারটি মৃতদেহ উদ্ধার করে। তদন্তকারীদের

দাবি, যখন এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড চলছিল, তখন ওই বাড়িতে বিজয়ের তিনটি শিশুসন্তানও উপস্থিত ছিল। নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ওই শিশুরা আলমারির মধ্যে লুকিয়ে পড়ে।

পাখির পায়ে পা মিলিয়ে হাসির খোরাক ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৪ জানুয়ারি : দলছুট একটি পেঙ্গুইন বরফে ঢাকা পাহাড়ের দিকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলেছে— উদ্দেশ্যহীন, নিঃসঙ্গ তার এই চলে যাওয়া। পেঙ্গুইন পাখি হলেও সে যে উড়তে পারে না। ইন্টারনেটে ভাইরাল হওয়া ছবির পাখিকে 'নিহিলিস্ট পেঙ্গুইন' বলে ডাকছেন নেটিজেনরা। সেই দলে নাম লিখিয়েছেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও। হোয়াইট হাউসের আপলোড করা ছবিতে ট্রাম্পকে দেখা যাচ্ছে শূন্যবাদী পেঙ্গুইনের হাত ধরে দূরে বহু দূরে অ্যান্টার্কটিকার বরফে ঢাকা পাহাড়ের দিকে হেঁটে যেতে। সঙ্গে যে ক্যাপশন, তার মর্মার্থ : 'পেঙ্গুইনটিকে আপন করে নিন'।

আসল ভিডিওটি ২০০৭ সালের। জার্মান পরিচালক ভার্নার হারজগের এক তথ্যচিত্রে দেখা গিয়েছিল, অ্যান্টার্কটিকার একটি অ্যাডেলি পেঙ্গুইন সমুদ্রের দিকে না গিয়ে উলটো পথে বরফশৃঙ্গের দিকে পা বাড়িয়েছে, যার পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু ছাড়া কিছু নয়।

নেটিজেনরা এই দলছুট পাখির মধ্যে নিজেদের জীবনের একঘেয়েমি আর অস্তিত্বের সংকট খুঁজে পেয়েছেন। হোয়াইট হাউস সেই আবেগকে পুঁজি করে ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের শখ মেটাতে ছবিটি কৃত্রিম মেধা দিয়ে সম্পাদনা করে পোস্ট করে। কিন্তু গোল বাধল ভূগোল আর বিজ্ঞানে। হাসির রোল উঠল যখন নেটিজেনরা ধরিয়ে দিলেন যে, গ্রিনল্যান্ড উত্তর গোলার্ধে আর পেঙ্গুইন থাকে দক্ষিণ গোলার্ধে (অ্যান্টার্কটিকায়)! শুধু আলাদা জায়গা নয়, একেবারেই বিপরীত মেরুর। ডেনমার্কের সাংসদ রাসমাস জারলভ তো খোঁচা দিয়ে লিখেই ফেললেন, 'সন্দেশ স্পষ্ট— গ্রিনল্যান্ডে ট্রাম্পের অধিকার ঠিক ততটাই, যতটা ওই পেঙ্গুইনটার!' কেউ আবার লক্ষ্য করলেন, ছবিতে ট্রাম্প আর পেঙ্গুইনের পায়ের ছাপ হুবহু এক! কেউ রসিকতা করে বলেছেন, 'চাকরিজীবন থেকে মুক্তি পেতে পেঙ্গুইনের মতো পাহাড়ের দিকে হাঁটা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।' রাজনীতি আর ভূগোলের এই জগাখিচুড়ি এখন সমাজমাধ্যমে কেবল সুপারহিট 'অ্যাঙ্কর স্টোরি' নয়, হাসির খোরাকও বটে। নিশানায় অবশ্যই মার্কিন প্রেসিডেন্ট!

শূন্যবাদী পেঙ্গুইনের ছবি ভাইরাল

জনপ্রিয় হচ্ছে মাল্টি ক্যাপ ফান্ড

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

নতুন বছরের শুরুতেই অস্থির শেয়ার বাজার। অন্যদিকে আরও মহার্ঘ হয়েছে সোনা-রুপোর মতো মূল্যবান ধাতু। যাঁরা বিভিন্ন ধরনের ইকুইটি নির্ভর মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করেছেন, তাঁদের পোর্টফোলিও এখন নিম্নমুখী। সব মিলিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন লগ্নিকারীরা। যাঁরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ফান্ডে এসআইপি করছেন তাঁদের অনেকেই এসআইপি কমাতে বা বন্ধ করতে চাইছেন। আবার যাঁরা নতুন লগ্নি করতে চাইছেন তাঁরা এখনই শুরু করবেন কি না তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। সবমিলিয়ে লগ্নির জন্য এখন প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতি।

এমন পরিস্থিতিতে লগ্নিকারীদের লগ্নির জন্য সঠিক ফান্ড বাছাই একান্ত জরুরি। এর পাশাপাশি মনে রাখতে হবে এককালীন লগ্নির তুলনায় এই মুহূর্তে এসআইপি সঠিক সিদ্ধান্ত হতে পারে। নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি এবং আকর্ষণীয় রিটার্ন পেতে চাইলে লগ্নিকারীদের জন্য এই সময় আদর্শ লগ্নির বিকল্প হতে পারে মাল্টি ক্যাপ ফান্ড। সম্প্রতি এই ধরনের ফান্ডে লগ্নির আগ্রহ বাড়ছে। বর্তমানের কঠিন সময় অতিক্রান্ত হলে ভবিষ্যতে এই ফান্ড বড় রিটার্ন দিতে পারে।

মাল্টি ক্যাপ ফান্ড কী?

মাল্টি ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড হল একটি ওপেন এন্ডেড ইকুইটি স্কিম। এই ফান্ডের তহবিল লার্জ ক্যাপ, মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপে একটি ভারসাম্য বজায় রেখে বিনিয়োগ করা হয়। অর্থাৎ কোনও এক ধরনের স্টক নয়, তিন ধরনের স্টকে বিনিয়োগ করার কারণে এই ধরনের ফান্ডে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারসাম্য থাকে।

প্রকারভেদ -

মাল্টি ক্যাপ ফান্ড প্রধানত তিন প্রকারের হয়

■ **লার্জ ক্যাপ ফোকাসড মাল্টি ক্যাপ ফান্ড :** এই ধরনের ফান্ডে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় লার্জ ক্যাপ স্টককে, যা ফান্ডটিকে স্থিতিশীলতা দেয়। বাকি তহবিল বিনিয়োগ করা হয় মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপ স্টকে।

■ **মিড ক্যাপ-স্মল ক্যাপ ফোকাসড মাল্টি ক্যাপ ফান্ড :** এই ধরনের ফান্ডে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় মিড ও স্মল ক্যাপ স্টককে। ফলে বড় অঙ্কের রিটার্নের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

■ **ফোকাসবিহীন মাল্টি ক্যাপ ফান্ড :** তিন ধরনের স্টকেই ২৫ শতাংশ হারে বিনিয়োগ করা হয় এই ফান্ডে। কোনও নির্দিষ্ট ক্যাপের স্টককে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

বৈশিষ্ট্য

■ এই ফান্ডের তহবিল লার্জ-মিড-স্মল ক্যাপ সব শেয়ারে বিনিয়োগ করায় ঝুঁকি কম হয়।

■ বাজারের পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাপের মধ্যে বিনিয়োগের অনুপাত পরিবর্তন করা যায়, যা রিটার্ন পেতে সাহায্য করে।

■ বাজারের ওঠানামার সঙ্গে দক্ষ ফান্ড ম্যানেজাররা তহবিল বিনিয়োগে পরিবর্তন করেন যা ঝুঁকি কমায়।

■ লার্জ ক্যাপ ফান্ডের থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হলেও মিড-স্মল ক্যাপ ফান্ডের তুলনায় এই ফান্ড কম ঝুঁকিপূর্ণ।

কীভাবে কাজ করে

বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবির নির্দেশিকা অনুযায়ী মোট তহবিলের কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ ইকুইটি এবং ইকুইটি সম্পর্কিত কোনও ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়। লার্জ, মিড এবং স্মল ক্যাপ প্রতি ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ বিনিয়োগ করা হয়। এই শর্ত বজায় রেখে ফান্ড ম্যানেজাররা নিজেদের পরিকল্পনামাফিক তহবিল বরাদ্দ করেন।

মাল্টি ক্যাপ ফান্ডের সুবিধা

■ মাল্টি ক্যাপ ফান্ড পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য প্রদান করে। এই ফান্ড বিভিন্ন সেক্টরের বড় থেকে ছোট যে কোনও সংস্থায় লগ্নি করতে পারে। এই কারণে বাজারের ওঠানামার বড় প্রভাব থাকে না।

■ এই ফান্ডগুলিতে বিভিন্ন মার্কেট ক্যাপে ন্যূনতম বিনিয়োগের পর বাকি কর্পাস শেয়ার বাজারের অবস্থান বিচারে যে কোনও ক্যাপের ইকুইটিতে বিনিয়োগ করতে পারে। যা ঝুঁকি কমিয়ে মুনাফা পাওয়া অনেকটাই নিশ্চিত করে।

■ এই ধরনের ফান্ড সব ধরনের লগ্নিকারীর জন্য উপযুক্ত। ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, বয়স, আগ্রাসী মনোভাব সব কিছু বিচার করলে প্রায় সবার ক্ষেত্রেই উপযুক্ত হয়ে ওঠে এই ফান্ড।

মাল্টি ক্যাপ ফান্ডের অসুবিধা

■ শেয়ার বাজারের ওঠানামার ওপর নির্ভরশীল, তাই ঝুঁকিপূর্ণ।

■ ফান্ডের পারফরমেন্স ফান্ড ম্যানেজারের দক্ষতা এবং সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল।

■ এই ধরনের ফান্ডে লগ্নির খরচ বেশি হয়।

■ ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডের তুলনায় কম নমনীয় হওয়ায় স্বাধীনভাবে বরাদ্দ পরিবর্তন করা যায় না।

■ একাধিক মাল্টি ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগ করলে বৈচিত্র্য কমে যায়।

মাল্টি ক্যাপ ফান্ডে কারা বিনিয়োগ করবেন

যে সকল লগ্নিকারী ঝুঁকি এবং রিটার্নের মধ্যে ভারসাম্য চান, তাঁদের জন্য আদর্শ হতে পারে মাল্টি ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ড। যাঁরা প্রথমবারের জন্য শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে চাইছেন, তাঁদের জন্যও অন্যান্য ফান্ডের থেকে এগিয়ে থাকবে এই ধরনের ফান্ড।

মনে রাখতে হবে

■ যে কোনও মিউচুয়াল ফান্ডের মতো মাল্টি ক্যাপ ফান্ডে লগ্নিও ঝুঁকিপূর্ণ। আপনার ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, আর্থিক লক্ষ্য বিবেচনা করে তবেই লগ্নির সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

■ মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার সময় বিনিয়োগকারীদের একটি খরচ বহন করতে হয়। বিভিন্ন ফান্ডের ক্ষেত্রে এই খরচ ভিন্ন ভিন্ন হয়। লগ্নির আগে এই বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখে নিতে হবে।

■ মাল্টি ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগ থেকে উঁচু রিটার্ন পাওয়া অনেকাংশে নির্ভর করে ফান্ড ম্যানেজারের দক্ষতার ওপর। তাই বাজারে চালু থাকা ফান্ডগুলির ফান্ড ম্যানেজারদের অতীত পারফরমেন্স খতিয়ে দেখতে হবে।

আয়কর

মাল্টি ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগে কোনও কর ছাড় পাওয়া যায় না। ফান্ড থেকে লভ্যাংশ দেওয়ার সময় ১০ শতাংশ কর কেটে নেওয়া হয়। এর পাশাপাশি এক বছরের মধ্যে আপনার হাতে থাকা ইউনিটগুলি বিক্রি করে দিলে ১৫ শতাংশ স্বল্পমেয়াদি মূলধন লাভ কর দিতে হয়। বিনিয়োগের সময় এক বছরের বেশি হলে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন লাভ কর প্রযোজ্য হয়। একটি অর্থবর্ষে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ থেকে আয় কর মুক্ত। এর বেশি হলে ১০ শতাংশ হারে কর দিতে হয়।

সতর্কীকরণ : লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

জনপ্রিয় কয়েকটি মাল্টি ক্যাপ ফান্ড

ফান্ড	৩ বছরে রিটার্ন (শতাংশ)
কোটাক মাল্টি ক্যাপ ফান্ড	১৫.৭৪
অ্যাক্সিস মাল্টি ক্যাপ ফান্ড	১৩.৬৮
মাহিন্দ্রা ম্যানুলাইফ মাল্টি ক্যাপ ফান্ড	১২.৬৭
এলআইসি এমএফ মাল্টি ক্যাপ ফান্ড	১১.৫৮
নিপ্পন ইন্ডিয়া মাল্টি ক্যাপ ফান্ড	১১.৩৬
আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল মাল্টি ক্যাপ ফান্ড	১১.১৫
সুন্দরম মাল্টি ক্যাপ ফান্ড	১০.৬৮
এইচডিএফসি মাল্টি ক্যাপ ফান্ড	১০.৫৪
ইউনিয়ন মাল্টি ক্যাপ ফান্ড	১০.৫৩
বরোদা বিএনপি প্যারিবাস মাল্টি ক্যাপ ফান্ড	১০.৫০
এসবিআই মাল্টি ক্যাপ ফান্ড	১০.৪২
আদিত্য বিড়লা সান লাইফ মাল্টি ক্যাপ ফান্ড	১০.০৭

সময় খারাপ চলছে ভারতীয় শেয়ার বাজারের

সুবিশাল পতন বিভিন্ন মিড ক্যাপ ও স্মল ক্যাপ শেয়ারে

বোধিসত্ত্ব খান

সময়টা মোটেই ভালো যাচ্ছে না বিনিয়োগকারী এবং ট্রেডারদের। বলতে গেলে গোটা জানুয়ারি মাসটাই যেন রাহুল দশা। এই মাসে নিফটি ৫০ ইতিমধ্যেই -৪.১৪ শতাংশ পতন দেখেছে। সেনসেক্সে পতন এসেছে -৪.৩২ শতাংশ। নিফটি মিড ক্যাপ -৫.৬৭ শতাংশ এবং নিফটি স্মল ক্যাপ১০০ -৭.৬৮ শতাংশ পতনের মুখে পড়েছে। ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক বসানোর হুমকি, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা কমিয়ে দিতে বাধ্য হওয়া, ইরাক-আমেরিকা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব, টাকার দিনের পর দিন নিম্নস্তর ছুঁয়ে যাওয়া, বিভিন্ন কোম্পানির হতাশাজনক ত্রৈমাসিক ফলাফল-এইসব কিছুই হতাশা বৃদ্ধি করতে চলেছে। ভারতের সবচেয়ে বড় দুটি কোম্পানি রিলায়েন্স (-১১.৯৭ শতাংশ) এবং এইচডিএফসি ব্যাংক (-৭.৬০ শতাংশ) যদি এতটাই পতন দেখে, তাহলে বৃহত্তর মার্কেটে কী চলছে, তা সহজেই অনুমেয়। যদিও পুট কল রেশিও নিফটির ক্ষেত্রে ০.৫৯ এবং মিড ক্যাপ নিফটির জন্য ০.৬৫, তথাপি এমন ইঙ্গিত এখনও পাওয়া যাচ্ছে না যে, মার্কেট কবে ঘুরে দাঁড়াবে। এখন প্রতি ডলার ট্রেড করছে ৯১.৬১ টাকায়। এর ফলে ভারতে আমদানি করা পণ্য দিনের পর দিন মহার্ঘ হচ্ছে এবং ভারতের বৈদেশিক ঋণের বোঝাও বেড়ে চলেছে ক্রমাগত। এফআইআইরা দেশে কবে ফিরবেন, তাও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হচ্ছে না। কেবলমাত্র জানুয়ারি মাসেই তাঁরা ৪০,৭০৪.৩৯ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে চলে গিয়েছেন। কেবলমাত্র ২০২৫-এ এঁদের শেয়ার বিক্রির পরিমাণ লক্ষাধিক কোটি টাকার ওপর। এমনিতেই ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন এই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। তার ওপর ডলার শক্তিশালী হয়ে ওঠাতে তাঁদের লাভের পরিমাণ দিনের পর দিন কমছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এমন অবস্থায় কেন্দ্রীয় বাজেটে সরকার ক্যাপিটাল গেন নিয়ে কিছু ভাববেন কি না, তা এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এতদিন আইটি সেক্টর ভারতীয় শেয়ার বাজারকে টেনে নামাচ্ছিল। যদিও এই বছরের প্রথম মাসে এখনও অবধি পজিটিভ রিটার্ন দিয়েছে। কিন্তু এই বছর নিফটি রিয়েলটি বিনিয়োগকারীদের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে। কেবলমাত্র জানুয়ারির প্রথম কয়েকটি সপ্তাহে এই ইনডেক্স পতন দেখেছে -১৪.৫৭ শতাংশ। বিগত বছরে এবং ২০২৬-এর প্রথমেই কয়েক হাজার মানুষের চাকরি গিয়েছে দেশের সেরা আইটি কোম্পানিগুলিতে যাঁরা কাজ করছিলেন। এই মানুষগুলোই বিভিন্ন ধরনের রিয়েল এস্টেটের খরিদ্দার ছিলেন। এর ফলে অবিক্রিত ফ্ল্যাট বা গৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন। পার ক্যাপিটা হিসেবে গৃহ প্রতি বার্ষিক ঋণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪.৮ লক্ষ টাকার কাছে। এমন অবস্থায় সাধারণ মানুষ গৃহঋণ নিতেও ভয় পাচ্ছেন। নিফটি অটোও খুব ভালো অবস্থায় নেই। এই বছর এখনও অবধি পতন -১.১৩ শতাংশ। নতুন করে খবরের শিরোনামে চলে এসেছে আদানি গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানি। বিগত শুক্রবার আদানি এনার্জি সলিউশনস (-১১.৯৭ শতাংশ) আদানি এন্টারপ্রাইজেস (-১০.৭৬ শতাংশ), আদানি গ্রিন এনার্জি (-২৪.৬৩ শতাংশ), আদানি পোর্টস প্রভৃতি নিদারুণ পতন দেখে। আমেরিকার এস.ই.সি (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন) আদানি গ্রুপের কর্ণধার শ্রী গৌতম আদানিকে সমন পাঠাতে চাইছে। এর জন্য তারা আমেরিকার কোর্টের অনুমতি চাইছে। এস.ই.সির বক্তব্য অনুযায়ী আদানি গ্রুপের কোম্পানি আদানি গ্রিন এনার্জিকে নিয়ে তারা আমেরিকার বিনিয়োগকারীদের থেকে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা তুলেছে। এস.ই.সির অভিযোগ যে, এই গ্রুপ নাকি ভারতের বিভিন্ন অফিসারদের ২৫০ মিলিয়ন ডলার উৎকোচ দিয়েছে নিজেদের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য। যদিও আদানি গোষ্ঠী এই অভিযোগ সরাসরি নাকচ করেছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

ফের অন্ধকারে ডুবল ভারতীয় শেয়ার বাজার। চলতি সপ্তাহে পাঁচদিনের লেনদেন শেষে সেনসেক্স ২০৩২.৬৫ পয়েন্ট খুইয়ে থিতু হয়েছে ৮১৫৩৭.৭০ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি থিতু হয়েছে ২৫০৪৮.৬৫ পয়েন্টে। পাঁচদিনে নিফটি খুইয়েছে ৬৪৫.৭ পয়েন্ট। বছরের শুরুতেই ক্রমশ অস্থির হচ্ছে শেয়ার বাজার। এই প্রবণতা আগামী সপ্তাহেও বজায় থাকতে পারে। ১ ফেব্রুয়ারি সংসদে সাধারণ বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বাজেট ইতিবাচক হলে তবেই প্রাণ ফিরবে শেয়ার বাজারে। না হলে সংশোধনের মাত্রা আরও গভীর হতে পারে।

চলতি সপ্তাহের পতনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, গ্রিনল্যান্ড নিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে আমেরিকার সংঘাত সারা বিশ্ব জুড়ে শেয়ার বাজারের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে এদেশেও। আমেরিকার সঙ্গে ন্যাটোর গ্রিনল্যান্ড নিয়ে কী চুক্তি হয় বা কোনও সমাধান সূত্র বাস্তবায়িত হয় কি না তার ওপর আগামী দিনে শেয়ার বাজারের ওঠানামা অনেকাংশে নির্ভর করবে। এর পাশাপাশি, বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির টানা শেয়ার বিক্রিও সূচকের পতন ত্বরান্বিত করেছে। বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি ফের ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ না হলে সুসময় ফিরবে না শেয়ার বাজারে।

চলতি সপ্তাহেও ভারতীয় মুদ্রা 'টাকা'র পতন অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার এক মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য ৯১ টাকা ৯৯ পয়সায় পৌঁছেছে। যা সর্বকালীন রেকর্ড। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারে প্রথম সারির কয়েকটি সংস্থার ফল প্রত্যাশিত না হওয়াও শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আদানি গোষ্ঠীর সংস্থাগুলির শেয়ারদরে ধসও সূচকের পতনকে আরও গভীর করেছে।

একাধিক নেতিবাচক বিষয়ের মাঝে এখন লগ্নিকারীদের আশা বাড়ছে বাজেট নিয়ে। বাজেটে শিল্প মহলের জন্য কী ঘোষণা করা হয় এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন লগ্নিকারীরা। বাজেট ইতিবাচক হলে সূচকের লম্বা দৌড় শুরু হতে পারে। সোনা-রুপোর দাম এখনও ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। সংশোধনের আশঙ্কা থাকলেও আপাতত ঊর্ধ্বমুখীই থাকবে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **এসবিআই :** বর্তমান মূল্য-১০২৯.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০৫৫/৬৮০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৯৭৫-১০১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯,৫০,২৯২, টার্গেট-১১০০।

■ **টাটা টেক :** বর্তমান মূল্য ৬৫৭.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮০৬/৫৯৭, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৬২৫-৬৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৬,৬৮১, টার্গেট-৭৮৫।

■ **এনসিসি :** বর্তমান মূল্য-১৪১.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৬১/১৪০, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৪০-১৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮,৯০৪, টার্গেট-২১০।

■ **আইডিবিআই ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৯৭.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১১৮/৬৬, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৮৭-৯৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১,০৪,৭৪৯, টার্গেট-১৪০।

■ **এনএমডিসি :** বর্তমান মূল্য-৭৬.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৬/৫৯, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৭০-৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৭,১৩৪, টার্গেট-১০০।

■ **হ্যাভেলস :** বর্তমান মূল্য-১২৮৭.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭১২/১২৮০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১২০০-১২৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮০,৬৮৭, টার্গেট-১৫০০।

■ **রিলায়েন্স :** বর্তমান মূল্য-১৩৮৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬১১/১১১৪, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৩৪৫-১৩৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৮,৭৫,৭৩৬, টার্গেট-১৬২৫।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র

● **সেক্টর :** রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ● **বর্তমান মূল্য :** ৬৫ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৪২/৬৭ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৫০৪৭৯ কোটি ● **বুক ভ্যালু :** ৩৪.৮৬ ● **ফেস ভ্যালু :** ১০ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ২.২৯ ● **ইপিএস :** ৮.৪২ ● **পিই :** ৭.৭৯ ● **পিবি :** ১.৮৯ ● **আরওসিই :** ৫.৭২ শতাংশ ● **আরওই :** ২২.৮ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৮৫

একনজরে

■ ১৯৩৫-এ পুনেতে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ব্যাংক। বর্তমানে মহারাষ্ট্রের বাইরে অনেক রাজ্যে এই ব্যাংকের শাখা রয়েছে।

■ ২০২৫-এর জুন পর্যন্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই ব্যাংকের ২৬৪১টি শাখা রয়েছে।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ ২০২৫-২৬-এর তৃতীয় কোয়ার্টারে ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের নিট মুনাফা ২৬.৫ শতাংশ বেড়ে ১৭৭৯ কোটি টাকা হয়েছে। আয় ১৬ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৩৪২২ কোটি টাকা।

■ এনপিএ কমে ০.১৫ শতাংশ হয়েছে।

■ কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাংক সংযুক্তিকরণ উদ্যোগে রয়েছে এই ব্যাংক।

■ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এই ব্যাংকের ৭৩.৬ শতাংশ শেয়ার রয়েছে। দেশি ও বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১৩.৫০ শতাংশ এবং ৪.৯৩ শতাংশ শেয়ার।

■ বিগত ৫ বছরে লাগাতার মুনাফা বাড়ছে এই সংস্থার।

■ কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা ৩৮ দিন থেকে কমে ১২ দিন হয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

ছোট্ট তারা

গঙ্গারামপুর ব্লকের নীলডাঙ্গা এলাকার শ্রদ্ধা বসাক প্রথম শ্রেণির ছাত্রী। ছবি আঁকার প্রতি তীব্র আগ্রহ। একাধিক পুরস্কার অর্জন করেছে সে।

মাছের খোঁজে। শনিবার বালুরঘাটে আত্রেয়ী নদীতে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

কোটি টাকায় সম্প্রসারিত রাস্তা, বেদখলে যানজট

অবৈধ পার্কিং, বালির স্তূপ

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ২৪ জানুয়ারি : কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তা সম্প্রসারণের সুফল এখন অধরা। উলটে জবরদখল আর অব্যবস্থাপনায় নাভিশ্বাস উঠছে শহরবাসীর। পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি বুলবুলি মোড় থেকে গুরদোয়ারা পর্যন্ত নবনির্মিত সম্প্রসারিত রাস্তা এখন কার্যত গ্যারাজ মালিক ও নির্মাণকারীদের 'ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে' পরিণত হয়েছে। রাস্তার ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নির্মাণসামগ্রী এবং যত্রতত্র পার্কিংয়ের ফলে প্রতিদিন চরম যানজট ও দুর্ঘটনার সম্মুখীন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গৌড় কলেজ রোডের দু'ধারের সম্প্রসারিত অংশ পুরোপুরি গ্যারাজ ও সংলগ্ন দোকানদারদের দখলে চলে গিয়েছে। সারাদিন ছোট-বড় গাড়ির দীর্ঘ লাইন রাস্তার একাংশ দখল করে থাকছে। এছাড়া, সম্প্রসারিত রাস্তার ওপর দিনের পর দিন ইট, বালি, পাথর ফেলে রেখে নির্মাণকাজ চালানো হচ্ছে। ফলে যে রাস্তা দিয়ে ভ্যান বা মোটর সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করার কথা, সেখানে সাধারণ মানুষ মূল রাস্তা ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে।

মঙ্গলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা বিপ্লব ঘোষ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'রাস্তার দু'ধারে গ্যারাজ তৈরি হয়েছে। ছোট গাড়ি যাতায়াত করতে পারে না, সবাইকে মূল রাস্তা দিয়ে যেতে হচ্ছে। পুলিশ বা পুরসভা সব দেখেও নির্বিকার।' একই অভিযোগের সুর নলডুবি এলাকার বাসিন্দা পিংকি ঘোষের গলায়। তিনি জানান, গৌড় কলেজের পাশ দিয়ে বাজারে যাওয়ার রাস্তায় এমনভাবে গাড়ি পার্ক করে রাখা হয় যে, হেঁটে যাওয়াও দায় হয়ে পড়েছে।

এই অব্যবস্থা নিয়ে প্রশাসনের ওপর চাপ বাড়িয়েছে বিজেপি। পুরাতন মালদা নগর মণ্ডল বিজেপির সভাপতি বাসন্তী রায় বলেন, 'রাস্তার ওপর এভাবে দখলদারি চলছে, মনে হচ্ছে মগের মুলুক। আমরা আগেও সরব হয়েছিলাম, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। আসন্ন বোর্ড মিটিংয়ে আমরা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপন করব।'

অন্যদিকে, ব্যবসায়ী নেতা অসীম ঘোষ স্পষ্ট জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের সমস্যা তৈরি করে ব্যবসা করাকে তাঁরা সমর্থন করেন না। প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ করলে তাঁরা সাধুবাদ জানাবেন।

পুরসভার নজরদারির অভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও, এবার নড়েচড়ে বসেছে কর্তৃপক্ষ। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'রাস্তার ধারে নির্মাণসামগ্রী রাখা বা গাড়ি পার্ক করা আইনত অপরাধ। আমরা দ্রুত অভিযানে নামছি। আগে সতর্ক করা হয়েছিল, এবার কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এখন দেখার, প্রশাসনের এই আশ্বাস কেবল কাগজ-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকে, নাকি মঙ্গলবাড়ির রাস্তা সত্যিই দখলমুক্ত হয়।

চওড়া রাস্তায় ছড়িয়ে রয়েছে নির্মাণসামগ্রী। -সংবাদচিত্র

হকার উচ্ছেদের নোটিশে ক্ষোভ

রায়গঞ্জ, ২৪ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ শহরের আশা টকিজ মোড় এলাকায় রাস্তার দুই ধারে হকার উচ্ছেদের নোটিশ পূর্ত দপ্তর দিতেই প্রতিবাদে নামল তৃণমূল। শনিবার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। প্রিয়তোষের অভিযোগ, 'রায়গঞ্জ শহরের বেশ কিছু জায়গায় ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা চলছে। মানুষ প্রতিদিন সমস্যায় পড়ছেন, অথচ সেখানে উচ্ছেদ অভিযান করা হচ্ছে না। একটি জায়গা বেছে সৌন্দর্যায়নের জন্য উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। উচ্ছেদ করলে সর্বত্র করতে হবে। কার স্বার্থে উচ্ছেদ হচ্ছে?'

এদিন উচ্ছেদের নোটিশ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের দাবি, ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে তাঁরা ব্যবসা করছেন এখানে। উচ্ছেদ করলে খাবেন কী। পুনর্বাসন দিয়ে উচ্ছেদ করতে হবে। সিটু প্রভাবিত হকার ইউনিয়নের সম্পাদক কার্তিক দাস ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের দাবিতে সরব হয়েছেন। তাঁর কথায়, 'রায়গঞ্জ শহরের উন্নয়ন নিয়ে কোনও পরিকল্পনা না করেই পথ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের নোটিশ মানা হবে না।' রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস বলছেন, 'আমার বিষয়টি জানা নেই, খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

কুলিক নদীর পাড়ে চিত্রশিল্প কর্মশালা

রায়গঞ্জ, ২৪ জানুয়ারি : রায়গঞ্জের কুলিক নদীর পাড়ে সুভাষগঞ্জে শিক্ষার্থীদের নিয়ে চিত্রশিল্পের উপর এক কর্মশালা হল। প্রশিক্ষণ দেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শিবশংকর উপাধ্যায় এবং রথীন্দ্রকুমার সাহা। কীভাবে রংতুলির মাধ্যমে বাস্তব বিষয়টিকে তুলে ধরা যায় তা তাঁরা করে দেখান। পাশাপাশি একজন প্রকৃত চিত্রশিল্পী হতে গেলে কীভাবে এগোতে হবে এবং কোন বিষয়গুলি বর্জন করতে হবে তাও তাঁরা তুলে ধরেন। আয়োজক কমিটির পক্ষে বরুণ চক্রবর্তী বলেন, 'প্রতি বছর এখানে বাৎসরিক অনুষ্ঠান আমরা করে থাকি। এবার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে চিত্রশিল্পের উপর কর্মশালার পাশাপাশি তাদের আঁকা ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে।'

ভার্চুয়াল সূচনা

বালুরঘাট, ২৪ জানুয়ারি : বালুরঘাট পুরসভার সুবর্ণতট হলে পথশ্রী-৪ প্রকল্পের ভার্চুয়াল সূচনা হল শনিবার। গত ২১ জানুয়ারি প্রকল্পের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন এজেন্সিকে এবং কাজ শুরু করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেটারই ভার্চুয়াল সূচনা হল এদিন। এই প্রকল্পে পুরসভার ২৫টি ওয়ার্ডে মোট সাতটি ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে ৫০টি রাস্তার কাজ হবে। এছাড়াও ৪০টির মতো অন্যান্য কাজ রয়েছে।

বালুরঘাটের প্রতিটি ওয়ার্ডেই কাজ হবে। আনুমানিক ৪ কোটি ৮৫ লক্ষের কিছু বেশি টাকা ব্যয়ে কাজগুলো হবে। পুর চেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা জানান, খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজগুলি করতে এজেন্সিগুলিকে অনুরোধ করা হয়েছে। এই ভার্চুয়াল উদ্বোধনে চেয়ারম্যান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারপার্সন মুনমুন কর, বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রমুখ।

কাল কুচকাওয়াজে ২৫০০ স্কুল পড়ুয়া

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৪ জানুয়ারি : তেরঙায় ছেয়েছে গোটা শহর। ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে সর্বত্র চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসনিক ভবন চলছে সাজিয়ে তোলার কাজ। মালদা জেলা প্রশাসনের তরফেও হবে কুচকাওয়াজ ও দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠান। ফুটপাথে হুহু করে বিকোচ্ছে জাতীয় পতাকা। সবমিলিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস মালদা শহরে উৎসবের রূপ নিতে চলেছে।

প্রজাতন্ত্র দিবসে বরাবরই শহরবাসীর নজর থাকে জেলা প্রশাসনের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজের ওপর। এবছরও অনুষ্ঠান দেখতে ভরে উঠবে বলেই আশা করা হচ্ছে। তারই জোর প্রস্তুতি চলছে ময়দানজুড়ে। এনসিসি, সিভিল ডিফেন্স, পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট, বিএসএফ, দমকল থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্কুলের প্রায় আড়াই হাজার জন কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করবে। অভিবাদন গ্রহণ করবেন জেলা শাসক।

সোমবার সকাল ৯টায় ডিএসএ ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল। এরপর জেলাবাসীর উদ্দেশে বক্তব্য পেশ করবেন তিনি। পুলিশ প্রশাসনের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে প্রজাতন্ত্র দিবসের পতাকা উত্তোলিত হবে। এছাড়া শহরের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পুর ভবন, বিভিন্ন ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগেও থাকছে নানা কর্মসূচি।

বিভিন্ন উৎসবের মতোই ইদানীং মালদা শহরে বসছে প্রজাতন্ত্র দিবসের বাজার। শহরের নেতাজি মোড়, ডিসিআর মার্কেট, নেতাজি মার্কেট, ঝলঝলিয়া মার্কেটের বিভিন্ন দোকানে বিক্রি হচ্ছে জাতীয় পতাকা। ফুটপাথে বিক্রি হচ্ছে নানা ধরনের তেরঙা ব্যাজ, বাইকে লাগানোর জাতীয় পতাকা, তেরঙা উত্তরীয় থেকে শুরু করে সাজানোর নানা ধরনের উপকরণ।

- সোমবার সকাল ৯টায় ডিএসএ ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন জেলা শাসক
- এরপর জেলাবাসীর উদ্দেশে বক্তব্য পেশ করবেন তিনি
- শহরের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পুর ভবন, বিভিন্ন ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগেও থাকছে নানা কর্মসূচি

বিক্রি হচ্ছে গেরুয়া, সবুজ এবং সাদা রঙের ম্যাচিং পোশাক, হেয়ার ব্যান্ড, রিস্ট ব্যান্ড এমনকি কপালে পরার টিপও। ৫০ থেকে ২৫০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন আকারের জাতীয় পতাকা। মহানন্দাপল্লির সুকান্ত স্মৃতি সংঘের একদল তরুণ পুরসভার সামনে বসা জাতীয় পতাকার বাজার থেকে বড় পতাকা কিনছিলেন। উদয় চৌধুরী নামে এক তরুণ বললেন, 'গতবারের জাতীয় পতাকার রং ফিকে হয়ে গিয়েছে। তাই নতুন পতাকা কিনলাম। ক্লাব প্রাঙ্গণে দিনভর দেশাত্মবোধক নানা অনুষ্ঠান হবে। গোটা এলাকা আমরা সাজিয়ে তুলছি।'

এক সংগীত স্কুলের মেয়েরা তেরঙা ম্যাচিংয়ের সাজসজ্জার নানা উপকরণ কিনছিলেন নেতাজি মার্কেটে। সোমলতা কর্মকার নামে এক তরুণীর মন্তব্য, 'ডিএসএ ময়দানে আমাদের অনুষ্ঠান রয়েছে। তাই কেনাকাটা। প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের কাছে উৎসবের মতো। দিনভর ডিএসএ ময়দান থেকে পাড়ার ক্লাব, নানা অনুষ্ঠানে মেতে থাকি আমরা।'

তরুণ সাহা নামে এক ফুটপাথ ব্যবসায়ী জানালেন, এখন আর মালদা শহরে জাতীয় পতাকা কেউ তৈরি করেন না। আগে দর্জিরা সেলাই করে রাখতেন। তাঁদের কাছ থেকে কিনে ব্যবসা করতেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। এখন কলকাতা থেকে সস্তায় রেডিমেড পতাকা পাওয়া যায়। এই পতাকার ব্যাপক চাহিদা।

চিত্র প্রদর্শনীতে দুই প্রজন্ম। বালুরঘাট হাইস্কুলে (ওপরে)। স্ট্রিট গ্যালারিতে নজর। ছবি : মাজিদুর সরদার

চিত্র প্রদর্শনী

বালুরঘাট, ২৪ জানুয়ারি : শতাব্দীপ্রাচীন বালুরঘাট হাইস্কুলের প্রাক্তনী সংসদের উদ্যোগে স্কুল প্রাঙ্গণে চিত্র প্রদর্শনী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার সরস্বতীপুজোর দিন এই স্ট্রিট গ্যালারির উদ্বোধন হয়েছে। যা শনিবার পর্যন্ত চলেছে। প্রদর্শনীতে জেলার বিভিন্ন ঐতিহ্য সহ একাধিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। সহযোগিতায় দক্ষিণ দিনাজপুর ফিল্ম ও ফোটোগ্রাফি ক্লাব। শনিবার সন্ধ্যায় স্কুলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কুইজ বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। আগামীতে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রাক্তনীরা।

শিশুকন্যা দিবস

বালুরঘাট, ২৪ জানুয়ারি : সচেতনতামূলক ট্যাবলোর উদ্বোধনের মাধ্যমে শনিবার বালুরঘাটে জাতীয় শিশুকন্যা দিবস উদযাপিত হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে জেলা হাসপাতাল চত্বর থেকে এই ট্যাবলোর সূচনা হয়। এদিন সবুজ পতাকা নাড়িয়ে সেটির সূচনা করেন জেলা শাসক বালাসুব্রহ্মণিয়ান টি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বালুরঘাট নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের সিস্টার টিউটর ও নার্সিং পড়ুয়ারা। যেখানে কন্যাভ্রূণ হত্যা রোধ ও শিশুকন্যাদের সুরক্ষা নিয়ে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়।

এসআইআর শুনানির নোটিশ শফিকুলকে

পুরাতন মালদা, ২৪ জানুয়ারি : পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলামকে এসআইআর সংক্রান্ত হিয়ারিং নোটিশ পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার তিনি এই নোটিশ হাতে পেয়েছেন। আগামী ২৭ তারিখ তাঁকে সশরীরে উপস্থিত থেকে বক্তব্য জানানো ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নোটিশ পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে শফিকুল বলেন, 'শুক্রবার নোটিশ হাতে পেয়েছি। আইনের প্রতি সম্মান জানিয়ে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য ও তথ্য পেশ করব।' তবে এ নিয়ে পুরাতন মালদায় চর্চা শুরু হয়েছে।

ধর্ষণের চেষ্টা

বালুরঘাট, ২৪ জানুয়ারি : সরস্বতীপুজোর সন্ধেতে দুই প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে অশান্তি বাধে বালুরঘাট শহরের খিদিরপুর হালদারপাড়া এলাকায়। অশান্তির জেরে একটি পরিবারের তরুণ অপর পরিবারের বধূর শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ উঠেছে। মারামারিতে দুই পক্ষের অন্তত চারজন জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনকে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার দুই পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শুক্রবার ওই বধূ ও তাঁর স্বামী স্কুটারে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। তখন প্রতিবেশী এক তরুণের গায়ে স্কুটারের ধাক্কা লাগলে তিনি অশ্রাব্য গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ। এরপর দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ ও মারামারি শুরু হয়। স্বামীকে বাঁচাতে গেলে ওই বধূকে বাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত পরিবার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

উৎসবের শব্দে অতিষ্ঠ পরীক্ষার্থীরা

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৪ জানুয়ারি : শুরু হয়েছিল ক্রিসমাস কার্নিভাল দিয়ে। এখন বইমেলা হয়ে সৃষ্টিশ্রী। সেইসঙ্গে গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে পাড়ায় পাড়ায় প্রত্যেকদিনের পিকনিক। সর্বত্র উচ্চগ্রামে বাজছে সাউন্ড সিস্টেম। মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের। চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে। অভিযোগ, এমন পরিস্থিতি নিয়ে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই পুলিশ প্রশাসন কিংবা জেলা প্রশাসনের।

মাস শেষেই পরীক্ষা শুরু। ফেব্রুয়ারির ২ তারিখ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা। অর্থাৎ হাতেগোনা মাত্র ক'দিন। এবছর মালদা জেলার প্রায় ৬৪ হাজার ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে চলেছে। মাধ্যমিক শেষেই উচ্চমাধ্যমিক। পড়ুয়ারা চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। বাদ সাধছে শহরজুড়ে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের হিড়িক। ক্রিসমাস কার্নিভাল দিয়ে শুরু হয়েছিল বিনোদনের উন্মাদনা। ৮ দিনের ওই আনন্দমেলার রেশ না কাটতেই শুরু হয় পুষ্প প্রদর্শনী ও মেলা। তারপর সপ্তাহব্যাপী বইমেলা সঙ্গে সৃষ্টিশ্রীমেলা। পুরো জানুয়ারি মাসজুড়ে চলল নানা ধরনের উৎসব। বাজল সাউন্ড সিস্টেম। বিভিন্ন মেলার সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় চলছে পিকনিক ও বিয়ের অনুষ্ঠান। উচ্চগ্রামে বেজে চলেছে ডিজে। বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ করেও ডিজের কান ফাটানো শব্দ থেকে বাঁচার উপায় নেই। চরম অসহায় অবস্থায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। মালদা বার্লো বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অঙ্কুরিমা সরকারের বক্তব্য, 'এভাবে দিনের পর দিন মাইক বাজলে পড়াশোনায় মনঃসংযোগ ঘটানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।' পুরো একটা মাস এই যন্ত্রণা নিয়েই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে বাকিদেরও। মালদা গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী শহরের পিরোজপুরের শ্রেয়সী ঘোষ বলছে, 'জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বসতে চলেছি। বাড়িতে ১০ ঘণ্টা পড়াশোনা করছি। কিন্তু যেভাবে ডিজে সাউন্ড সিস্টেম চলছে, তাতে চরম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।'

- ফেব্রুয়ারির ২ তারিখ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা, অর্থাৎ হাতেগোনা মাত্র ক'দিন
- মাধ্যমিক শেষেই উচ্চমাধ্যমিক, পড়ুয়ারা চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ব্যস্ত
- সেই প্রস্তুতিতে বাদ সাধছে শহরজুড়ে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের হিড়িক

আমাদের সময় অন্তত দু'মাস আগে থেকে প্রতিটি পাড়ায় সাউন্ড সিস্টেমের ওপর বিধিনিষেধ থাকত পুলিশের। এখন পরীক্ষার এক মাস আগে থেকে সরকারি উদ্যোগেই নানাবিধ অনুষ্ঠান চলছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। তাই লেখাপড়া লাটে উঠেছে।

তাপসরঞ্জন চৌধুরী

শহরের মহেশমাটি এলাকার বাসিন্দা মাদ্রাসা পরীক্ষার্থী রবিউল ইসলাম বলছে, 'সাউন্ড সিস্টেমের যন্ত্রণা সহ্য করেই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। পুলিশ কেন কোনও পদক্ষেপ করছে না?'

শুধু মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় নয়, পূর্বে অন্তত পরীক্ষার এক মাস আগে থেকে সাউন্ড সিস্টেমের ওপর কড়া নজরদারি চালানো হত। পুলিশের সেই ভূমিকা দেখা যায় না বলে অনেকে মনে করেন। ১ নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনির তাপসরঞ্জন চৌধুরী বলছেন, 'আমাদের সময় অন্তত দু'মাস আগে থেকে প্রতিটি পাড়ায় সাউন্ড সিস্টেমের ওপর বিধিনিষেধ থাকত পুলিশের। এখন পরীক্ষার এক মাস আগে থেকে সরকারি উদ্যোগেই নানাবিধ অনুষ্ঠান চলছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। লেখাপড়া লাটে উঠেছে। গৃহবধূ অতসী সাহা বলছেন, পাড়ায় পাড়ায় উচ্চগ্রামে বাজছে মাইক। কোথাও পিকনিক, কোথাও বিয়ে। পরীক্ষার্থীরা কীভাবে মনঃসংযোগ করবে? ইংরেজবাজার পুলিশের বক্তব্য, সাউন্ড সিস্টেম সংক্রান্ত এখনও কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে নজরদারি রাখা হচ্ছে।

কত রকম কলম, বিস্ময় খুদেদের চোখে

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৪ জানুয়ারি : গোল করে ঘিরে কচিকাঁচারা। সামনে একটা বাক্সে বেশ কিছু কলম রাখা। সবার নজর ওই একটা মোটা কলমের দিকে। কলমের পাশেই লেখা 'স্পাই পেন'। পড়ুয়াদের আগ্রহ এখানেই! কী এমন আছে এই কলমে? কীভাবে লেখার সঙ্গে ভিডিও-অডিও রেকর্ড হয়? সবটাই জানতে চাইছে পড়ুয়ারা। পাশেই দাঁড়িয়ে কলমের মালিক সুবীরকুমার সাহা। বোঝাচ্ছেন, এই কলমে লেখার সঙ্গে অডিও-ভিডিও রেকর্ড হয়। কলমের ভেতরেই রয়েছে বিশেষ ক্যামেরা ও অডিও রেকর্ডিং ব্যবস্থা। সবটাই শুনে সপ্তমের পড়ুয়া স্যামন্তক দত্ত কর্মকার বলে উঠল, 'এই কলম কি কিনতে পাওয়া যাবে?'

সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের এক বিশেষ কলম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। মালদা শহরের গ্রন্থাগারিক সুবীরকুমার সাহা কলম সংগ্রাহক। তাঁর ঝুলিতে প্রায় ২০ হাজার কলম রয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তাদের উদ্যোগে স্কুলের মধ্যে এই প্রদর্শনীতে তিনি বেশ কিছু কলম নিয়ে আসেন। কলমের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ইতিহাসও প্রদর্শনীতে তুলে ধরেন। বেশ কিছু কলম পড়ুয়াদের নজর কাড়ে। যেমন, স্টাইলাস পেন। বিদেশি এই কলমটি ব্রোঞ্জ শলাকা নামেই পরিচিত। বিশেষ এই কলমটিতে লেখার পাশাপাশি ভুল হয়ে গেলে তা মোছারও ব্যবস্থা রয়েছে। এমন কলম বর্তমান প্রজন্মের শিশুরা দেখেনি। ওই কলম দেখে অবাক হয় পড়ুয়ারা।

'কলমের কালির লেখা মোছা যায় নাকি?' প্রশ্ন দশম শ্রেণির ছাত্র ঐষিক ঘোষের। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুবীর। কীভাবে সেই কলমের লেখা মোছা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত বোঝালেন ওই পড়ুয়াকে। ঐষিক ঘোষ বলে, 'কলম প্রদর্শনী দেখতে এসে কলম সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে পারলাম। পুরোনো অজানা কলম যেমন দেখলাম, পাশাপাশি সেগুলির ইতিহাস সম্পর্কেও অনেককিছু জানালেন তিনি।'

শিশুদের অনেকেই খাগের কলমের নাম শুনেছে। কিন্তু কোনওদিন দেখেনি। প্রদর্শনীতে সেই কলম দেখার সুযোগ পেল সকলে। সঙ্গে ছিল পাখির পালকের কলম। পাখির পালক দিয়ে কীভাবে আগে কলম তৈরি করা হত তা নিজের চোখে দেখে খুশি ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র রোহন সাহা।

প্রদর্শনীতে কলম দেখছে খুদেরা।

এই প্রথম মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে এমন কলম প্রদর্শনের উদ্যোগ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাপহরানন্দ মহারাজ বলেন, 'সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে আমাদের স্কুলে ছাত্রদের ছবি আঁকা প্রদর্শনী, সায়েন্স প্রদর্শনী হয় প্রতিবছর। এই বছর প্রথম কলম প্রদর্শনী হচ্ছে।'

এদিন স্কুলের ছাত্ররা প্রদর্শনীতে কলম দেখার জন্য ভিড় করতে থাকে। উৎসাহর সঙ্গে তারা জিজ্ঞেস করতে থাকে, কলমগুলি ব্যবহারযোগ্য কি না। গ্রন্থাগারিক সুবীরকুমার সাহা বলেন, 'আমার কাছেও অনেকরকম কলম রয়েছে। ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে সেসব কলম সংগ্রহ করেছি। স্কুল পড়ুয়া এই প্রদর্শনী থেকে অনেক কিছুই জানতে ও শিখতে পারবে। তাই স্কুলের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি আমি।'

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে হইচই

কুকুরের মুখে শিশুর মাথা

সৌরভ দেব ও অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালও হাড়-হিম করা এক ঘটনার সাক্ষী থাকল। শনিবার বিকেলে একটি কুকুরকে সদ্যোজাত শিশুর কাটা মাথা মুখে নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এই দৃশ্য দেখে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের বাইরে অপেক্ষারত রোগীর পরিজনদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের চিৎকারে কুকুরটি শিশুর মাথাটি ফেলে রেখে পালিয়ে গেলেও, হাসপাতালের নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠেছে।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান অবশ্য হাসপাতালের গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের হাসপাতাল থেকে মৃতের দেহাংশ বাইরে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। সদ্যোজাতের মৃত্যু হলে সেই মৃতদেহ আমরা মর্গে তালাবন্ধ অবস্থায় রাখি। এছাড়াও আমাদের বায়োমেডিকেল বর্জ্য যেখানে রাখা হয় সেখানেও বাইরে থেকে কুকুর-বিড়াল ঢোকার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে এদিনের ঘটনা নজরে আসতেই আমরা বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি।' তাঁর প্রাথমিক ধারণা, কুকুরটি বাইরের কোনও জায়গা থেকে মাথাটি মুখে করে হাসপাতালের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে। কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু করেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এদিন বেলা ৪টা নাগাদ ঘটনার সূত্রপাত। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জেলা হাসপাতালের পুরোনো ডায়ালিসিস ইউনিটের দিক থেকে একটি কুকুর মুখে কিছু একটা নিয়ে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের দিকে ছুটে আসে। প্রথমে অনেকে সেটিকে প্লাস্টিকে মোড়া খাবার ভেবে ভুল করেছিলেন। কিন্তু কুকুরটি প্রসূতি

ঘটনার পর জটলা মেডিকেলে।

বিভাগের গেটের কাছে আসতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তার মুখে সদ্যোজাত এক শিশুর কাটা মাথা রয়েছে। উপস্থিত মানুষজন চিৎকার শুরু করলে এবং কুকুরের পিছু ধাওয়া করলে সেটি মাথাটি ফেলে রেখে চত্বর ছেড়ে পালায়। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাথাটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

এই নারকীয় ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং মৃতদেহ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ চরম সীমায় পৌঁছেছে। রোগীর আত্মীয় রমা নায়েক জানান, তিনি কুকুরটিকে বাইরে থেকে মাথাটি মুখে করে হাসপাতালের ভেতরে ঢুকতে দেখেছিলেন। তাঁর মতে, এই ঘটনা হাসপাতালের নিরাপত্তার চরম খামতিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। অন্য এক রোগীর পরিজন মৃণাল রায়ের দাবি, শিশুটির শরীরের বাকি অংশ কোথায় রয়েছে তা খুঁজে বের করা প্রয়োজন। হাসপাতাল চত্বরে কুকুর-বিড়ালের অবাধ বিচরণ নিয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

হাসপাতাল চত্বরের মাত্র ২০০ মিটারের মধ্যে একটি নার্সিংহোম থাকায়, রহস্যের উৎস সেখানে কি না তা নিয়েও এলাকায় গুঞ্জন শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, মাস কয়েক আগে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে একই ধরনের ঘটনা ঘটায় গোটা রাজ্যের স্বাস্থ্য মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। সেবারে কুকুর একজনের শরীর থেকে মাংস খুবলে নিয়েছিল। পরবর্তীতে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। কী কারণে ওই ব্যক্তির মৃত্যু তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে হুমায়ুনের তোপ

পরাগ মজুমদার

রেজিনগর, ২৪ জানুয়ারি : হুমায়ুনের গলায় নয়া আত্মবিশ্বাস! আগামী নির্বাচনে জয়ী হয়ে রাজ্যে গেরুয়া শিবিরের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠনের ঘোষণা! ঘটনায় শনিবার ব্যাপক জল্পনা তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক শিবিরে।

রাজ্যের বুকে নবনির্মিত জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের ভরতপুরের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীর মুর্শিদাবাদের রেজিনগর এলাকায় দলীয় সমর্থকদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একের পর এক বোমা ফাটালেন।

এদিন হুমায়ুন বলেন, 'আগামী ভোটে আমিই মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হব। নির্বাচনের পর আমিই মুখ্যমন্ত্রী হব। খেটেখুটে, পরিশ্রম করে একটা দল গড়ে আমি ভোটে লড়ছি। মানুষ ভরসা করে আমাকে ভোট দেবে, ১০০ থেকে ১১০ আসনে আমি জিতব। একক বৃহত্তম দল আমার পার্টিই হবে।' এখানেই থেমে না থেকে আরও এক কদম এগিয়ে রাজ্যে 'নীতীশ মডেল'-এর আমদানি প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, 'বিহারে নীতীশ কুমার কম আসন পেলেও বিজেপি তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছে। আমি যখন ১০১টি আসন পাব, আর অন্য কেউ ৯৯ পাবে, তখন তারা আমাকেই মুখ্যমন্ত্রী মানতে বাধ্য হবে। ফলত সরকার গড়তে বিজেপির সমর্থন নিতে আমার আপত্তি নেই।' পাশাপাশি তিনি রাজ্যপালের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'প্রয়োজনে ১৪৮ জন বিধায়কের সমর্থন নিয়ে রাজ্যপালের কাছে সরকার গড়ার দাবি জানাব।'

তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করে সাংবাদিকদের সামনে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান হুমায়ুন বলেন, 'এই তৃণমূল এবার বুঝবে কত ধানে কত চাল। ওরা খুব বেশি হলে এবার ৭৫টি সিট পেতে পারে।' ফলত, বিজেপির সঙ্গে বোঝাপড়া করে নতুন দল গড়া এবং তৃণমূল বিরোধী জোট তৈরি করার ক্ষেত্রে তিনি যে প্রস্তুত, সেকথা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন হুমায়ুন। এদিকে, হুমায়ুনের এমন বিস্ফোরক মন্তব্য নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব, 'বিজেপি-হুমায়ুন আঁতাতের' প্রসঙ্গ তুলে সরব হয়েছে। সেক্ষেত্রে জেলা নেতৃত্বের তরফে মুর্শিদাবাদ বহরমপুর জেলা বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, 'আমরা তো শুরু থেকেই বলে আসছিলাম বিজেপির বি টিম হয়ে মাঠে ব্যাটিং করতে নেমেছে এই হুমায়ুন। তবে যেটা উনি ভাবছেন সেটা কোনওদিনই বাস্তবের চেহারা নেবে না। জেলার মানুষ তো বটেই, রাজ্যের মানুষ তাঁকে দেখছেন এবং চিনে নিয়েছেন।'

পৃথিবীর পাঠশালা

মহাকাশে ওয়েল্ডিং লাগে না

পৃথিবীতে ধাতুর দুই টুকরো জোড়া লাগাতে তাপ বা ওয়েল্ডিং লাগে। কিন্তু মহাকাশের শূন্যতায় যদি একই ধাতুর দুটি টুকরো একে অপরকে স্পর্শ করে, তবে তারা চিরকালের জন্য জোড়া লেগে যায়! একে বলা হয় 'কোল্ড ওয়েল্ডিং' (Cold Welding)। মহাকাশে বাতাসের অক্সিজেনের স্তর থাকে না যা ধাতুর গায়ে জং বা অক্সাইড তৈরি করে। তাই দুটি ধাতু কাছাকাছি এলে তাদের পরমাণুগুলো এক হয়ে যায়। নাসা এই সমস্যা এড়াতে বিশেষ কোটিং ব্যবহার করে।

সমুদ্রে ভেসে আসা হাজার হাজার হাঁস

১৯৯২ সালে একটি কার্গো জাহাজ থেকে ২৯,০০০ প্লাস্টিকের খেলনা হাঁস বা 'রাবার ডাক' প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ে যায়। শুনতে সাধারণ মনে হলেও, এই হাঁসগুলো সমুদ্রস্রোত বোঝার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের বিশাল সাহায্য করেছে। এই হাঁসগুলো ভেসে ভেসে হাওয়াই, আলাস্কা, দক্ষিণ আমেরিকা, এমনকি বরফ জমে যাওয়া আর্কটিক মহাসাগরেও পৌঁছে গেছে। ১৫ বছর পরেও স্কটল্যান্ড উপকূলে এই হাঁস পাওয়া গিয়েছে, যা সমুদ্রবিজ্ঞানের এক মজার অধ্যায়।

পেপসি যখন ষষ্ঠ নৌবাহিনী

১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকার পেপসি কোম্পানির সঙ্গে একটি চুক্তি করে। তারা পেপসির বিনিময়ে তাদের পুরোনো যুদ্ধজাহাজ দিতে চায়, কারণ তাদের কাছে ডলার ছিল না। পেপসি কোম্পানি সেই শর্তে রাজি হয়ে ১৭টি সাবমেরিন, একটি ক্রুজার, একটি ফ্রিগেট এবং একটি ডেস্ট্রয়ার পায়। কিছুদিনের জন্য পেপসি কোম্পানি বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম নৌবাহিনীর মালিক হয়ে গিয়েছিল! পরে অবশ্য তারা এগুলো ভাঙাড়ি হিসেবে বিক্রি করে দেয়।

দু'বার বিক্রি হল আইফেল টাওয়ার

ভিক্টর লুস্টিগ ছিলেন ইতিহাসের অন্যতম সেরা প্রতারক। ১৯২৫ সালে তিনি নিজেকে সরকারি অফিসার পরিচয় দিয়ে প্যারিসের পুরোনো লোহা ব্যবসায়ীদের ডাকেন। তিনি তাঁদের বোঝান যে, আইফেল টাওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তাই এটি ভেঙে লোহা হিসেবে বিক্রি করা হবে। এক ব্যবসায়ী তাঁকে বিশ্বাস করে বিপুল টাকা ঘুষ দেন। লুস্টিগ টাকা নিয়ে পালিয়ে যান এবং কিছুদিন পর ফিরে এসে আবারও একই কায়দায় টাওয়ারটি বিক্রির চেষ্টা করেন!

জাল আধার তৈরিতে ধৃত

জঙ্গিপুর, ২৪ জানুয়ারি : এসআইআর আবহে মুর্শিদাবাদের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জাল আধার কার্ডচক্রের হদিস। শনিবার জঙ্গিপুর মহকুমার ভবানীমাটি লাগোয়া এলাকায় জাল আধার তৈরির অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম শফিকুল ইসলাম। তাঁর বাড়ি মধুপুর এলাকায়। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ল্যাপটপ, স্ক্যানার, ফিঙ্গারপ্রিন্টের ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস, ডিজিটাল ক্যামেরা এবং ২০টি জাল আধার কার্ড সহ একাধিক নথি। ধৃতকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বাজেয়াপ্ত সামগ্রী পরীক্ষানিরীক্ষা করে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দীর্ঘদিন ধরে শফিকুল পরিকল্পিতভাবেই জাল নথি তৈরির চক্র চালাচ্ছিলেন। ওই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশের এক উচ্চ আধিকারিক বলেন, 'প্রতিটা দিক খতিয়ে দেখে অনুসন্ধান করার পাশাপাশি প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে নানানভাবে যাচাই করা হচ্ছে।'

ঐতিহ্যবাহী পোশাকে পঞ্জাবের পড়ুয়ারা প্রজাতন্ত্র দিবসের মহড়ায় ব্যস্ত। শনিবার অমৃতসরে। -পিটিআই

শস্যগোলা বন্ধই, মিলল না সমাধানসূত্র

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৪ জানুয়ারি : বালুরঘাটে সাইলো গোডাউন ঘিরে টানা ১৪ দিনের অচলাবস্থা মিটল না। জমি আন্দোলনের জেরে দীর্ঘদিন বন্ধ সাইলো খুলে দেওয়ার দাবিতে শনিবার বিকেলে ম্যানেজারকে ঘেরাও করা হয়। বিক্ষোভে নামেন লরিচালক ও মালিকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে এসে ক্ষোভের মুখে পড়েন এফসিআই-এর ডিভিশনাল ম্যানেজার। শেষপর্যন্ত আগামী দু'দিনের মধ্যে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি। এতে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। সাইলো কর্তৃপক্ষ ঘেরাওমুক্ত হয়। যদিও আদিবাসী জমিদাতারা কোনওমতে গোডাউনের দরজা খুলতে দেবেন না বলে সাফ জানিয়েছেন।

জমিদাতা মঙ্গল এক্কা বলেন, 'আমাদের দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত গোডাউনে তালা থাকবে। কোনও লরি বেরোতে দেওয়া হবে না। আমাদের টানা বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে।'

২০২১ সালে এফসিআই একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে পিপিপি মডেলে বালুরঘাট স্টেশন সংলগ্ন বোয়ালদাড় মৌজার কাটনা এলাকায় প্রায় ৪৮ বিঘা জমিতে সাইলো গোডাউন তৈরির চুক্তি করে। সেই সময় এলাকার আদিবাসী কৃষকদের কাছ থেকে জমি নেওয়া হয়। প্রতিশ্রুতি ছিল, প্রত্যেক জমিদাতা পরিবার থেকে ১ জন সদস্যকে চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর কেটে গেলেও চাকরি মেলেনি বলে অভিযোগ। এতেই ক্ষুব্ধ জমিদাতারা গুদামের গেটে তালা ঝুলিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। আদিবাসী জমিরক্ষা কমিটির নেতৃত্বে এলাকায় মিছিল হয়। এরপর থেকেই পরিস্থিতি জটিল হতে শুরু করে।

এদিকে, সাইলো বন্ধ থাকায় ভেতরে আটকে প্রায় ৫০টি লরি। চালক ও মালিকদের দাবি, টানা ২ সপ্তাহ রোজগার বন্ধ। সরকারি নিয়ম মেনে লরির ডিটেনশন চার্জ গুনতে হচ্ছে। বারবার সাইলো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে কোনও উত্তর মেলেনি বলে অভিযোগ। শেষে খবর পেয়ে রঘুনাথপুর এলাকার একটি বেসরকারি লজে গিয়ে সাইলোর টার্মিনাল ম্যানেজার বিশ্বজিৎ সূত্রধর সহ তিনজনকে ঘেরাও করেন বিক্ষোভকারীরা। পরে ঘেরাও তুলতে পৌঁছোন ডিভিশনাল ম্যানেজার কুলদীপ সিং। তিনিও বিক্ষোভের মুখে পড়েন। শেষে সমাধানের আশ্বাসে উত্তেজনা কমে।

আন্দোলনকারী লরির মালিক সংগঠনের তরফে অরিন্দম সাহা

- বালুরঘাটে সাইলো গোডাউন ঘিরে টানা ১৪ দিনের অচলাবস্থা মিটল না। এখন ভেতরে আটক পণ্যবাহী লরি
- ২০১১ সালে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, প্রত্যেক জমিদাতা পরিবার থেকে ১ জন সদস্যকে চাকরি দেওয়া হবে
- কিন্তু বেশ কয়েক বছর কেটে গেলেও চাকরি মেলেনি বলে অভিযোগ। এতেই ক্ষুব্ধ জমিদাতারা গুদামের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন

বলেন, 'জমিদাতাদের আন্দোলনে ৫০টি লরি আটকে রয়েছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেও সাড়া মেলেনি। প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে লাভ হয়নি। দু'দিনে সমাধান না হলে বড় পদক্ষেপ করা হবে।'

কুলদীপ বলেন, 'জমিদাতাদের আন্দোলনের জেরে সমস্যা হয়েছে ঠিকই। প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা চলছে। দ্রুত সমাধান হবে।'

মাধ্যমিকের প্রস্তুতি বৈঠক

রাঙ্গালিবাজনা, ২৪ জানুয়ারি : এবছর রাঙ্গালিবাজনা মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের ৩টি ভেনুতে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ৮টি বিদ্যালয়ের ৭৮০ জন পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে শনিবার রাঙ্গালিবাজনা মোহনসিং হাইস্কুলে ব্লক প্রশাসন, পুলিশ, বন, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিনিধি, ভেনু সুপারভাইজার, জেলা পর্যবেক্ষক দল এবং হাইস্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকরা বৈঠক করেন। উপস্থিত ছিলেন মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আশা এস বোমজান। তিনি জানান, টোটোপাড়া থেকে ৩২ জন পরীক্ষার্থীকে মাদারিহাট হাইস্কুলে নিয়ে যেতে বাসের ব্যবস্থা করা হবে। মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায় জানান, জঙ্গল লাগোয়া এলাকার পরীক্ষার্থীদের নিরাপদে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিতে সহযোগিতা করবেন বনকর্মীরা।

বিয়ে দিয়ে কুপিয়ে খুন

প্রথম পাতার পর

এরপর দক্ষিণের এক রাজ্যে কাজের জন্যে চলে যান শ্রীকান্ত। দিন দশেক আগে বাড়ি ফিরে জানতে পারেন সোমা তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা। জেরায় সোমা জানান, সন্তানের বাবা চিরঞ্জিৎ। গত ১৮ জানুয়ারি রবিবার রাতে এলাকায় বিয়ের আসর বসে। স্বামী শ্রীকান্ত নিজে হাতে স্ত্রীর বিয়ে দেন প্রেমিক চিরঞ্জিতের সঙ্গে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুসারে শনিবার সকাল নয়টা নাগাদ হাতে দা নিয়ে প্রাক্তন স্ত্রীর শ্বশুরবাড়িতে ঢোকেন শ্রীকান্ত। তাঁর পরনে ছিল প্যান্ট এবং সোয়েটার। এলাকার বাসিন্দা সুভাষ রায়ের কথায়, 'খুব স্বাভাবিকভাবেই ওই বাড়িতে ঢোকেন শ্রীকান্ত। সবাই ভেবেছিল, হয়তো গাছের ডাল বা অন্য কিছু কাটবার জন্যে দা নিয়ে ঘুরছেন। তাঁর আচরণেও কোনও অস্বাভাবিক কিছু দেখেননি কেউ। কিছুক্ষণের মধ্যেই চিৎকার শুনে এসে দেখি বাড়ির উঠোনে এক নির্মীয়মাণ ঘরে উলটো হয়ে পড়ে রয়েছেন সোমা। ওপরে বসে এলোপাতাড়ি কোপাচ্ছেন শ্রীকান্ত। বাইরে এসে চিৎকার করে আশপাশের সবাইকে ডাকার চেষ্টা করি। এরমধ্যে শ্রীকান্ত বেরিয়ে বামনি মোড়ের দিকে হাঁটা দেন।'

বামনি ব্রিজ মোড়ে পৌঁছে এক টোটোওয়ালাকে রক্তাক্ত দা দেখিয়ে থামতে বললেও ভীত টোটোচালক গতি বাড়িয়ে পালিয়ে যান। একেবারেই শান্ত চেহারায় শ্রীকান্ত পরের এক টোটোচালককে থামিয়ে টোটোতে উঠে সোজা গিয়ে নামেন ধূপগুড়ি থানা চত্বরে। সেখানে পৌঁছে ডিউটি অফিসারকে সব জানিয়ে অস্ত্র জমা দিয়ে বসে পড়েন তিনি। পুলিশের জেরায় তিনি জানিয়েছেন, এদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে হাটবারে বসা এক কামারশালা থেকে ২৫০ টাকায় ধারালো দা কিনে ফিরে সোজা ঢুকে যান প্রাক্তন স্ত্রীর বাড়িতে।

মনোবিদরা অবশ্য খুনের সময় এবং পরে শ্রীকান্তর একেবারে শান্ত স্বাভাবিক আচরণে অস্বাভাবিক কিছু দেখছেন না। প্রখ্যাত মনোরোগ চিকিৎসক শুভ্রাংশু মিত্র চৌধুরী বলেন, 'সমস্ত ঘটনা শুনে মনে হয় প্রেমিকের হাতে স্ত্রীকে তুলে দিলেও টানা বিশ্বাসভঙ্গ এবং নিজের ও দুই সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবনা তাঁর মনে গভীর প্রতিশোধস্পৃহার জন্ম দিয়েছিল। তিনি জেনেবুঝেই সমস্তটা করেছেন। কিছুই আকস্মিকভাবে হয়নি। নিজেকে প্রতারিত মনে হওয়া থেকেই সম্ভবত এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন তিনি।'

নাবালিকা উদ্ধার

ডালখোলা, ২৪ জানুয়ারি : উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ এলাকার এক নাবালিকা অপহরণ কাণ্ডে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চাকুলিয়া ও ডালখোলায়। গত ২২ জানুয়ারি ওই নাবালিকাকে ডালখোলা থানার রানিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের পালসা গ্রামের বাসিন্দা হাসমুদ্দিনের বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে নাবালিকার পরিবার। অভিযুক্ত হাসমুদ্দিন উত্তরপ্রদেশে ওই নাবালিকার বাড়ির পাশেই থাকতেন। এদিকে নাবালিকার পরিবারের দাবি, চাকুলিয়া থানা তাঁদের অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। শনিবার তাঁরা ডালখোলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মেয়েকে কটূক্তি

প্রথম পাতার পর

মেলা চলাকালীন একদল দুষ্কৃতী ওই দলের এক ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করে। অর্জুন সাহানি নামে এক পড়ুয়া ওই ঘটনার প্রতিবাদ করে। সেই সময় দুষ্কৃতীরা তাকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি কোপ মারতে শুরু করে এবং খুনের চেষ্টা চালায়। বর্তমানে ওই কিশোর রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। এই ঘটনায় শনিবার সকালে ওই ছাত্রের মা লক্ষ্মী সাহানি ভাটোল ফাঁড়িতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তারই ভিত্তিতে পুলিশ শংকর ও অভিষেককে গ্রেপ্তার করে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহারাজা মোড় এলাকায় ঘটে। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একাদশ শ্রেণির এক কিশোরী এবং তার ভাই স্থানীয় একটি সোনার দোকানের সামনে হেনস্তার শিকার হয়। অভিযোগ ওঠে, দোকানের মালিক ও কর্মচারীরা ওই ছাত্রীকে উদ্দেশ্য করে কটূক্তি করেন। প্রতিবাদ করায় ভাই ও বোন দুজনেই মারধরের শিকার হয়। এই খবর জানাজানি হতেই উত্তেজিত গ্রামবাসী ও কিশোরীর পরিবারের সদস্যরা ওই সোনার দোকানে হামলা চালায় এবং ভাঙচুর করে। দোকান মালিক যতীন কর্মকারের দাবি, লোহার রড ও অস্ত্র নিয়ে ওই ছাত্রীর বাবা একদল লোক নিয়ে তাঁর দোকানে ভাঙচুরের পাশাপাশি লক্ষাধিক টাকার অলংকার নিয়ে গিয়েছেন। ধৃত ব্যক্তির বাবা বলেন, 'গতকাল আমার নাতি ও নাতনি স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে সোনার দোকানের মালিক সহ কর্মচারীরা আমার নাতনিকে উদ্দেশ্য করে কটূক্তি করেন। তার প্রতিবাদ করলে আমার নাতি ও নাতনিকে ওঁরা মারধর করেন। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা গিয়ে আমার জখম নাতি, নাতনিকে উদ্ধার করার পাশাপাশি ওই সোনার দোকান ভাঙচুর করেন। তবে লুটপাটের কোনও ঘটনা ঘটেনি।'

প্রভাবশালী বন্ধুই রক্ষাকবচ

প্রথম পাতার পর

কিছুদিন আগেই প্রশান্ত ইস্যুতে সরব হয়েছিলেন জীবন সিংহ। রাজবংশী সম্প্রদায়ের হওয়ায় প্রশান্তর বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। সেই সময় বিষয়টি রাজনৈতিক কৌশল নাকি ভবিষ্যৎ কোনও সমীকরণের ইঙ্গিত তা নিয়ে জল্পনাও চলে। এখন প্রশান্তর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর সেই বক্তব্য নতুন করে তাৎপর্য পাচ্ছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি যে প্রশান্তর পাশে নেই তা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন জীবন। তাঁর কথা, 'সেই সময় প্রশান্ত বর্মনই বলেছিলেন তিনি রাজবংশী বলে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তাই আমি কিছু কথা বলেছিলাম। প্রশান্ত দোষী না নির্দোষ তা আমি জানি না। সুপ্রিম কোর্টে যে বিষয়টি বিচারাধীন তা নিয়ে আমার আর কোনও বক্তব্য নেই। আদালত যে নির্দেশ দেবে সেটাই ঠিক। সেটাই মানতে হবে।'

আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশান্তর পালিয়ে যাওয়া তাঁর সংকটকে আরও ঘনীভূত করছে বলেই মনে করছেন আইনজীবীরা। দীর্ঘদিন পলাতক থাকায় পুলিশ আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে রাজি নয়। প্রশান্ত বর্মনের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করছে পুলিশ। আইনি পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'প্রোক্লেমেশন অ্যান্ড অ্যাটাচমেন্ট'। আদালতে আবেদন জানিয়ে তাঁর সম্পত্তির মালিকানা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে চাইছে পুলিশ। তবে শুধু প্রশান্ত নয়, এই ইস্যুতে যাঁরা নেপথ্যে থেকে প্রশান্তকে মদত জুগিয়েছেন, তাঁদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। আইনজীবীদের একটি বড় অংশের মতে, একজন ফেরারিকে আশ্রয় দেওয়া এবং তথ্য গোপন করা দণ্ডনীয় অপরাধ। বিশেষ করে প্রশান্তর মতো বিতর্কিত আমলার ক্ষেত্রে যাঁরা এতদিন প্রশ্রয়দাতা হিসেবে কাজ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হওয়া উচিত। অপরাধীকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করা সরাসরি বিচার ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার শামিল। তাই প্রশান্তকে খুঁজে পাওয়ার পাশাপাশি এই চক্রের শিকড় উপড়ে ফেলাও এখন তদন্তকারীদের বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রশান্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে শাস্তির দাবি তুলেছেন খুন হওয়া স্বর্ণ কারিগরের স্ত্রী মমতা কামিল্যা। তাঁর কথা, 'পুলিশ চাইলে সব পারে। প্রশান্ত খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।' প্রশান্তকে ঘিরে যে রহস্য দানা বেঁধেছে, তা উত্তরবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার ওপর বড় প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে দিয়েছে। গোপন ঘাঁটি থেকে তিনি কি ফের মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করবেন, নাকি আইনি জাঁতাকলে পড়ে শেষপর্যন্ত ধরা দেবেন সেটাই এখন দেখার। প্রশান্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার যে সিদ্ধান্ত পুলিশ নিয়েছে, তা কার্যকর হলে তাঁর কোমর ভেঙে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

স্তব্ধ জাতীয় সড়ক

প্রথম পাতার পর

এরপরেই বেঁকে বসে সিপিএম। সিদ্ধান্ত হয়, আর কোনও আবেদন, অনুরোধ নয়। জনসভার স্থান হিসাবে বেছে নেওয়া হয় মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র রথবাড়ির জাতীয় সড়ককে।

মালদা জেলা কংগ্রেসের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। সেই ঘাঁটিতে জোট নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য ও জেলা কংগ্রেসের একাংশকে কটাক্ষ করেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তাঁর কটাক্ষ, 'গত লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল বলেই আজ মালদার একটা আসনে কংগ্রেস জিতেছে। এখন এই জেলার এবং রাজ্যের একাংশ জোট করতে চাইছে না। জেলা দেখাচ্ছে রাজ্যকে আর রাজ্য নেতারা দেখাচ্ছেন দিল্লির নেতাদের। এখন কংগ্রেসকেই ঠিক করতে হবে তারা তৃণমূল এবং বিজেপিকে পরাস্ত করতে চায় কি না।'

শতরূপ ঘোষ মন্দির, মসজিদ ইস্যুতে বিজেপি ও তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বলেন, 'রাজ্যের মানুষ এখন দেখছে কীভাবে ধর্মের নামে রাজনীতি করছে তৃণমূল, বিজেপি। বিজেপির নরেন্দ্র মোদি যা পারেননি তা করে দেখাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি টাকায় হচ্ছে মন্দির, মসজিদ। আগামীদিনে সেই মন্দির, মসজিদের সিঁড়িতে বসে ভিক্ষা করবে রাজ্যের বেকাররা।' মীনাক্ষী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলেন, 'পুলিশ আর প্রশাসন ভয় পেয়েছে বলেই সিপিএমকে সভা করতে দেওয়া নিয়ে রাজ্যের সর্বত্র টালবাহানা করছে। কিন্তু আমরা বলে দিতে চাই আমরা পথে আছি, পথে ছিলাম, পথে থাকব। আমরা মালদার ভাঙনকবলিত মানুষের কথা বলব, আমরা এসআইআর-এর বিরুদ্ধে কথা বলব। আমরা চাকরির কথা বলব। কারণ আমরা জানি মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে।'

বিকেল চারটে নাগাদ সভা শেষে সিপিএমের বিশাল মিছিল রথবাড়ি থেকে পোস্ট অফিস মোড় পর্যন্ত আসে। সেখানেও তীব্র যানজট হয়। পোস্ট অফিস মোড়ে লরির মাথায় উঠে বক্তব্য রাখেন সিপিএম নেতা সুমিত দে, জামির মোল্লা সহ জেলার নেতারা। সিপিএমের এক নেতার কথায়, প্রশাসনের একগুঁয়েমির প্রতিবাদেই একের বদলে জোড়া সভা করলাম আমরা।'

ক্ষুধার্ত

নরখাদকদের হাতে পড়েছিলেন ইবন বতুতা

জয়দীপ সরকার

কিছুদিন আগের কথা। দিনহাটা মহকুমার এক সীমান্তবর্তী গ্রামে এক শ্মশানবাসী মানসিক ভারসাম্যহীন ভবঘুরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশের হাতে উঠে আসে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য- মানুষটিকে খুনের 'মোটিভ' নাকি ছিল নরমাংস খাওয়ার বাসনা! খুনি নাকি মৃতদেহকে বাড়ির পাশের কলতলায় এনে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করেও ফেলেছিল! যেহেতু দিনরাত বিবিধ নেশা করা ছাড়া খুনির অন্য কোনও 'ক্রাইম রেকর্ড' অতীতের খাতায় নেই, প্রশাসন খুনির মাত্রাতিরিক্ত মাদকাসক্তিকে এই মানসিক বিকারের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু ঘটনাটির খবরে আমরা শিউরে উঠেছিলাম, কারণ ২০০৬ সালের উত্তরপ্রদেশের নয়ডার নিঠারি কাণ্ডের স্মৃতি জেগে উঠেছিল আমাদের অনেকেরই মনে। আসলে 'ক্যানিবলিজম'- অর্থাৎ নিজ প্রজাতির মাংস খাওয়ার যে রীতি- আমরা জানি, মানুষের বাইরে যে বিরাট প্রাণীজগৎ, তাতে দেড় হাজারেরও বেশি প্রজাতির মধ্যে তার প্রমাণ আছে, স্ত্রী মাকড়সার মতো প্রাণী তো যৌন মিলনের পর নিজের পুরুষ সঙ্গীকেই গিলে খায়- প্রকৃতির এ এক নির্মম অথচ কার্যকর কৌশল- কিন্তু মানুষও যে এর বাইরে নয়, এটা ভাবলেই ভয়ের পিঠে ভয় জন্ম নেয় যে কোনও সাধারণ মানুষের মনে।

'আগন্তুক'-এ আমরা উৎপল দত্তের মুখে শুনেছিলাম সেই সংলাপ– 'শুনেছি নরমাংস বড়ই সুস্বাদু।' সত্যজিৎ অবশ্য অনায়াসে 'ক্যানিবলিজম'কে যুদ্ধোন্মাদ বর্বরতার সঙ্গে দাঁড় করিয়ে এক অসাধারণ দৃশ্য রচনা করেছিলেন।

নরমাংস খাওয়ার অভিযোগে ২০০৪ সালে জার্মানিতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আরমিন মেউয়ুস নামে একজন ব্যক্তি। জেলে সোৎসাহে তিনি একজন সাংবাদিককে বলেছিলেন– মানুষের মাংস খেতে নাকি শুয়োরের মাংসের মতোই। তবে একটু তিতকুটে ও কষা। যদিও একটি মতের উপরে নির্ভর করে মানুষের মাংসের স্বাদ নির্ধারণ বোকামি। উইলিয়াম বুয়েহলার সিব্রুক, 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর সাংবাদিক, ক্যানিবলিজম নিয়ে লেখাপত্তরের জন্য বিখ্যাত, তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জুনিয়ার ডাক্তারকে হাত করে দুর্ঘটনায় সদ্য মৃত মানুষের থাইয়ের বেশ কিছুটা মাংস বাগিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর কষিয়ে রান্না করে জমিয়ে খেয়ে বলেছিলেন– মানুষের মাংসের স্বাদ চনমনে বাছুরের মতো, শুয়োরের মতো কখনোই নয়। বলে না দিলে নাকি কেউ বুঝতেই পারবে না– বাছুর না মানুষ! সত্যজিৎ রায়ের ১৯৯১ সালের চলচ্চিত্র 'আগন্তুক'-এও আমরা উৎপল দত্তের মুখে শুনেছিলাম সেই সংলাপ– 'শুনেছি নরমাংস বড়ই সুস্বাদু।' সত্যজিৎ অবশ্য অনায়াসে 'ক্যানিবলিজম'কে যুদ্ধোন্মাদ বর্বরতার সঙ্গে দাঁড় করিয়ে এক অসাধারণ দৃশ্য রচনা করেছিলেন, বাংলা ছায়াছবির ইতিহাসে যা বিরল সৃষ্টি।

মোটা দাগে 'ক্যানিবলিজম'-কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়– 'এন্ডোক্যানিবলিজম' আর 'এক্সোক্যানিবলিজম'। প্রথমটি হল যখন কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজটা করে। এর উদ্দেশ্য হতে পারে ধর্মীয় আচার পালন, অথবা জাতিগত প্রথা বা স্রেফ মানুষের মাংস খাওয়া। ২০০৬ সালে, সেই নিঠারি কাণ্ডের বছরেই, একজন ভারতীয় চিত্রসাংবাদিক অঘোরী-মতে বিশ্বাসী এক সাধুকে মৃতদেহ খেতে দেখেছিলেন। চারদিকে হইচই পড়ে গিয়েছিল। ডোমদের থেকে আরও জানা গিয়েছিল, অঘোরীরা প্রায়শই শ্মশান থেকে মৃতদেহ তুলে নিয়ে যায়। ২০১৭ সালে 'সিএনএন'-এর ইরানীয়-আমেরিকান লেখক রেজা আসলান অঘোরীদের সঙ্গে বসে মৃত মানুষের মস্তিষ্কের খানিকটা খেয়েছিলেন, যে ঘটনার ভিডিও সম্প্রসারণও হয়।

'এন্ডোক্যানিবলিজম'-এর পাশাপাশি, ইতিহাসের পাতায় এমন অনেক (উপ) জাতির কথা আছে, যারা নিজেদের জাতির বাইরের কোনও মানুষকে পেলেই ধরে এনে আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলত। বিখ্যাত সব অভিযাত্রী আর পরিব্রাজকদের ভ্রমণকাহিনীতে ফুটে উঠেছে এই সব হারিয়ে যাওয়া উপজাতিদের কথা। আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন যিনি, সেই ক্রিস্টোফার কলম্বাস রেড ইন্ডিয়ানদের কিছু উপজাতিকে মানুষখেকো আখ্যা দিয়েছিলেন।। ইবন বতুতা, বিশ্বভ্রমণের জন্য যিনি সুপরিচিত, তিনি-ও একবার নাকি ভাগ্যগুণে ফিরে এসেছিলেন এদের হাত থেকে।

নিজের জাতির বাইরের মানুষ পেলে তাকে খেয়ে ফেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্য জাতিগুলোকে ভয় দেখানো আর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা।

এরপর ষোলোর পাতায়

গিনেস বুক অনুযায়ী, বিশ্বের 'সেরা' নরখাদক ফিজির আদিবাসী সর্দার রাতু উদ্রে উদ্রে। (ডানদিকে) তাঁর সমাধি।

অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই আদিম আর্তি—শরীরে, মননে কিংবা বৃক্ষ-পতঙ্গের নিঃশব্দ লড়াইয়ে। খিদে অন্তহীন। ইতিহাস সাক্ষী, এই জঠরজ্বালা মানুষকে যেমন অন্ধ করে, তেমনই জোগায় অদম্য অনুপ্রেরণা। নরখাদকের হাত থেকে ইবন বতুতার মুক্তি যেন সেই আদিম ক্ষুধা ও বেঁচে থাকার সংগ্রামেরই এক শাশ্বত দলিল।

ঠিক কতটা আমার জন্য যথেষ্ট!

রুবাইয়া জুঁই

ইতিহাসবিদ লর্ড অ্যাক্টন বলেছিলেন, 'Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.' অর্থাৎ ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে, আর সীমাহীন ক্ষমতা মানুষকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দেয়। মানুষের ইতিহাস মূলত ক্ষুধার ইতিহাস। খাদ্যের ক্ষুধা মানুষকে শিকারি করেছে, নিরাপত্তার ক্ষুধা সমাজ গড়তে শিখিয়েছে, আর ক্ষমতার ক্ষুধা বারবার মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, অনাদিকাল থেকেই মানুষের ক্ষুধা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। যার যত ক্ষমতা, সে আরও বেশি চায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় যদি বলা যায়, 'এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি।' যার যত টাকা, তার তত বেশি লোভ জন্মায়। এই চাওয়ার শেষ নেই- এ যেন এক অন্তহীন গহ্বর। মানুষের নিজেরই তৈরি দৈত্যের মতো যে একদিন তাকেই গিলবে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তাঁর রিপাবলিক-এ মানুষের আত্মাকে তিন ভাগে দেখেছিলেন- বুদ্ধি, সাহস ও বাসনা। তাঁর মতে, সমস্যা শুরু হয় তখনই যখন বাসনা বুদ্ধিকে শাসন করতে শুরু করে। বর্তমান সময়ে আমরা ঠিক সেই অবস্থাতেই পৌঁছে গেছি। অর্থ আজ আর কেবল প্রয়োজন নয়, তা হয়ে উঠেছে মানুষের সামাজিক স্ট্যাটাস বা পরিচয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় যদি বলা যায়, 'এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি।' যার যত টাকা, তার তত বেশি লোভ জন্মায়। এই চাওয়ার শেষ নেই- এ যেন এক অন্তহীন গহ্বর।

ক্ষমতার নেশাও ঠিক একইরকম, যে রাজনীতি হওয়ার কথা ছিল জনকল্যাণের মাধ্যম। কিন্তু বাস্তবে তা বহু ক্ষেত্রেই ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার কৌশলে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসে খুব কম শাসকই ক্ষমতায় এসে স্বেচ্ছায় থেমেছেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট একবার ইঙ্গিত করেছিলেন, সম্মান ও প্রতীকের মোহ একজন সৈনিককে দীর্ঘদিন লড়াই করাতে পারে। এই কথার মধ্যেই ক্ষমতার এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে। আজকের রাজনীতিতে সেই 'প্রতীক' কখনও ভোট, কখনও পদ। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সত্যকে মিথ্যে বানানো হয়, রাতকে দিন, তিলকে তাল আবার ভিন্নমতকে দেশদ্রোহ হিসেবেও দাগিয়ে দেওয়া হয়। কারণ ক্ষমতার ক্ষুধার সামনে নৈতিকতা প্রায়শই দুর্বল হয়ে যায়। বিখ্যাত লেখক থমাস হ্যারিস-এর মতে, লোভ এমন এক শক্তি, যা মানুষকে দুর্বল, একাকী এবং মনোযোগহীন করে দেয়।

কার্ল মার্কস পুঁজির চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রমশোষণের নিষ্ঠুর দিকটির কথাই বলেছিলেন- যেখানে সঞ্চিত পুঁজি জীবন্ত শ্রমের উপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকে। আর আজকের কর্পোরেট দুনিয়ায় এই বিশ্লেষণ ভয়ংকরভাবে প্রাসঙ্গিক। যাদের হাতে রয়েছে অঢেল টাকা, তারা আরও চায়, আরও বাজার, আরও মুনাফা, আরও নিয়ন্ত্রণ তথা আরও দেখনদারি। পৃথিবীর একদিকে যখন মানুষ মহাকাশ ভ্রমণে যাচ্ছে অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষ ন্যূনতম চিকিৎসা, খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এই বৈষম্য কোনও কাকতালীয় দুর্ঘটনা নয়। এটি নিয়ন্ত্রিত ক্ষুধার ফল। অর্থ অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় তখন, যখন অর্থই হয়ে ওঠে মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সেখান থেকেই আসে 'অর্থম অনর্থম'। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের মধ্যে এক প্রকার 'হেডোনিক ট্রেডমিল' কাজ করে, আজ যা যথেষ্ট মনে হয়, কালকে আবার তা অপ্রতুল লাগে। তাই একজন কোটিপতি আরও ধনী হয়েও শান্তি পায় না, একজন ক্ষমতাবান আরও ক্ষমতা না পেলে একসময় অস্থির হয়ে ওঠে।

এরপর ষোলোর পাতায়

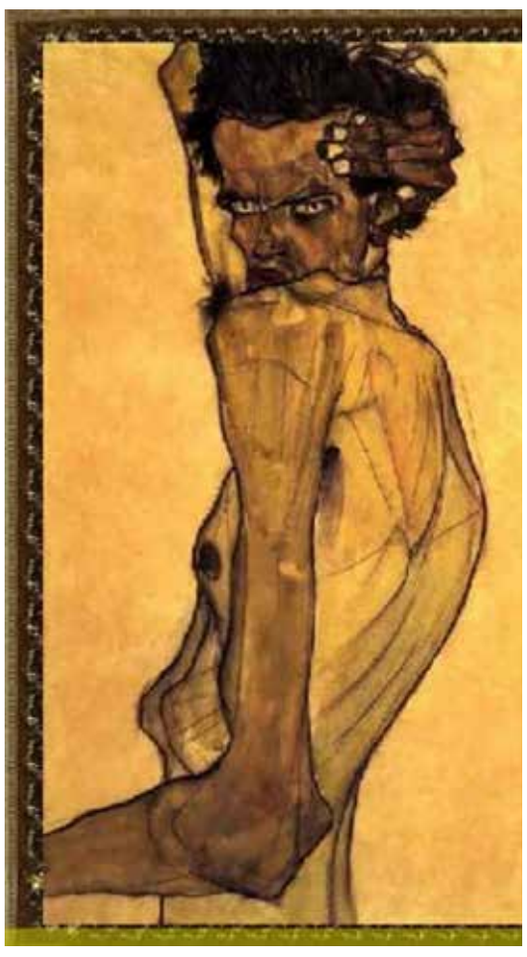

১৯২২ সালে প্রকাশিত ফ্রানৎস কাফকার লেখা 'হাংরি আর্টিস্ট' গল্পের প্রচ্ছদ।

গদ্যময় পৃথিবীতে পদ্যময় ক্ষুধা

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

অন্তহীণ ক্ষুধার নামই কী ব্ল্যাকহোল! যেখানে একটি তারার মৃত্যু জন্ম দেয় অনন্ত ক্ষুধার। সমস্ত কিছু খেয়ে ফ্যালো, এমনকি আলোটুকুও শুষে নিয়ে কালো করে দাও। এই প্যাটার্নে মানব মনে জন্ম নিচ্ছে এক সীমাহীন ক্ষুধা। মানবমস্তিষ্কে অদৃশ্য এক কুঠুরীতে কোথায় যেন মৌচাকের মধুর মতো জমা থাকে মন। তা মৃত তারার মতো খিদেয় কাতর করছে সেই কবে থেকে। সর্বগ্রাসী সেই ক্ষুধায় মানুষ কত কিছু খেল। পৃথিবীর জঙ্গল খেল। সবুজ চাদরে মোড়া পৃথিবীটা বেআব্রু হয়ে গেল চোখের সামনে।

তারপর মানুষ অন্ধকারও খেয়ে ফেলতে লাগল। গ্রাম থেকে এসে শহরের উৎসবে শামিল গ্রামীণ বাবার চোখে আলোর রোশনাইয়ে জন্ম নিল আলোকিত এক মাকড়সার জাল। চোখের মণি ক্রমশ সেই আলোকিত জালে অন্ধ হয়ে যেতে যেতে সে শিশুপুত্রের হাত শক্ত করে ধরে নেয়, 'ওরে দীপু! শহরত খালি আলো আর আলো। হামার গ্রাম আন্ধার। ব্যাবাক আন্ধার শহর খায়া ফ্যালে দিয়া দ্যাখ কেমন ঝকমকাছে!"

এখন শহরের রাতে ছড়িয়ে থাকে আলোর উত্তেজনা। কেউ চাইলেও আর নিঃসীম অন্ধকার পায় না। চোখ বুজলেও পায় না। হঠাৎ লোডশেডিংয়েও মুহূর্তের জন্য মোবাইল স্ক্রিন জোনাকির মতো জ্বলে ওঠে। আকাশের তারারাও অনেক অনেক আলোকবর্ষ দূর থেকে লজ্জা পায়। কার্তিকের শান্ত মাঠে জন্ম নেওয়া ধানশিশুও তারার শুদ্ধ আলোকে স্নাত হওয়ার গৌরব হারিয়েছে এখন।

কত সম্পর্ক! কত আত্মীয়তা গ্রাস করে নিল মানুষ। হঠাৎ পৌঁছে যাওয়া দূরসম্পর্কের আত্মীয়রা নেই। বাড়ি বাড়িতে দুঃস্থ আত্মীয়কে রেখে 'মানুষ করার' দায়িত্বশীল মনগুলোকে অন্য এক মন গ্রাস করে নিল। আত্মসুখের পাউরুটিতে স্বার্থপরতার বাটার বিছিয়ে মানুষ সংঘবদ্ধতাকে গ্রাস করল। নিঃসঙ্গ হওয়ার এক অবয়বহীন ক্ষুধার কাছে হার মেনে পাশাপাশি বসা দুটো মানুষ একটুও কথা না বলে জ্বলন্ত মোবাইল স্ক্রিনে জ্বলতে লাগল। কত কিলোমিটার পাশাপাশি বসে গন্তব্যে এল, একটু কথা হল না। কথা! সে তো অনেক পরের ব্যাপার! দুজনের মুখ দুজনে চেয়ে দেখেছিল কি একবার! একাকী হওয়ার ক্ষুধার জারক রসে সম্পর্ক স্থাপনের রসায়নগুলো সব হজম হয়ে গেল।

হাত বাড়ালেই বন্ধু কি আর দরকার পড়বে? মানুষের সমস্ত ইচ্ছেক্ষুধা, সবরকমের জিজ্ঞাসাক্ষুধার এক চুটকিতে সমাধান হাজির। এআই নির্ভর হাজার একটা অ্যাপ রেডি। শুধু ক্ষুধা জানাও, 'খোদা গাওয়া' সমাধান হবেই। চ্যাট জিপিটি-কে জানাও তোমার 'সিচুয়েশন', সমস্ত সম্ভাবনা সহ একটা সাজেশন উঠে আসবে। দুর্যোগে পাহাড়ে যাওয়া যাবে কি না! এদিকে হোমস্টে, হোটেল বুকড হয়ে আছে। এআই দিব্যি বলে দিল স্পটটিতে যাওয়ার ঝুঁকি আছে কি না। গেলে কোন কোন রুটে গেলে ঝুঁকির সম্ভাবনা কম।

মানুষের সমস্ত ইচ্ছেক্ষুধা, সবরকমের জিজ্ঞাসাক্ষুধার এক চুটকিতে সমাধান হাজির। এআই নির্ভর হাজার একটা অ্যাপ রেডি। শুধু ক্ষুধা জানাও, 'খোদা গাওয়া' সমাধান হবেই।

জানার কোনও শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই- একথা অনেকটা অকেজো হয়ে পড়েছে। মানুষ এখন জানতে চাইছে প্রয়োজনে। ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই। কাজেই অভিজিতের আমাশয় হলে জানতে চাইল একটা মেট্রোজিল খাবে কি না? খেলে কত মাত্রার। চ্যাট জিপিটি জেনে নিল কয়বার লুজ মোশন হয়েছে। এ পর্যন্ত এই কারণে কোনও অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছে কি না! উত্তর পেয়ে জানান দেয়- হ্যাঁ আপনি দিনে তিনটি করে মেট্রোজিল ৪০০ খেতে পারেন পাঁচদিন।

অনিকেত ঘোর শীতে একটু বেশিই স্পর্শকাতর। লেপ থেকে বেরিয়ে সক্কাল সক্কাল গায়ে তেল মেখে স্নানটি সেরে ফেলেছে। কেননা একবার জামাকাপড়ের বোঝা গায়ে চাপালে এক্কেবারে রাত দশটায় খুলবে। কিন্তু বাইরে বেরোনোর আগে মনে হল- জ্যাকেটের নীচে সোয়েটার পরবে কি না? মোবাইলে ওয়েদার অ্যাপ চালু করে সারাটা দিনের তাপমাত্রার বাড়া-কমার আগাম তথ্য দেখে নিয়ে একটা ধারণা তৈরি করে নিতে আর কতক্ষণ।

এরপর ষোলোর পাতায়

পাহাড়ের কোলে ধীরে বাঁচার ঠিকানা পুদুং খাসমহল

শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শহরের জীবনটা আজ এক অদ্ভুত দৌড়ের নাম। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছুটে চলা, ট্রাফিকের হর্ন, অফিসের ডেডলাইন, মোবাইলের নোটিফিকেশন—সব মিলিয়ে দিন শেষে মনে হয়, নিজের সঙ্গে নিজের দেখা করার সময়টুকুও আর অবশিষ্ট নেই। জানলার বাইরে আকাশ থাকলেও, চোখে পড়ে শুধু কংক্রিটের দেওয়াল। ঠিক এমন সময়েই পাহাড় ডাকে। তবে সেই ডাকা মানে জনপ্রিয় ভিউপয়েন্টের ভিড় নয়; বরং এমন এক জায়গার খোঁজ, যেখানে সময় একটু ধীরে হাঁটে, রাত নামলে অন্ধকার সত্যিই অন্ধকার হয়, আর মানুষ এখনও গল্প বলে আগুন জ্বেলে বসে। সেই খোঁজেই একদিন পৌঁছালাম কালিম্পং পাহাড়ের কোলে থাকা ছোট্ট গ্রাম-পুদুং খাসমহল।

যাত্রাটা শুরু জলপাইগুড়ি থেকে। ভোরের বাসে শিলিগুড়ি, সেখান থেকে কালিম্পং। সকালের পাহাড়ি রাস্তা তখনও শান্ত। কালিম্পং বাসস্ট্যান্ডে নেমেই গরম গরম মোমো- পাহাড় সফরের অঘোষিত নিয়ম। তারপর পুদুংগামী শেয়ার গাড়ির খোঁজ। পাহাড়ে গাড়ি ভরার আগে ছাড়ে না, তাই অপেক্ষাটাও সফরের অংশ হয়ে ওঠে। অবশেষে গাড়ি ছাড়ল। কালিম্পং থেকে পুদুং ফাটক, সেখান থেকে খানিকটা হাঁটা পথ। একটু এগোতেই হঠাৎ চোখের সামনে খুলে গেল এক সাজানো-গোছানো পাহাড়ি গ্রাম- মাটির বাড়ি, কাঠের ব্যালকনি, উঠোনে শুকোতে দেওয়া ধান, আর বাতাসে ভেসে আসা কাঠপোড়ার গন্ধ। মনে হল, সময় এখানে অন্য নিয়মে চলে।

আমার থাকার জায়গা একটি প্রায় শতবর্ষী রাই জাতির মাটির বাড়ি। দরজা পেরিয়েই মনে হল, যেন কোনও পুরোনো গল্পের ভেতরে ঢুকে পড়েছি। কাঠের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে সামনে সবুজ পাহাড়ের ঢেউ, দূরে আলগারা আর কাফেরগাঁওয়ের মৃদু আলো। সন্ধে নামতেই পাহাড়ে অন্ধকার ঝুপ করে নেমে আসে। শহরের মতো হাজার আলো নয়-এখানে অন্ধকারেরও নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। হাতে তোংবা-বাজরাকে গেঁজিয়ে বানানো উষ্ণ স্থানীয় পানীয়। চুমুক দিতে দিতে জমে উঠল স্থানীয়দের সঙ্গে গল্প- চাষাবাদ, পাহাড়ি উৎসব, শীতের কুয়াশা, বর্ষার পাহাড় ধসের স্মৃতি। গল্প জমলে সময় যে কত দ্রুত গড়িয়ে যায়, বোঝাই যায় না। পাহাড়ে রাতের খাওয়াও তাড়াতাড়ি। মেনুতে স্থানীয় চিকেন সুপ আর ভাত। ভরপেট খেয়ে ক্লান্ত শরীর এমন গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল, যা শহরে বহুদিন অনুভব করিনি।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল পাখির কোলাহলে। জানলা খুলতেই দেখি মেঘ পাহাড়ের গায়ে গায়ে হেঁটে চলেছে। সকালের খাবার সেরে স্থানীয় এক গাইডকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গ্রাম দেখতে। পাহাড়ি পথে হাঁটতে হাঁটতে বোঝা যায়—এখানে প্রকৃতি এখনও মানুষের চেয়ে শক্তিশালী। সদ্য কাটা ধানের জমিতে নেমেছে ময়ূরের দল। আর একটু এগোতেই দেখি কালিজ ফেজেন্টের পরিবার- পাহাড়ি বুনো মুরগি, ছড়িয়ে থাকা ধান খাচ্ছে। আমাকে দেখেই সজাগ হয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের গভীরে। এই গ্রামে প্রকৃতি আর মানুষের সহাবস্থান এখনও অক্ষুণ্ণ।

গ্রামের ভিউপয়েন্ট থেকে দেখা যায় রেলি, আলগারা, কাফেরগাঁওয়ের পাহাড়ি রেখা। পথে চোখে পড়ে একাধিক নার্সারি- ক্যাকটাস আর নানা পাহাড়ি গাছের সমাহার। এখান থেকেই কালিম্পং শহরের বহু দোকানে গাছ সরবরাহ হয়। একটু হাঁটতেই অবাক করা দৃশ্য-এই নিরিবিলি গ্রামে একটি ফ্যান্সি রেস্টুরেন্ট! লেমন সোডায় চুমুক দিতে দিতে জানা গেল, পাশে রয়েছে একটি পাখির পার্ক। কৌতূহল নিয়ে ঢুকে দেখি গিনি ফাউল, এমু, ব্রহ্মা চিকেন, নানা রংয়ের ফেজেন্ট। পাহাড়ি গ্রামের ভিতরে এমন বিচিত্র পাখির সংগ্রহ সত্যিই চমক জাগায়।

পাশেই রয়েছে একটি পরিত্যক্ত অ্যাডভেঞ্চার পার্ক- জিপ লাইন, দড়ির সেতু, ক্লাইম্বিং সেটআপ-সবই এখন নীরব স্মৃতি। ধীরে ধীরে আবার ফিরে আসি গ্রামের পথে। রাই শাক, বোকচই, মটরশুঁটি, কুমড়ো-নানান স্থানীয় সবজির চাষ। ধান আর বাজরা চাষ এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা। এখানকার জীবন প্রকৃতির ছন্দেই চলে। সূর্য উঠলে কাজ, সন্ধে নামলে বিশ্রাম।

দুপুরের খাবারে গিরোউলা, কুমড়োর তরকারি আর গুন্দ্রুক। পাহাড়ি স্বাদের সঙ্গে মিশে থাকে শ্রমজীবী জীবনের সরল আন্তরিকতা। ব্যালকনিতে বসে দূরের মেঘ নামা-ওঠা দেখতে দেখতে মনে হল জীবনের আসল বিলাসিতা বোধহয় অল্পে তৃপ্ত থাকা। এখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা না গেলেও পুদুং খাসমহলে অনায়াসেই দু'-তিনদিন কেটে যায়। কারণ এখানে আকর্ষণ শুধু ভিউ নয়- আসল আকর্ষণ ধীরে বাঁচার অভ্যাস।

সকালে মিনিভেট পাখির ডাকে আবার ঘুম ভাঙে। কিছু জায়গা থাকে, যেখানে গেলে মনে হয়-এখানেই থেকে যাই। ওয়ার্ক ফ্রম হোমের যুগে পুদুং খাসমহল যেন এক আদর্শ আশ্রয়-এখানে বসে গল্প লেখা যায়, গান বাঁধা যায়, ছবি আঁকা যায়, কিংবা নিঃশব্দে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়।

ব্রেকফাস্টে ওয়াচিপা- রাই জাতির বিশেষ খাবার। তারপর ফেরার প্রস্তুতি। গাড়ি ছাড়ে ধীরে, পাহাড় পিছিয়ে যায়। কিন্তু মনে থেকে যায় এক শান্ত শিক্ষা-

ভ্রমণ মানে শুধু নতুন জায়গা দেখা নয়, কখনো-কখনো নিজের ভেতর ফিরে আসার নামও বটে। আর পুদুং খাসমহল-সেই ফিরে আসার এক নিঃশব্দ ঠিকানা।

আয় মন বেড়াতে যাবি

কিছু জায়গা থাকে, যেখানে গেলে মনে হয়-এখানেই থেকে যাই। ওয়ার্ক ফ্রম হোমের যুগে পুদুং খাসমহল যেন এক আদর্শ আশ্রয়-এখানে বসে গল্প লেখা যায়, গান বাঁধা যায়, ছবি আঁকা যায়, কিংবা নিঃশব্দে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়।

ঠিক কতটা আমার জন্য যথেষ্ট!

এরপর পনেরোর পাতায়

মহাত্মা গান্ধি এই বাস্তবতাকে এক বাক্যে বলেছিলেন "The world has enough for everyone's need, but not for everyone's greed." এই কথার মধ্যেই আজকের সংকটের মূল লুকিয়ে আছে। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, পৃথিবীর সম্পদ সকলের মৌলিক চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট, কিন্তু সীমাহীন লোভ ও অতিরিক্ত ভোগ বা ক্ষুধা মেটানোর জন্য তা যথেষ্ট নয়। তাই আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার ও সম্পদের সমবণ্টনের উপর জোর দেওয়া উচিত। আবার সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়, যখন কারও মধ্যে ক্ষমতা ও টাকার ক্ষুধা একসঙ্গে কাজ করে। তখন রাষ্ট্র জনস্বার্থের বদলে কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষা করে। আইন দুর্বলদের রক্ষাকবচ না হয়ে শক্তিশালীদের ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। গণতন্ত্র কেবল নামেই থাকে, বাস্তবে সিদ্ধান্ত নেয় অদৃশ্য কিছু শক্তি। সমাজ রসাতলে ডুবে গেলেও বড় ব্যবসায়ীদের মুনাফার কমতি হয় না। পরিবেশ ধ্বংস হলেও উন্নয়নের নামে তা বৈধতা পায়। কারণ যাদের হাতে সিদ্ধান্তের ক্ষমতা, তাদের ক্ষুধা কখনও মেটে না। সক্রেটিস বলেছেন, 'He who is not contented with what he has, would not be contented with what he would like to have.' অর্থাৎ যে নিজের কাছে থাকা সম্পদ বা অর্থ নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, সে যতই পাক না কেন তৃপ্ত হবে না। আরও বেশি পাওয়ার ক্ষুধা মানুষের এক চিরাচরিত দুর্বলতা। মানুষ যত পায়, ততই আরও পেতে চায়। তাই বলা হয়, ক্ষুধার কোনও শেষ নেই। আজ যে জিনিসটি পাওয়ার জন্য মানুষ ব্যাকুল থাকে, সেটি হাতে এলে তার আনন্দ খুব অল্প সময়ের জন্যই থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই সেই প্রাপ্তি হালকা হয়। তখন তার চোখ পড়ে আরও বড় কিছুর দিকে, আরও বেশি ক্ষমতা, আরও বেশি টাকা বা আরও বেশি প্রভাবের দিকে। লোভের স্বভাবই এমন যে, এটি কখনও কাউকে পরিতৃপ্ত হতে দেয় না। তবে এই পাওয়ার ক্ষুধা শুধু ব্যক্তির জীবনকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, সমাজকেও বিপদের দিকে ঠেলে দেয়। ইতিহাসে দেখা গেছে, অসংযত চাহিদার কারণে বহু রাজ্য ধ্বংস হয়েছে, বহু শাসক পতনের মুখে পড়েছে। আধুনিক সমাজে দুর্নীতি, পরিবেশ ধ্বংস, অর্থনৈতিক বৈষম্য সব কিছুর মূলে রয়েছে সীমাহীন ক্ষুধা। মানুষ নিজের লালসা ও ক্ষুধার জন্য প্রকৃতি ধ্বংস করে, অন্যের অধিকার কেড়ে নেয়, এমনকি নিজের মূল্যবোধকেও বিসর্জন দেয়। সীমাহীন ক্ষুধা মানুষকে ধীরে ধীরে অন্ধ করে তোলে। তখন সে আর ভালো-মন্দ বিচার করতে পারে না। সম্পর্ক, ভালোবাসা, নৈতিকতা সবকিছুই তখন গৌণ হয়ে যায়।

এর বিপরীতে রয়েছে আত্মসন্তুষ্টি। একজন সন্তুষ্ট মানুষ জানে ঠিক কতটা তার প্রয়োজন, কতটা তার জন্য যথেষ্ট। সে অল্পেই সুখ খুঁজে নিতে পারে। তবে সন্তুষ্টি মানে কিন্তু জীবনে কোনও লক্ষ্য না থাকা নয়, বরং নিজের সীমা ও মূল্যবোধকে উপলব্ধি করা। যখন মানুষ কৃতজ্ঞ হতে শেখে, তখন অত্যধিক ক্ষুধার শিকল আলগা হয়। এই আরও চাই মনোভাবের শেষ নেই কিন্তু মানুষ চাইলে এই ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে সাধারণ মানুষের ক্ষুধা কিন্তু অর্থবিত্তবানদের থেকে খানিকটা ভিন্ন। তাদের ক্ষুধা বেঁচে থাকার, দু'বেলা রুটির, কাজের, সম্মানের। কিন্তু এই ক্ষুধাকেই রাজনৈতিক হাতিয়ার বানানো হয়। তাকে বলা হয়, আরও সহ্য করো, আরও অপেক্ষা করো। ক্ষমতা ও টাকার চাপে তার কণ্ঠস্বর ক্রমশ চাপা পড়ে যায়। প্রশ্নটা আসলে ক্ষমতা বা টাকার নয়, প্রশ্নটা সীমার। অ্যারিস্টটল সুখের কথা বলতে গিয়ে মধ্যপন্থার উপর জোর দিয়েছিলেন। অথচ আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যেখানে সীমা মানেই দুর্বলতা বলে ধরে নেওয়া হয়। যতদিন মানুষ ভাববে 'আরও চাই', ততদিন এই ক্ষুধা সমাজকে গ্রাস করতেই থাকবে। হয়তো বা সত্যিকারের সভ্যতা সেদিনই শুরু হবে, যেদিন মানুষ নিজেকে প্রশ্ন করতে শুরু করবে- ঠিক কতটা আমার জন্য যথেষ্ট?

গদ্যময় পৃথিবীতে পদ্যময় ক্ষুধা

এরপর পনেরোর পাতায়

তবে একবার এই অ্যাপ তাকে বিপদেও ফেলেছিল। রাতের আড্ডায় আকাশের গুমোট ভাব দেখে সুদীপ বলেছিল 'চলো, আড্ডা গুটাও, ঝড় আসবে মনে হয়'। অনিকেত সবার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে অ্যাপটি খোলে। নাহ ঝড়-বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। এদিকে, গাছপালার মধ্যে চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গিয়েছে। সবার বাইক স্টার্ট দেওয়া দেখে গম্ভীর হয়ে বলে 'শেষপর্যন্ত ঝড় আসবে না'। কেউ কর্ণপাত করে না। যে যার বাইক স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেলেও সে গ্যাট হয়ে বসে থাকে। শেষপর্যন্ত হুড়মুড়িয়ে ঝড়-বৃষ্টি জাঁকিয়ে এলে ভেজা কাক হয়ে 'জান' হাতে নিয়ে বাড়ি ফেরে।

মনের খিদে জানাতে হবে সঠিক জায়গায়। রাস্তার ধারে সুন্দর সুন্দর কই মাছ দেখে কেজি খানেক কিনে ফেলে বিপদে পড়েছিল প্রণব। রান্নাবান্নার পাট চুকিয়ে সুচেতা একটু ফ্রি হবে ভাবছে। এই সময় কই মাছ দেখে নিজেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। তায় প্রণব না কুটিয়ে এনেছে। ঠান্ডা মাথায় ইউটিউবে সার্চ অপশনে গিয়ে লিখল ' কই মাছ কোটার পদ্ধতি'। ব্যাস কেল্লা ফতে। দিব্যি ডেমো সহ কই মাছ কোটার পদ্ধতি হাজির। সে যাত্রায় জোর বাঁচা বেঁচে গিয়েছিল নিজস্ব বাঘিনীর হাত থেকে। বন্ধু-বান্ধবহীন অনেক পাত্র বিয়ের ধুতি পরা শিখে নেয় ইউটিউব দেখে।

একাদশের ছাত্র সৌনক। মেধাবী এবং পড়ুয়া গোছের। নিটের প্রিপারেশনে ক্লান্ত, উচ্চমাধ্যমিক নিয়ে বিধ্বস্ত হয়ে মাঝে মাঝে সংস্কৃত পুরাণ সাহিত্যে পাড়ি জমাতে চায় তার মন। পৌরাণিক পুঁথির প্রতি অসীম আকর্ষণ অনুভূত হওয়ায় দ্বারস্থ হয় নানা ই-লাইব্রেরির। দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুঁথির ডিজিটাল আর্কাইভ খুঁজে বের করে একাদশের সৌনক। তার খিদে তাকে এমন এক রত্নভাণ্ডারের সামনে নিয়ে যায়, যেখানে আলোয় আলোময় এক অন্য ভুবন।

কথায় আছে 'খিদে পেলে বাঘেও ধান খায়' কিন্তু ভদ্রলোকও যে ডাস্টবিন থেকে খাবার খায় একথা কেউ জানে না। চন্দনের কোলেস্টেরল মাত্রা বর্ডার লাইন ক্রস করলে দীপা তার চোখের সামনে ডিম থেকে কুসুম বাদ দিয়ে তার পাতে সাদা অংশটি রাখে। এদিকে কুসুম বাদ দিলে চন্দনের জীবন 'বেকুসুম বেরং'। এঁটোকাঁটা পরিষ্কার করে শোয়ার আগে ফ্রেস হতে বাথরুমে ঢুকলে চন্দন সবার অলক্ষ্যে ডাস্টবিনের উপরে আস্ত সূর্য দেখে ফেলে। আর পারে না 'কন্ট্রোল' করতে। চুপচাপ মুখে পুরে দিয়ে বিছানায় এসে ভালো মানুষের মতো চোখ বুজে থাকে মোক্ষ প্রাপ্তির মহান তৃপ্তি নিয়ে।

কুসুমের খিদে জীবনের ঝুঁকিকে বুড়ো আঙুল দেখায়। আবার ডিজিটাল খিদে মানুষের জীবনও তিলে তিলে শেষ করে দিতে পারে। শহরের নামজাদা উকিল। মোটিভেশনাল স্পিচ শোনা তাঁর একমাত্র খিদে। সদগুরু শুনছেন, রামদেব দেখছেন, সর্বপ্রিয়ানন্দজিকে আত্মস্থ করতে করতে একসময় পড়লেন শরীরের নানা রোগভোগের কারণ জানার মোহে। মনের খিদের তাড়নায় বছরের পর বছর দেখে চললেন নানা রোগের সাতকাহন ও তা থেকে মুক্তির উপায়। শেষে পড়লেন ক্যানসারের ডিজিটাল খপ্পরে। ক্যানসার সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে গিয়ে, তার লক্ষণ ইত্যাদি জানতে গিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল- তাঁর শরীরে ক্যানসারের সবক'টি লক্ষণই বর্তমান। অর্থাৎ হয়তো তাঁর শরীরে ক্যানসার দানা বেঁধেছে নয়তো তাঁর শরীর ক্যানসারপ্রবণ। একটু একটু করে রাতের ঘুম গেল। ঘুমোনোর জন্য চালু হল ঘুমের ওষুধ। কখনও একটি, কখনও একাধিক। তবুও মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। শরীরটা ধীরে ধীরে ক্যানসারের দখলে চলে যাচ্ছে। কী হবে আর বেঁচে। একদিন তো তাঁকে ক্যানসারই গ্রাস করে নেবে। কী যে হল! হঠাৎ তাঁর আর বাঁচতে ইচ্ছে করল না। ক্যানসারের হাতে মৃত্যুর চেয়ে, ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে মরা ভালো। উকিলবাবু একদিন সকালে আর উঠলেন না। নীলবাতির অ্যাম্বুল্যান্সে চেপে হাসপাতালে গেলেন কিন্তু আর ফিরলেন না। ফিরলেন তো ফিরলেন 'ইটার্নাল জার্নি' লেখা গাড়িতে।

খিদে! খিদে! তারও একটা নিয়ন্ত্রিত রূপ দরকার। হোক না তা ডিজিটাল খিদে! নিয়ন্ত্রিত জানবার খিদে নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক রিঅ্যাকশনের মতো বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত হলেই বোমার মতো নিজেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয় হয়তো।

জীবনকে যাপন করার খিদেই শ্রেষ্ঠ খিদে। জানুয়ারির সকাল। সবে খুলছে একটি গ্রামের বাসস্টপ চত্বর। দুই অশীতিপর বৃদ্ধ ঘুম ভেঙে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছেন পৃথিবীর আলো-হাওয়া মাখতে। কালরাতটুকু পাড় করেছেন দুজনে। মৃত্যু কাউকেই ছোঁয়নি। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে অব্যক্ত এক কুশলবিনিময় করে দুজন দু'দিকে এগিয়ে গেলেন। একজন চায়ের কাপে নিজেকে দ্রবীভূত করলেন, অপরজন ডিয়ার লটারির টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। অন্তিম পর্যায়ে এসেও নতুন করে কিছু বাড়তি পাওনায় ধনী হতে চাওয়াই তো মৃত্যুকে অস্বীকার করে জীবনের প্রতি অসীম ক্ষুধা। 'এলারামের ঘড়ি'-তে টাইম সেট করে ঘুমোতে যাওয়ার চেয়ে বড় ক্ষুধা আর কী আছে!

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের উপর ভিত্তি করে চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য অঙ্কিত গ্রাফিক রিপোর্ট 'হাংরি বেঙ্গল'-এর একটি ছবি।

নরখাদকদের হাতে পড়েছিলেন ইবন বতুতা

এরপর পনেরোর পাতায়

পাপুয়া নিউগিনির মিয়ামিন উপজাতি এই 'এক্সোক্যানিবলিজমের' জন্য সুপরিচিত ছিল। এরা মাঝেমধ্যেই আশপাশের গ্রামগুলোতে হানা দিয়ে মানুষ ধরে নিয়ে যেত, আর তারপর তাদের আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলত। একটা পর্যায়ে সেইসব হতভাগা প্রতিবেশীরা একে একে বিলুপ্ত হতে শুরু করে। একজন নৃতত্ত্ববিদ এব্যাপারে মিয়ামিনদের একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন তারা এভাবে প্রতিবেশী জাতিদের খেয়ে ফেলে, তাদের নিরীহ জবাব ছিল, 'কারণ ওদের মাংস বেশ সুস্বাদু।'

সাহিত্যের দুয়ারে হাত বাড়ালে নরমাংস নিয়ে অনেক ভয়ানক ক্ষমতার দাপট আমরা দেখতে পাই। প্রাচীন গ্রিক মহাকাব্যে আমরা দেখি, রাজকুমার অ্যাট্রেয়াস প্রতিশোধের উন্মাদনায় তাঁর ভাই থাইস্টেসের সন্তানদের হত্যা করে তাদের মাংস রান্না করে থাইস্টেসের অজান্তে তাঁকে খাওয়ান। অ্যাট্রেয়াসের উদ্দেশ্য ছিল ভাইকে এমন পাপের ভাগীদার করা যাতে করে সে রাজসিংহাসনের মতো পবিত্র আসনে বসার নৈতিক অধিকার হারায়। মিথ কীভাবে দেশ-কাল পেরিয়ে একাকার হয়ে যায়, আমরা সেটা অনুভব করতে পারব যদি রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত 'গোসানীমঙ্গল'-কে এই প্রসঙ্গের আলোচনায় যুক্ত করি। 'গোসানীমঙ্গল' আমাদের বলে, রাজা কান্তেশ্বর যখন তাঁর স্ত্রী বনমালার সঙ্গে মন্ত্রী-পুত্র মনোহরের প্রণয়ের খবর জানতে পারেন, তিনি মনোহরকে হত্যা করে তাঁর মাংস রান্না করান রানিকে দিয়ে, যা দিয়ে ভোজ খাওয়ানো হয় মনোহরের বাবা মন্ত্রী শশীপাত্রকে। নিজের সন্তানের মাংস খাওয়ার পর, যখন তিনি তা জানতে পারেন, শশীপাত্রের বিলাপ থাইস্টেসের বিলাপের সমগোত্রীয়। কিন্তু আমাদের নিজেদের মিথ বা ইতিহাসের ব্যাপ্তি আমরা নিজেরাই অনেক কম জানি বলে, আমাদের জ্ঞানচর্চায় ইউরোপীয় মিথের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে আমাদের উপমা নির্মাণ, আর অবহেলিত থেকে যায় নিজেদের ইতিহাস।

তবে মানুষ মানুষের মাংস যে সবসময়ই কোনও প্রথা মেনে বা রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতার কারণে খেয়েছে, তা নয়। ইতিহাস সাক্ষী, কখনো-কখনো এটি হয়ে উঠেছে মানুষের বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন। আজ থেকে আটশো বছর আগে মিশরের নীলনদের তীরে তীব্র খরা দেখা দেয়। খিদের জ্বালায় জীবিত মানুষরা তখন বৃদ্ধ ও শিশুদের মাংস খেতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালে চিলির আন্দেস পর্বতে একটি যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনায় পড়ে। অল্প কয়েকজন বাদে প্রায় সবাই প্রাণ হারান। খাদ্য ও পানীয় ফুরিয়ে যাওয়ার পর, দুর্গম সেই তুষারাবৃত জঙ্গলে বেঁচে থাকার তাগিদে জীবিত যাত্রীরা সিদ্ধান্ত নেন— বাইরে থেকে সাহায্য না আসা পর্যন্ত মৃত সহযাত্রীদের দেহই হবে তাঁদের একমাত্র খাদ্য। টানা সত্তর দিন এইভাবে কাটানোর পর উদ্ধারকারীরা সেখানে পৌঁছে প্রায় ১৬ জন যাত্রীকে জীবিত উদ্ধার করেন, সঙ্গে পাওয়া যায় তাঁদের সহযাত্রীদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহাবশেষ। এই ধরনের পরিস্থিতিতে নরমাংস ভক্ষণকে বলা হয় 'সাভাইভাল ক্যানিবলিজম'। মিথ বলে, 'ধর্মযুদ্ধ'-র সময়ও যোদ্ধারা সহ-মানুষের মাংস খেতে বাধ্য হয়েছিল। তবে আমাদের আশার জায়গা এই, এই খাদ্যাভ্যাস রূপকথায় বা সাহিত্যে কখনও কোনওভাবে গৌরবান্বিত হয়নি।

ড্যানিয়েল ডিফোর উপন্যাস 'রবিনসন ক্রুসো'তে আমরা দেখি, জনমানবহীন সেই দ্বীপে, জাহাজডুবির পর রবিনসন যেখানে নিবাসিত হয়েছিলেন, সেখানে বালিতে পড়ে থাকা মানুষের পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে করতে, একদিন রবিনসন দূর থেকে দেখতে পান 'ক্যানিবল'দের একটি দল বন্দিদের হত্যা করে নরমাংস ভক্ষণ করছে। সেই 'ক্যানিবল'দের হাত থেকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন এক আদিবাসী তরুণকে, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'ফ্রাইডে'। মানুষখেকোদের হাত থেকে যিনি বাঁচিয়েছিলেন ফ্রাইডেকে। তিনি হয়ে উঠেছিলেন ফ্রাইডে-এর ঈশ্বর। ফ্রাইডে সভ্যতার আলো দেখেছিল তার হাত ধরে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এটাই যে দিনহাটার ভবঘুরেটির জীবনে কোনও রবিনসন ছিল না, আর তাই ৯ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখটি দিনহাটার ইতিহাসে এক 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে' হিসেবে থেকে যাবে চিরকাল।

খেটুবাবুর ওটিপি

মৈনাক ভট্টাচার্য

‘সব কথা শুনব আপনার। আগে বলুন আপনি এই ঘরে এলেন কীভাবে!’ নিজের চেম্বারে বসে, নিজের ব্যক্তিত্ব ধরে রাখতে ভবাবাবু কোনও রকমে কথাটুকু শুধু বলতে পারলেন।

‘আমার তো এখন আর অনুমতির দরকার পড়ে না।’, নির্লিপ্ত খেটু সরকার।

পাগল নাকি, বলে কী লোকটা? আশ্চর্য হন ভবানীচরণ। ডাকসাইটে বিখ্যাত পাক্ষিক ‘দশ দিক’ পত্রিকার দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্পাদক তিনি। তিনি ভবানীচরণ সমাদ্দার।

অনধিকার প্রবেশ। তাই ইচ্ছে ছিল না, তবু আনকোরা লেখক খেটু সরকারকে ভবাবাবু আদর করেই বসালেন। আসলে ইচ্ছেগুলোও তো কখনো-কখনো তাঁর কবিতার লাইনেরই মতো- ইচ্ছেদেরও ইচ্ছেদের সাথে বিদ্রোহের অভ্যেস লুকিয়ে থাকে।

দু’এক কথার পরই দুম করে খেটুবাবুর এই রণমূর্তি দেখে অবশ্য ভবাবাবুর মাথা থেকে কাব্যটাব্য ফুড়ুত। বদলে অনেকদিন পর তাঁর শরীরটা আবার ঝনঝন করে উঠল। মুখ দিয়ে যেন কথাটুকু অব্দি বেরোতে চাইছে না।

সবাই জানে দুঁদে লেখকরা পর্যন্ত তাঁর কাগজে একটা লেখা ছাপানোর জন্য বিগলিতভাবে এই চেম্বারের বাইরে এসে হত্যে দিয়ে থাকেন, ভেতরে ঢুকতে পারলে তো একেবারে বর্তে যান। স্লিপ ছাড়া এই চক্রব্যূহে ঢোকার সাধ্যি কারও নেই, অথচ অজানা অচেনা কোথাকার এক স্বঘোষিত সাহিত্যিক খেটু সরকারের পাল্লায় পড়ে তখন সত্যিই তাঁর ‘ত্রাহি মধুসূদন’ অবস্থা। সিসিটিভি মনিটরে তো গেটের বাইরে মানুষটাকে দেখেননি। সিকিউরিটি গার্ড ব্যাটা রসিকলাল কি গেট ছেড়ে এদিক-ওদিক আড্ডা জমিয়েছে? তাই বা হবে কীভাবে, সে তো বসেই আছে। কোনও মতে টেবিলের গ্লাস থেকে কিছুটা জল খেয়ে সেই মনটাকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করে বললেন, ‘সে যাক গে। আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আপনার লেখা কেন মনোনয়ন হয়নি, সে তো ফাইল দেখতে হবে।’

‘ফাইল! সেটা তো আপনার বানানো। যত সব সাপ ব্যাঙ লেখা ছাপছেন, আর আমার নিজের জীবন দর্শন থেকে খুঁড়ে বের করা সব লেখা। উত্তেজিত হব না মানে! আজ সব নেপোটিজমের হিসেব চুকিয়ে, তবে ছাড়ব।’ খেটু সরকার রীতিমতো ধমকে ওঠেন।

আবার সেই ভয়টা ভবাবাবুর শরীর অবশ করে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন সেই ডার্বি ম্যাচ, মাঠ ভর্তি দর্শকের কান ফাটানো চিৎকার- পেনাল্টি বক্সে একা গোলরক্ষক তিনি, আর সামনে বাঘা স্ট্রাইকারের পায়ে বল। এমন পরিস্থিতি হলে ভবাবাবু ভেতরে ভেতরে ঘামতে থাকেন।

লোকটা দেখছি ‘ছিনেজোঁক’ একটা। আবার গেল কোথায় মানুষটা? খেটুবাবুকে হঠাৎ সামনে দেখতে না পেয়ে নিজের মনেই বললেন। কী জানি বাবা, ধরবে না তো পেছন থেকে গলাটা টিপে? ভবানীচরণের কথা মাঝপথেই থেমে যায়, ‘দরকার হলে গলা টিপেই ধরব আজ। আমাকে একটু আগে পাগল বলেছেন, কিচ্ছু বলিনি। এখন আবার ছিনেজোঁক বলছেন? আপনার কি চোখের ব্যামো নাকি মশাই? আপনার সামনেই তো বসে আছি।’

চোখের ব্যামোই হবে। আশ্চর্য সব কাণ্ড! তিনি তো বোধহয় নিজের মনেই বলেছেন কথাগুলো। সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। বেল বাজিয়ে যে রসিকলালকে ডাকবেন তারও উপায় নেই। লোক জানাজানি হলে হোমগ্রাউন্ডেই প্রেস্টিজের একেবারে ফালুদা। তটস্থ হয়ে বার তিনেক একটু একটু করে জলের গেলাসে মুখ ঠেকালেন। জলপান তো নয় যেন জল গেলা। গেলা জলটাও যেন গলার ভেতরে ঢুকতে ঢুকতেই শুকিয়ে যাচ্ছে। আর হয়েছেও এক জ্বালা, এইসব বিপদ-আপদ এলেই হতচ্ছাড়া পুরানো সেই ফুটবলের ভূতটা যেন ভবাবাবুকে আরও ঘেটি চেপে ধরতে চায়। সে তো আজ থেকে নয়, এই পত্রিকার ব্যবসায় আসার আগে যখন ফুটবলের পেশাদারি কোচের চাকরিটা বিদেয় হল, তারপর থেকে দেখা দিয়েছে এই উপসর্গ। কপালের নাম গোপাল। যখন একটু একটু করে ফুটবল মাঠে সুনাম পেতে শুরু করেছেন, ঠিক তখনই কলঙ্ক মাথায় নিয়ে মাঠ ছাড়তে হল। সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলির কথা ভাবলেই এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। অগত্যা পারিবারিক এই চালু ব্যবসাটাতেই ঝুলে পড়তে হল। কোচিংয়ের পেশাটায় অবশ্য থ্রিলও ছিল। সব সময় একটা পজিটিভ চ্যালেঞ্জ, ব্ল্যাক শ্যাডোও ছিল- অমুক কর্তার শালির ছেলে বা তমুক কর্তার ভাইপোকে খেলাতেও হবে, আবার টিম হারলেই কর্মকর্তাদের চোখরাঙানি, অকথ্য গালিগালাজ। প্রথম প্রথম না পারতেন ওগরাতে না পারতেন গিলতে। গুরুমশাইরাই তো শিখিয়েছেন- ‘যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথি খাওয়া দোষের নয়’। স্কুলশিক্ষার এই আদর্শ বচন মনে করে মেনে নিতেও শিখে ফেলেছিলেন, পেশা বলে কথা।

পেটের দায়ে যখন এই পাচন সত্যি সত্যিই রক্তে মিশিয়ে ফেলেছেন, একদিন ক্লাবের এক মেজোকত্তা চুপি চুপি রফা করতে এলেন, ‘ভবাবাবু আজ কিন্তু আমাদের পেয়ারাতলাকে জাগরণী সংঘের কাছে দুটো গোল হজম করতে হবে। এমনভাবে টিম খেলাবেন যেন কাকপক্ষী টের না পায়। আমি আর আপনি ছাড়া কথাটা যেন পাঁচকান না হয় সেটা আপনি দেখবেন, আর- আমি আপনাকে দেখব।’ একেবারে মিলিটারি কায়দায় হুকুম দিয়ে গটগট করে চলে গেলেন তিনি।

বড়কর্তা না হোক, কত্তা তো। মনে না নিতে পারলেও মেনে নিতে হয়। মুখে তাই চুপটি করেই ছিলেন ভবানীচরণ। প্রথম হাফ অব্দি বেশ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ করে কী যে হল, গুরু পাচনের অন্য এক ডোজ ভবানীচরণের চোয়া ঢেঁকুরের মতো উঁকি দিতে শুরু করল যার নিমক খাব, তার সাথে নিমকহারামি? দু’তিনটে প্লেয়ার পালটে জাগরণীকেই উলটো দু’দুটো গোল মেরে বসলেন। খেলা শেষে ক্লাব হাউসে তাঁকে সবাই বীর বিক্রমে বরণ করে নিল, প্রশংসাও করল তাঁর প্লেয়ার পালটানো স্ট্র্যাটেজির। মেজোকর্তাটি কিন্তু ভবানীচরণকে ছাড়লেন না। কিছু দিনের মধ্যেই দল ভাঙানোর পরিকল্পনায় মদতের অপবাদে একেবারে ভরা সভায় কিল চড় ঘুসির ককটেল, ফলোড বাই ‘চাকরি নট’। সেই থেকে বিপদ দেখলেই ফুটবলের এই ভূতটা এসে ফিচিং করতে থাকে। নিস্তার পাওয়ার জন্য পাড়ার রসিক ডাক্তারকে অব্দি দেখাতে হয়েছিল। সব শুনে টুনে ডাক্তারবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, ‘হুঁ, কেস অফ ‘সকারফোবিয়া’। এ রোগের ওষুধ নেই। ‘খাও পিয়ো আর মস্তি করো’। ভাবনা থেকে মনটাকে দূরে রাখুন, সেরে যাবেন।’ খুব বিনয়ের সাথে পরামর্শ চেয়েছিলেন ভবানীচরণ, ‘ভাবনাটাই আমার ক্যাপিটাল স্যর। বরং কোনও ওষুধ দিয়ে দিন।’

সুসময় বলে কথা, উপদেশ আর ওষুধের কম্বোপ্যাকেই বোধহয় কাজ হয়েছিল। কাগজের ব্যবসায় অবশ্য অন্য মজা। সভাসমিতিতে সরকারি আমলাদের মতো খাতির যত্ন। দেওয়ালি নববর্ষের উপঢৌকন, স্কচ পার্টির জম্পেশ খাওয়াদাওয়া। কচি, মাঝ বয়সি সব লেখিকারা বেশ ঢলে পড়ে একটু সেলফির জন্য, মনটা চনমন করে দুলতে থাকে। নতুন উদ্যম তৈরি হয় প্রতিদিনের কাজে। এত মজা, এত মজা। এ সব আগে জানলে কে আর ফুটবলের ল্যাঠায় যায়? কিন্তু বাবা-

ছোটগল্প

কাকার উপদেশ, কেরিয়ার ধরে রাখতে গেলে বদনাম যেন শরীর ছুঁয়ে না যায়। তাই খেলোয়াড় সুলভ এই মনটাকেও তো তৈরি করতে হয়েছে দিনে দিনে। সবকিছু করছেন সেটা যেন তাঁর শরীর করছে। মনটা ড্রোন ক্যামেরার মতো সব দেখে চলেছে। সবই অভ্যাস, ‘শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়ানো যায় তাই সয়’। আহা, চলছিলও বেশ রসেবশে। ভালোই ছিলেন কয়েক বছর। কিন্তু নাটের গুরু খেটু সরকারটাই যত গণ্ডগোলের মূল। আবার ঘা খোঁচানোর মতো মনে করিয়ে দিলেন যন্ত্রণাটা।

খেটুবাবু তখনও ভবানীচরণের উপর রাগে গজগজ করে চলেছেন।

গোলে বল না মেরে বক্সে ড্রিবিল করলে স্ট্রাইকারকে যে ভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় ঠিক সেইভাবেই খেটু সরকারকে রুখে দিতে মরিয়া হয়ে উঠলেন ভবানীচরণ ‘আপনি আমার কথাটা শুনবেন, না হইহই করতে থাকবেন?’

খেটুবাবু একটু ঠান্ডা হতেই ভবাবাবু যেন পরিত্রাণের রাস্তা আবিষ্কার করে ফেললেন।

-আচ্ছা, শেষ কোন লেখাটা পাঠিয়েছিলেন বলতে পারবেন?

খেটু সরকার খুব উৎসাহ নিয়ে বলেন, ‘তা-ও বছর খানেক আগে, ‘সিংহের হিংসার সারকথা’। মিষ্টি প্রেমের গল্প, তার সাথে আমার...।’

‘বুঝেছি বুঝেছি। জীবন দর্শন খুঁড়ে আনা তো?’, মাঝপথে খেটুবাবুর মুখ থেকে কথা কেড়ে নেন ভবাবাবু।

-হ্যাঁ।

-পড়েছি। যত লেখা আসে নিজেই সব পড়ি। কোথায় কোন অমূল্য রতন লুকিয়ে আছে। আমাদের কাছে লেখকরা সবসময় দেবতুল্য। তেনাদের সৃষ্টির উপর ভর করেই তো সম্পাদকের যত যশ প্রতিপত্তি।

‘দেবতুল্য! যতসব জামাই ঠকানো কথাবার্তা। এই আপনার দেবভক্তি? বলুন তো কী ছিল গল্পটায়?’, আবার নতুন করে খেঁকিয়ে ওঠেন খেটুবাবু।

এইরে! আবার সেই ফুটবলের ভূতটা...। ভবানীচরণ প্রমাদ গোনেন। ততক্ষণে অবশ্য ভবানীচরণ নিজেকে অনেকটা গুছিয়ে এনেছেন। গা ছমছমে ভাবটাও নেই। ফরোয়ার্ড কাটানোর ভঙ্গিতে বললেন, ‘আরে মশাই আপনি তো শুনতেই চাইছেন না। আর মাঝে মাঝে কেমন যেন ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছেন। মাথা ঠান্ডা করুন। আপনি তো লেখক। বলুন না, এই যে এত, হাজার হাজার দেবদেবী, তার কতজনকে আপনি আরাধনা করতে পেরেছেন?’

-মানে!

-সেটাই তো, লেখকরাই আমাদের ভগবান। তবে, সব দেবতা কি ডাক পায়? যাঁর যেমন ‘টার্গেট রেটিং পয়েন্ট’ মানে আমাদের ‘টিআরপি’ আর কী, তার কদরও তেমন। বাজারেও তো ওই দেবতার মতোই হাজার লেখক। পুজো করার আগে দেবতার এই ‘টিআরপি’-জেনুইনিটি এগুলো দেখবেন না?

খেটু সরকারের মাথাটা এবার সত্যিই গুলিয়ে যাচ্ছে, ‘কী বলতে চাইছেন, সোজাসুজি বলুন তো মশাই।’

খুব ধীর স্থিরভাবে ভবাবাবু বলেন, ‘আপনার কাছে বারেবারে ‘ওটিপি’টাই তো চেয়ে পেলাম না। কেস প্রসেস করব কীভাবে?’

-ওটিপি! মানে?

-প্রুফ অফ জেনুইনিটি, ডিজিটালের যুগে ওটা ছাড়া লেখা মনোনয়ন করা যায়? কাল যদি আপনি দাবি করেন এটা আপনার লেখাই নয়। এটা এখন আমাদের সিস্টেম জেনারেটেড ব্যাপার। সে যাক গে, আমি ফাইল দেখে আবার ‘ওটিপি’ পাঠাব, দিন তারপর দেখছি।

খেটু সরকার গভীর সমস্যায়। চুপ মেরে যায়।

-চুপ করে থাকবেন না, প্লিজ। জবাব দিন।

ঘাঘু সম্পাদক, ঠিক বুঝে ফেলেছেন সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল। বল নিজের পায়ে। এবার একটু বেশ রসিয়ে চা খাওয়া যাবে।

-চা খাবেন? পুরানো কাসুন্দি না ঘেঁটে বরং একটা নতুন গল্পই না হয় পাঠিয়ে দিন। আর হ্যাঁ, আপনার নামটা কিন্তু পালটাতে হবে।

-নাম পালটাতে হবে! মানে?

-আরে মশাই, ‘খেটু’ কোনও লেখকের নাম হয়? লেখকের নাম হবে- নেইপাল, গ্রিন্সবার্গ, অস্টেন, হুগো, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, অরুন্ধতী। নামেই তেজ, নামেই বিক্রম। নাম শুনলেই চড়চড় করে বাজারদর বাড়তে থাকবে।

-কেন ঝুম্পা, নেরুদা, লোরকা- এসবও তো আছে!

-সে আছে। তবে তাঁদের লেখা যাঁরা ছাপেন তাঁদের সাথে আমার তুলনা চলে না।

এবার শিকার বধের সুর পালটে ভবাবাবু আবার বলেন, ‘আমাকে তো আমার কাগজের টিআরপি-টা দেখতে হয় মশাই।’

-কিন্তু, এখন কি আর নাম পালটাতে পারব?

-কেন পারবেন না, ছদ্মনাম তো।

-সে যে নামই হোক। আমি আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।

ভবানীচরণ এবার স্বমূর্তিতে সিরিয়াস, ‘আর হ্যাঁ, কোনও প্রেম ট্রেম নয়, বেশ জম্পেশ গা-ছমছমে একটা ভূতের গল্প দেবেন। ওটিপি-টা কিন্তু পাঠাতে ভুলবেন না। ডিজিটালের যুগে ওটাই...।’

খেটুবাবু চিন্তিতভাবে বলেন, ‘খুব মুশকিলে ফেললেন স্যর। ভূতের গল্প তো না হয় লিখে দেব, আমার জীবন দর্শনের বাইরে তো আমি কোনওদিন কিছু লিখিনি, তবে...’

ভবানীচরণ সমাদ্দার মুচকি মুচকি হাসছেন, তবে আবার কী?

-ওই নাম আর ‘ওটিপি’।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ভবানীবাবু তখন ভাবছেন, আহা, ওটিপির কী অসীম মহিমা।

উত্তরের কবিমুখ

জয়শীলা গুহ বাগচী

জয়শীলা গুহ বাগচীর জন্ম ও বসবাস জলপাইগুড়ি শহরে। পেশায় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের শিক্ষিকা। স্কুল জীবন থেকে কবিতা লেখার সূত্রপাত। পঁচিশ বছর ধরে বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা নয়টি। প্রকাশিত হয়েছে একটি উপন্যাস ও একটি গল্প সংকলন। আবহমান কবিতার ভেতরে নতুন ভাষা ও বোধকে খুঁজে নেবার প্রয়াস তাঁর কবিতাকে আলাদা করে তোলে। বেশিরভাগ কবিতা নতুন আঙ্গিকে লেখা হলেও রয়েছে একটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা সনেটের বই ও একটি হাইকু কবিতার বই। বিভিন্ন পত্রিকায় আমন্ত্রিত সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেছেন। কবিতা আলোচনার ক্ষেত্রে তার বেশ কিছু পরিশ্রমী কাজ রয়েছে। সম্মানিত হয়েছেন দুটি সাহিত্য পুরস্কারে। সঞ্চালক হিসেবে বহু বছর জলপাইগুড়ি দূরদর্শনে কাজ করেছেন।

ছবি ও প্রেম

সবে তো সন্ধে হল
রাস্তার বুনোট খুলে আসছে
এখন আমাদের স্বাধীনতা দিবস
তোমার দু’হাতে পতাকা বেঁধে দেব
আমি বাজাবো বাঁশ পাতার বাঁশি
সূর্যমুখীর মাঠ, তারার মৃদু গন্ধ, নীলচে হাঁটাচলা...
ক্ষেতময় ছবির রাস্তা জুড়ে
হলুদ সান্ত্বনারঙ জামায় সাজি চল
আমরা কি ভিনসেন্টের বাগানের হাওয়াকল?
তোমার হাওয়ায় আমি ঘুরি
আমি হাওয়া দিলে তুমি বড়ই ভুল বেভুল
ভুল থেকেই তো সব
তুমি আমির নক্ষত্র বাতাস
জন্মান্তরের ঘননীল
নীলান্তর...

অণুগল্প

অঙ্ক স্যর

শীর্ষেন্দু গায়েন

স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। সর্বসাকুল্যে কুড়িজন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে অঙ্কের একমাত্র শিক্ষক মহিতোষবাবুর, আগামীকাল অবসরের দিন। গত কুড়ি বছর ধরে, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অঙ্ক শেখানোর গুরুদায়িত্ব, একাই সামলেছেন- হাসিমুখে। সব ছাত্রছাত্রীর কাছেই তিনি খুব প্রিয়। খেলার ছলে অঙ্ক করানোয়- তাঁর জুড়ি মেলা ভার।
অবশেষে চোখের জল, আবেগ, ভালোবাসায় বিদায় নিলেন মহিতোষবাবু। এক লহমায় ‘আনন্দ নিকেতন’ স্কুলে নেমে এল, নিরানন্দের ছোঁয়া। অঙ্ক করাবে কে? অঙ্কে যে ভয় ছাত্রছাত্রীদের! শুধু কি অঙ্ক...স্যর যে ছিলেন তাদের মুশকিল আসান। সব শুনে, ছুটে এলেন মহিতোষবাবু। পড়াতে চাইলেন আবার। প্রধান শিক্ষক মহাশয় একটু ইতস্তত বোধ করায় তিনি বললেন, ‘ভেবেছিলাম পেনশনের টাকায় একটা ফ্রি স্কুল করব গ্রামের দরিদ্র শিশুদের জন্য...। এখানেই যদি পড়ানোর সুযোগ পাই, তাহলে অন্তত স্কুলঘর করার টাকাটা বাঁচে। তবে হ্যাঁ, আমার একটা শর্ত আছে। কোনওরকম আর্থিক লেনদেনের মধ্যে আমি যাব না। শুধুই পড়াব, ঠিক আগের রুটিনমতো। অগণিত ছাত্রছাত্রীর ভালোবাসাই- আমার অবসরজীবনের চলার পাথেয়।’

কুয়াশা

অভিজিৎ বিশ্বাস

তিন্নি আর বিল্টু স্কুলভ্যানে করে স্কুলে যাচ্ছে। শীতকালের সকাল। হালকা কুয়াশা। রাস্তায় তেমন লোকজনের ভিড় নেই।
ট্রাফিক সিগন্যালের আলো লাল হতেই ভ্যানকাকু থেমে গেলেন। প্রতিদিনই এমন হয়- নতুন কিছু নয়। কিন্তু আজ তিন্নির মনে প্রশ্নটা এল- আচ্ছা, ভ্যানকাকু, লাল লাইট জ্বললে দাঁড়িয়ে যাও কেন?প্রশ্নটা শুনে ভ্যানকাকু একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। তারপর একটু ভেবে, উত্তর দিলেন- ‘আরে তিন্নি মা, ওটাতে আমাদের থামতেই হয়। সকলেই থামে। পথেঘাটে এমন লাল আলো মানে সামনে বিপদের সম্ভাবনা। তাই সাবধানে, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সবুজ আলো না জ্বলা পর্যন্ত।’
তিন্নির মনের প্রশ্নটা প্রায় শান্ত হয়েই আসছিল।
ঠিক তখনই পাশ থেকে কালো রংয়ের একটি বড় গাড়ি সিগন্যালের লাল আলো উপেক্ষা করে চলে গেল।
বিল্টু অবাক হয়ে বলল, ‘তাহলে ওই গাড়িটা চলে গেল যে, ওর কি বিপদের ভয় নেই!’
২
ভ্যানকাকু গম্ভীর গলায় বললেন, ‘ভয় তো আছে বিল্টু, কিন্তু সবাই যে ভয় পায়, তা নয়। কেউ কেউ ভাবে, আজ কিছু হবে না। কিন্তু বিপদ তো আর বলেকয়ে আসে না।’
তিন্নি জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎই জোরে ব্রেকের শব্দ, লোকজনের চ্যাঁচামেচি। কালো গাড়িটা হড়কে পড়েছে। যদিও তেমন কিছু হয়নি।
ভ্যানকাকু শান্তভাবে বললেন, ‘দেখলে? নিয়ম মানা মানে শুধু আইন মানা নয়, নিজের আর অন্যের জীবনকেও সম্মান করা।’
সবুজ আলো জ্বলে উঠল। ভ্যানটা ধীরে এগিয়ে নিলেন ভ্যানকাকু।
তিন্নি মনে মনে ভাবল, লাল লাইট শুধু রাস্তায় নয়, জীবনের অনেক জায়গাতেই থাকে।
সেখানেও একটু থামলে হয়তো বড় কোনও বিপদের থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।
বিল্টু ফিশফিশ করে বলল, ‘ভ্যানকাকু, আজ থেকে আমি আর কখনও লাল লাইট নিয়ে হাসাহাসি করব না।’ ভ্যানকাকু হেসে মাথা নাড়লেন। শীতের কুয়াশার ভেতর দিয়ে ভ্যানটি নিরাপদে স্কুলের পথে এগিয়ে যেতে লাগল।

(১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com)

কবিতা

শীত গীত

শুভব্রত লাহিড়ী

শীত নিয়ে এক গীত লিখেছি
আয় কে গাবি আয়
শীতের চাদর মিষ্টি আদর
মাখবি যদি গায়।

শিশির ভেজা ঘাসের পালক
আদর ভরা চোখে
তাকিয়ে আছে তোদের দিকে
রোদের ছায়া মেখে।

শির শির শির হাওয়ার মায়া
গুন গুন গুন সুরে
ডাকছে এসো ছুট্টে সবাই
কাছে পাশে দূরে।

ফুলে ফলে নদীর জলে
ভালোবাসার ছায়া
নলেন গুড়ের প্রাণ মাতানো
ঘ্রাণের চির মায়া।

পিঠেপুলি সরুচাকলি
প্যাটিস-পটার স্বাদ
জিভের জলে মাখামাখি
লজ্জা শরম বাদ-

দিয়ে এসো শীতের আসর
গীতের গমক তুলি
সবাই মিলে ফিস্টি করি
মিষ্টি এ দিনগুলি।

কবিতার জন্ম

অন্তরা মণ্ডল

অনেকদিন না লিখতে লিখতে
ছন্দের আশপাশে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে থাকে
শব্দের কোলাহল,
মস্তিষ্কে জমাট বাঁধা ভাবনারা করাঘাত করে,
শূন্য নদীর বুকে সে একফালি শিল্পের ডিঙি।
শব্দ আর ছন্দের মাঝখানে বার্লিন দেওয়াল ভেঙে গেলেই
আবার একটা কবিতা লেখা শুরু হবে,
কলমের শীতঘুম চিরে শব্দ শোবে ছন্দের পাশে,
ছন্দ আর শব্দের সংগমেই তো জন্ম নেবে নতুন একটা কবিতা।
অবৈধতা ঘুচে
জরায়ু চিরে বেরিয়ে আসা পংক্তিরা পাবে
সামাজিক স্বীকৃতি।

সহস্র বছর পর চৌরাস্তার মোড়ে যদি প্রলয় নামে, তবে
সেই প্রলয়ের বুকেই আমি দেব গভীর ঘুম।

নিঃশব্দ আগুন

নিতাই দাস

প্রেম আসে মরমি বাতাসের আগে,
একটা অনুচ্চারিত স্পর্শে কেঁপে ওঠে ভেতর।
অভিমান রেখে চলে যায় প্রেমিকা-
তবু তার ছায়া থাকে,
যেন চোখের ভেতর আটকে থাকা আলো।

প্রেমের দাগ মুছে যায় না,
হৃদয়ের গোপন কোণে
নিঃশব্দ আগুন হয়ে জ্বলে সে আজও।
একটা অসুখ-
যা শুধু আমার সঙ্গে বেঁচে থাকে প্রতিদিন।

রাতের নীরবতায় স্পর্শ করে ছায়া,
স্মৃতির মৃদু জ্বালা ছুঁয়ে যায় চোখে,
একটি হাসি, একটি ছোঁয়া-
আজও জোনাকির মতো জ্বলে
হৃদয়ের গভীর অন্ধকারে।

বিষাদসিন্ধু

অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায়

বিষাদের সিন্ধুজলে অবগাহন করেছি
শূন্যতায় ছুঁয়েছি তোমাকে,
খুঁজেছি বাতাসের ঢেউয়ে
আর জলের কলতানে।
হৃদয়ের গভীরে আহ্বান করেছি,
আর দেখেছি ভাঙা-স্বপ্নের স্নিগ্ধ পেলবতায়।

খুঁজেছি, খুঁজেছি আর সিক্ত করেছি অশ্রুজলে,
শূন্যতায় ছুঁয়েছি তোমাকে।

আবার বিষাদের সিন্ধু-তটে বসেছি,
আর ডুবেছি ঘন তিমিরে।

জয়ের হ্যাটট্রিকে আজ সিরিজে চোখ সূর্যদের

সঞ্জু রানে ফিরলে ষোলোকলা পূরণ

গুয়াহাটি, ২৪ জানুয়ারি : নাগপুর, রায়পুরের পর কি গুয়াহাটি?

ভারতীয় দলের সামনে হ্যাটট্রিক জয়ের হাতছানি। সুযোগ বিশ্বকাপের আগে শেষ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ পকেটে পুরে আত্মবিশ্বাসের পারদ চড়িয়ে নেওয়ার। রবিবার যে লক্ষ্য নিয়ে চলতি টি২০ সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি টিম ইন্ডিয়া।

নাগপুরে প্রথম ম্যাচে অভিষেক শর্মার ঝোড়ো ব্যাটিং জয়ের স্ক্রিপ্ট লিখেছিল। শুক্রবার রায়পুরে ব্যাটন ঈশান কিষানের হাতে। শুরুতে অভিষেক-সঞ্জু স্যামসন ফিরে যাওয়ার চাপ সরিয়ে বিধ্বংসী ব্যাটিং। দল ও সমর্থকদের স্বস্তি দিয়ে ফের '৩৬০ ডিগ্রি' মেজাজে সূর্যকুমার যাদবও।

ঈশান-সূর্যের যে আগ্রাসী মেজাজের কোনও জবাব ছিল না নিউজিল্যান্ডের বোলারদের কাছে। আগামীকাল? সিরিজ জয়ের লক্ষ্যপূরণে কি নতুন কাউকে দেখা যাবে ম্যাচ উইনারের ভূমিকায়? বিশ্বকাপের আগে চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্বে সেদিকেও চোখ হেডস্যর গৌতম গম্ভীরের।

ঘরের মাঠে প্রথমবার ওডিআই সিরিজ হারের পর টি২০ কিছুটা হলেও বদলার মঞ্চ। জবাবি সিরিজের জন্য বিশ্বকাপের টিম কম্বিনেশন দেখে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। সূর্যর ফর্মে ফেরা এবং ২০২৩-এর পর প্রত্যাবর্তন করা ঈশানের গতকালের ইনিংসে ব্যাটিং চিন্তা অনেকটাই দূর।

চোট সারিয়ে চতুর্থ ম্যাচে তিলক ভার্মার ফেরার কথা। তিলক ফিরলে মিডল অর্ডার আরও শক্তিশালী হবে। গতকালের ম্যাচের পর ব্যাটিং নিয়ে সেই স্বস্তির ঝলক সূর্যের কথায়। ভারত অধিনায়ক বলেছেন, ব্যাটারদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আছে নিজের মতো করে খেলার। রায়পুরে ব্যাটিং ইউনিট হিসেবে সেটাই করে দেখিয়েছে ব্যাটাররা।

ম্যাচের সেরা ঈশানের ওপর অবশ্য কিছুটা ক্ষুব্ধ সূর্যকুমার! মজার অভিযোগ, পাওয়ার প্লে-তে সূর্যকে খেলার সুযোগই দেননি তরুণ সতীর্থ! কার্যত একাই প্রথম ৬ ওভারে কিউয়ি বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করেন। তবে ওই সময় পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বাড়তি সময় পেয়ে গিয়েছিলেন সূর্য। পরে যা কাজে লাগিয়ে ঝড় তুলতে সুবিধা হয়েছে।

গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে আগামীকাল সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে অভিষেক, ঈশান, সূর্যদের ব্যাটিং দাপটে ব্রেক লাগানোই আপাতত পয়লা নম্বর লক্ষ্য কিউয়ি শিবিরের। মিচেল স্যান্টনার তো রাখঢাক না করেও বলে দিলেন, যেভাবে ঈশান-সূর্য প্রহার করছিল, তিনশোও বোধহয় নিরাপদ ছিল না!

ম্যাট হেনরি, জ্যাকব ডাফি কিন্তু প্রথম ৭ বলে সঞ্জু, অভিষেককে ফিরিয়ে ভালো শুরু দিয়েছিলেন। কিছুটা অবাক করেই প্রথম স্পেলে হেনরিকে দ্বিতীয় ওভার

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড
তৃতীয় টি২০
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : গুয়াহাটি
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

দেননি স্যান্টনার। প্রাক্তন কিউয়ি পেসার সাইমন ডুল যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তবে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি, কম্বিনেশন, পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই রকম পদক্ষেপ অস্বাভাবিক নয়।

নিউজিল্যান্ডের কাছে সিরিজের প্রতিটি ম্যাচ কার্যত ভারতের আবহাওয়া যত দ্রুত সম্ভব মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ। সিরিজের বাকি তিন ম্যাচ খেলেও বিশ্বকাপ অভিযানে পা রাখবে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। প্রতিটি ম্যাচ, প্রতিটি পারফরমেন্স তাই দলগত, ব্যক্তিগতভাবেও বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। স্যান্টনারের বিশ্বাস, বিশ্বকাপের জন্য একশো ভাগ প্রস্তুতি তাঁরা সেরে ফেলতে পারবেন।

বিশ্রাম কাটিয়ে বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামের রবিবাসরীয় দ্বৈরথে সম্ভবত ফিরছেন জসপ্রীত বুমরাহ। হর্ষিত, হার্দিকরা দ্বিতীয় ম্যাচে বল হাতে সফল। কুলদীপ যাদব-বরুণ চক্রবর্তীর স্পিন যুগলবন্দি সম্পদ হয়ে উঠতে পারে বিশ্বকাপে। তবে ভারতীয় থিংকট্যাংককে চিন্তায় ফেলেছে ওয়াশিংটন সুন্দরের পর স্পিন-অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেলের চোট।

প্রথম ম্যাচে নিজের বলে ফিল্ডিংয়ের সময় আঙুলে চোট পান। রায়পুরে বিশ্রামে ছিলেন। আগামীকাল খেলানোর ঝুঁকি হয়তো নেবে না থিংকট্যাংক। ব্যাটিং গভীরতা বাড়াতে বিশ্বকাপে অক্ষরের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। পেস ব্রিগেডে অবশ্য দুই অলরাউন্ডার হার্দিক, শিবমের ব্যাটিং ভরসা জোগাচ্ছে।

প্রথম ম্যাচে হার্দিক তো গতকাল পাঁচ নম্বরে নেমে পাওয়ার হিটিংয়ের নমুনা রেখেছেন শিবম। ২০২৪ বিশ্বকাপের ফাইনালে কার্যকর ইনিংস খেলেছিলেন। ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু বিশ্বকাপে শিবমের যে দক্ষতাকে কাজে লাগাতে চাইছেন গম্ভীররাও। শিবম ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বোলিংয়ে ষষ্ঠ বোলারের দায়িত্বটা সামলাতে চান। বলে দিলেন, বোলিং নিয়ে খাটছেন।

দলগত ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য সাজঘরের পরিবেশকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। শিবমের দাবি, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাফল্যকে উপভোগ করছে। যার প্রতিফলন মাঠের মধ্যে। শিবম নিজেও যেমন প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন ঈশান ও সূর্যকে। বলেছেন, 'অবিশ্বাস্য ব্যাটিং। ঈশানের ইনিংসটা একেবারে অন্যরকম। গত ম্যাচে অভিষেক, এদিন ঈশান। আর সূর্য বোঝাল, কেন টি২০ ফরম্যাটে ওকে সেরা বলা হয়।'

> অবিশ্বাস্য ব্যাটিং। ঈশানের ইনিংসটা একেবারে অন্যরকম। গত ম্যাচে অভিষেক, এদিন ঈশান। আর সূর্য বোঝাল, কেন টি২০ ফরম্যাটে ওকে সেরা বলা হয়।
> **-শিবম দুবে**

সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটের দিকে রবিবারও তাকিয়ে থাকবে টিম ইন্ডিয়া।

নতুন লক্ষ্যে। আইপিএলের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

সামির পাঁচে লক্ষ্যের দোরগোড়ায় বাংলা

বাংলা-৫১৯ সার্ভিসেস-১৮৬ ও ২৩১/৮ (তৃতীয় দিনের শেষে)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : রনজি ট্রফির নকআউটে টিকিট নিশ্চিত করতে আর মাত্র ২ উইকেট প্রয়োজন বাংলার। প্রথম দুইদিনে ব্যাটারদের হাত ধরে দাপট দেখিয়েছে লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। মহম্মদ সামির নেতৃত্বাধীন বোলিং ব্রিগেডের সৌজন্যে যে রাশ আরও শক্ত।

শনিবার তৃতীয় দিনে প্রতিপক্ষকে ফলো অন করানোর পর দ্বিতীয় ইনিংসে সার্ভিসেসের

৫ উইকেট নেওয়া মহম্মদ সামিকে অভিনন্দন সতীর্থদের।

৮ উইকেট তুলে নিয়েছে বাংলা। সামির পাঁচ শিকারের ধাক্কায় দিনের শেষে সার্ভিসেসের স্কোর ২৩১/৮। ইনিংস হার বাঁচাতে এখনও দরকার ১০২ রান।

আগামীকাল চতুর্থ তথা শেষদিনে দ্রুত অবশিষ্ট দুই উইকেট তুলে নিতে পারলে রনজির নক আউটের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলবে অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। হরিয়ানার বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে নামার আগে দ্রুত প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ করে নেওয়া সময়ের অপেক্ষামাত্র।

গতকালের ১২৬/৮ থেকে এদিন ১৮৬ রানে সার্ভিসেসের প্রথম ইনিংস গুটিয়ে যায়। চার উইকেট নেন সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। সামি ও আকাশ দীপের ঝোলায় যথাক্রমে ২ ও ৩টি করে উইকেট। সার্ভিসেসের দ্বিতীয় ইনিংসেও পরিস্থিতি বদলায়নি।

নতুন বলেই প্রতিপক্ষকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেওয়ার কাজ শুরু করে দেন সামি। প্রথম স্পেলে দুই শিকার। মুকেশ কুমার নেন একটি উইকেট। যার সুবাদে ১৭/৩ স্কোর হয়ে যায় সার্ভিসেসের। চতুর্থ উইকেটে মোহিত আহলাওয়াত (৬২) ও অধিনায়ক রজত পালিয়াল (৮৩) কিছুটা লড়াই চালান। শেষপর্যন্ত মোহিতকে আউট করে জুটি ভাঙেন মুকেশ কুমার (৪২/২)। প্রতিপক্ষ অধিনায়ককে ফেরান সামি।

দ্বিতীয় ইনিংসে ৫১ রানের বিনিময়ে ৫ উইকেট তুলে নিয়ে ভারতীয় নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্টকে আবারও বার্তা দিলেন সামি। সবমিলিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৪ বার ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিলেন তারকা পেসার।

এর আগে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিশতরানের সুবাদে প্রথম ইনিংসে বাংলা ৫১৯ রান তোলে। জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে সার্ভিসেসের স্কোর ছিল ১২৬/৮। এদিন বাকি দুই উইকেট তুলে নেন শাহবাজ আহমেদ ও সুরজ। আগামীকাল ম্যাচ ও রনজি ট্রফির নক আউট পর্বে পৌঁছোতে সেই দুই উইকেটই প্রয়োজন বাংলার।

আজ দিনের শেষে সার্ভিসেসের হয়ে জয়ন্ত গোয়াত (১৬) ও আদিত্য কুমার (২২) অপরাজিত আছেন। শেষ দিনে জুটি কতক্ষণ প্রতিরোধ বজায় রাখে সেটাই এখন দেখার। দিনের শেষে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা জানান, হাতে বল মানে সামি দুরন্ত। তবে কাজ শেষ হয়নি। কাল দ্রুত শেষ দুই উইকেট তুলে নিতে চান।

চুক্তিতে কোপ রোকোর

কারণ ব্যাখ্যায় বোর্ডের সচিব

গুয়াহাটি, ২৪ জানুয়ারি : নতুন বার্ষিক চুক্তিতে 'কোপ' পড়তে চলেছে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির ওপর। দুইজনের 'এ প্লাস' ক্যাটিগোরিই তুলে দিচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড! ফলে চুক্তির অঙ্কেও কাটছাঁট হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটের বর্তমান দুই মহাতারকার।

বিরাট-রোহিতদের এই 'পদাবনতির' কারণ এদিন ব্যাখ্যা করলেন বোর্ড সচিব দেবজিৎ শইকিয়া। তিনি বার্ষিক চুক্তি নিয়ে এদিন বলেন, 'শীঘ্রই বিসিসিআই চুক্তির নতুন পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আনবে। যেখানে আমরা একটা ক্যাটিগোরি না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। 'এ প্লাস' ক্যাটিগোরিতে যাঁরা থাকার যোগ্য, তারা এখন কেউ তিন ধরনের ফরম্যাট খেলে না। সর্বোচ্চ এই গ্রেডের জন্য যে যোগ্যতামান রাখা হয়েছে, তারা এই মুহূর্তে পূরণ করছে না। তাই বার্ষিক চুক্তি থেকে 'এ প্লাস' তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

গত বছর চারটি ক্যাটিগোরি ছিল। 'এ প্লাস' (৭ কোটি টাকা), 'এ' (৫ কোটি টাকা), 'বি' (৩ কোটি টাকা) ও 'সি' (১ কোটি টাকা)। সর্বোচ্চ গ্রেডে ছিলেন মোট চারজন—রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবীন্দ্র জাদেজা ও জসপ্রীত বুমরাহ। রোহিত, বিরাট এখন শুধু টি২০ খেলছেন। জাদেজা টি২০ থেকে অবসর নিয়েছেন। যেখানে 'এ' প্লাস ক্যাটিগোরির মাপকাঠি তিন ফরম্যাটে খেলতে হবে। জসপ্রীত বুমরাহ যে শর্ত পূরণ করলেও মাত্র ১ জনের জন্য একটা ক্যাটিগোরি রাখতে চাইছে না বোর্ড।

সচিব দেবজিৎ সইকিয়া সেকথা তুলে ধরে বলেন, 'যাঁরা সর্বোচ্চ গ্রেডে ছিলেন, তাদের বেশিরভাগই এখন তিন ফরম্যাট খেলে না। একজনের জন্য একটা ক্যাটিগোরি রাখা যায়নি। ন্যূনতম সংখ্যক ক্রিকেটার প্রয়োজন। তাই সর্বোচ্চ গ্রেড তুলে দেওয়া হচ্ছে। এনিয়ে ক্রিকেটারদের আঘাত পাওয়ার কিছু নেই।'

> যাঁরা সর্বোচ্চ গ্রেডে ছিলেন, তাদের বেশিরভাগই এখন তিন ফরম্যাট খেলে না। একজনের জন্য একটা ক্যাটিগোরি রাখা যায়নি। ন্যূনতম সংখ্যক ক্রিকেটার প্রয়োজন। তাই সর্বোচ্চ গ্রেড তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়ে ক্রিকেটারদের আঘাত পাওয়ার কিছু নেই।
> **-দেবজিৎ সইকিয়া**
> বিসিসিআই সচিব

তিন ফরম্যাট খেলার পরও গ্রেডে অবনতির কারণে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বেন বুমরাহ। যা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার করার কথা ভাবছে বিসিসিআই। ক্যাটিগোরি পরিবর্তনে বুমরাহর যাতে আর্থিক ক্ষতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন দেবজিৎ সইকিয়া।

টেস্ট দলে ডাক পেলেন প্রতীকা

মুম্বই, ২৪ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের জন্য ভারতীয় মহিলা দলে সুযোগ পেলেন ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল।

আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে একটি টেস্ট ম্যাচ খেলবেন হরমনপ্রীত কাউররা। ৬ মার্চ থেকে পারথে ম্যাচটি খেলার কথা। এই ম্যাচের জন্য শনিবার ১৫ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতীকা রাওয়াল, বৈষ্ণবী শর্মা সহ সাতজন নতুন মুখকে টেস্ট দলে রাখা হয়েছে।

গত বিশ্বকাপের মাঝপথে চোট পেয়ে দল থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন প্রতীকা। তারপর জাতীয় দলে আর দেখা যায়নি। অজিদের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ দিয়ে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে তাঁর। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্টে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন হরমনপ্রীত। তাঁর ডেপুটি হিসেবে থাকবেন স্মৃতি মান্ধানা। প্রথম পছন্দের উইকেটরক্ষক হিসেবে রিচা ঘোষ দলে রয়েছেন। তাঁর ব্যাকআপ হিসেবে উমা ছেত্রীকে দলে রাখা হয়েছে।

এদিন একই সঙ্গে এসিসি রাইজিং স্টার এশিয়া কাপের জন্য দল ঘোষণা করা হয়েছে। স্পিনার রাধা যাদব এই দলকে নেতৃত্ব দেবেন।

ভারতীয় দল
হরমনপ্রীত কাউর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, জেমিমা রডরিগজ, প্রতীকা রাওয়াল, হার্লিন দেওল, রিচা ঘোষ, দীপ্তি শর্মা, স্নেহ রানা, রেণুকা সিং ঠাকুর, আমনজ্যোৎ কাউর, উমা ছেত্রী, ক্রান্তি গৌড়, বৈষ্ণবী শর্মা ও সায়ালি সাতঘারে।

আজ জয়ের হ্যাটট্রিকে চোখ বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে জয় ভুলে বাংলা ফুটবল দলের চোখ এবার রাজস্থান ম্যাচে। লক্ষ্য জয়ের হ্যাটট্রিক।

সন্তোষ ট্রফির প্রথম দুই ম্যাচে জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেও বাংলা দলের কোচ সঞ্জয় সেনকে চিন্তায় রাখতে পারে উত্তরাখণ্ড ম্যাচের পারফরমেন্স। প্রথম ম্যাচে জয় এসেছিল সহজেই। তবে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ম্যাচে শেষ মুহূর্তে নরহরি শ্রেষ্ঠা পরিত্রাতা হয়ে না দাঁড়ালে বিপদে পড়তে হত বাংলাকে।

যদি কোনওভাবে একটা ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট হয়ও তা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নন বঙ্গ ব্রিগেডের কোচ। বরং উত্তরাখণ্ড ম্যাচের পর সঞ্জয় সেন বলেছেন, 'একটা ড্র করলে বা হারলেও আমাদের মাথায় যে আকাশ ভেঙে পড়বে এমনটা নয়। তবে জেতার অভ্যাস তৈরি হওয়া ইতিবাচক দিক।' তিনি আরও বলেছেন, 'সবদিন সমান যায় না। পারফরমেন্সে ওঠা-নামা থাকে। প্রথম ম্যাচে দ্রুত গোল পেয়ে যাওয়ায় জয়ের পথটা কিছুটা মসৃণ হয়ে গিয়েছিল।'

রাজস্থান ম্যাচটা আরও কঠিন হবে বলে মনে করছেন সঞ্জয়। বলেছেন, 'ওরা প্রতিপক্ষের খেলার ছন্দ নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করে। এই ম্যাচটায় ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে ছেলেদের। উত্তরাখণ্ড ম্যাচের থেকেও কাজটা আরও কঠিন হবে বলে আমার ধারণা।' চোটের জন্য গত ম্যাচে মাঠে নামতে পারেননি উত্তম হাঁসদা। শুরু করেছিলেন সুময় সোম। এই ম্যাচে প্রথম একাদশে খুব বেশি পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম।

এদিকে রবিবার রাজস্থানকে হারাতে পারলে সন্তোষ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের পথে অনেকটাই এগিয়ে যাবে সঞ্জয়ের বাংলা।

বোটিক ভ্যান ডে জান্ডস্কুপের বিরুদ্ধে ম্যাচের মাঝে পায়ের শুশ্রূষায় নোভাক জকোভিচ।

গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন সিনার ■ প্রি-কোয়ার্টারে ইউকিরা

গ্র্যান্ড স্ল্যামে ৪০০তম ম্যাচ জয় জকোভিচের

মেলবোর্ন, ২৪ জানুয়ারি : চলতি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নতুন ইতিহাস রচনা সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচের।

শনিবার পুরুষদের সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে মেলবোর্নের রড লেভার এরিনায় জকোভিচ ৬-৩, ৬-৪, ৭-৬ (৭/৪) গেমে হারিয়েছেন নেদারল্যান্ডসের বোটিক ভ্যান ডে জান্ডস্কুপকে। এই ম্যাচ জয়ের ফলে বিশ্বের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে গ্র্যান্ড স্ল্যাম প্রতিযোগিতায় ৪০০টি ম্যাচ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

এদিকে পরের রাউন্ডে উঠেছেন প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই জানিক সিনার। বিশ্বের ৮৫ নম্বর এলিয়ট স্পিজ্জিরিকে ৪-৬, ৬-৩, ৬-৪, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন তিনি। তবে তৃতীয় সেটের খেলা চলাকালীন প্রবল গরমে সিনার অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে নিয়ম অনুযায়ী, ম্যাচ সাময়িক বন্ধ রাখা হয়। টেনিস কোর্টের ছাদ ঢেকে ভিতরে বাতাস সঞ্চালন করে পুরো টেনিস কোর্ট ঠান্ডা করা হয়। সাময়িক বিরতির পর খেলা চালু হলে স্বমেজাজে দেখা যায় সিনারকে।

এদিকে মহিলাদের সিঙ্গলসে প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই ইগা সোয়াইতেক ৬-১, ১-৬, ৬-১ গেমে হারিয়েছেন কালিনস্কায়াকে। তবে চোটের কারণে প্রতিযোগিতা থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন নাওমি ওসাকা।

পুরুষদের ডাবলসে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন ভারতের ইউকি ভ্রামরি। সুইডেনের আন্দ্রে গোরানসনকে নিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে তিনি ৪-৬, ৭-৬ (৫/৭), ৬-৩ গেমে হারিয়ে দেন মেক্সিকোর সান্তিয়াগো গঞ্জালেজ ও নেদারল্যান্ডসের ডেভিড পেলকে। এই ম্যাচটিও প্রবল গরমের কারণে মাঝে ৪ ঘণ্টা বন্ধ ছিল।

সহজ জয়ের অপেক্ষায় মুম্বই, ঝাড়খণ্ডও

হায়দরাবাদ, ২৪ জানুয়ারি : তৃতীয় দিনের শেষে জয় থেকে তিন উইকেট দূরে দাঁড়িয়ে মুম্বই।

রনজি ট্রফির ম্যাচে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শুরুতে ব্যাট করে রানের পাহাড় গড়েছে মুম্বই। প্রথম ইনিংসে ৫৬০ রান করে তারা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে হায়দরাবাদের ইনিংস শেষ হয় ২৬৭ রানে। ফলো-অন দিয়ে নিজামের দলকে ফের ব্যাট করতে পাঠায় মুম্বই।

দ্বিতীয় ইনিংসেও ধারাবাহিক ব্যবধানে উইকেট খুইয়ে চাপে পড়ে গিয়েছে হায়দরাবাদ। তৃতীয় দিনের শেষে তাদের স্কোর ৭ উইকেটে ১৬৬। এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৪৩ রান করেছেন কোডিমেলা হিমাতেজা। এছাড়া ৩০ রান করে উইকেটে রয়েছেন চামা মিলিন্দ। মুম্বইয়ের পক্ষে ৩টি করে উইকেট নেন মুশির খান ও মোহিত আভাস্তি। ইনিংসে হার বাঁচাতে হলেও এই জায়গা থেকে আরও ১২৭ রান করতে হবে হায়দরাবাদকে। যা বেশ কঠিন তাদের জন্য।

রনজির অন্য ম্যাচে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে সহজ জয়ের অপেক্ষায় রয়েছে ঝাড়খণ্ডও। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ৬ উইকেটে ৫৬১ রান করে ডিক্লেয়ার দেয় ঝাড়খণ্ড। সেখানে প্রথম ইনিংসে ১৭৬ রান করে উত্তরপ্রদেশ। ফলো-অন নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে তাদের অবস্থা আরও বেহাল। তৃতীয় দিনের শেষে ৬৯ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে কার্যত হিমঘরে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ। ঝাড়খণ্ডের থেকে ৩১৬ রানে পিছিয়ে তারা। এই পরিস্থিতিতে লজ্জাজনক হার থেকে রক্ষা পাওয়া উত্তরপ্রদেশের জন্য শুধু কঠিন নয়, একরকম অসম্ভবও বটে।

জামশেদপুরের নয়া কোচ কোয়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : হেড কোচের পদ থেকে সরতে হচ্ছে স্টিভেন ডায়াসকে। স্টিল সিটির দলের দায়িত্ব নিতে আসছেন একসময় তাদের চ্যাম্পিয়ন করা কোচ ওয়েন কোয়েল ও তাঁর সহকারী স্যান্ডি স্টুয়ার্ট।

দুই কোচের এদিনই জামশেদপুরে এসে পৌঁছানোর কথা। তবে এখনও জানা যায়নি, এই প্রাজ্ঞ কোচের সঙ্গে জামশেদপুর এফসি-র কতদিনের চুক্তি। নিশ্চিতভাবেই শুধুমাত্র এই মরশুমের জন্যই আসছেন না তাঁরা। এদিকে, ইতিমধ্যেই স্টিভেন দল নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। তিনি আপাতত থাকছেন সহকারী হিসেবেই। দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সব বিদেশিই। প্রসঙ্গত জামশেদপুরই প্রথম দল যারা ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলার জন্য হ্যাঁ বলে এবং তারা নিজেদের গত মরশুমের ৬ বিদেশিকেই ধরে রাখতে পেরেছে। বিদেশি কোটা পূর্ণ করার পথে ইন্টার কাশীও। গোলরক্ষকের পর এবার মিডফিল্ডার সার্জিও লামাস, উইং হাফ উইলফ্রেড প্লানাস ও ডিফেন্ডার ডেভিড হুমানসকে সই করিয়ে মোটামুটিভাবে বিদেশি কোটা পূর্ণ করে নিল।

তবে এফসি গোয়া এবার নতুন কোনও বিদেশি সই করাচ্ছে না। তবে প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছেন সন্দেশরা। গোয়া অধিনায়ক নিজেই সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে লেখেন, 'অবশেষে'। গোয়ার মতো একই অবস্থা মুম্বই সিটি এফসি-রও। এদিকে, ওডিশা এফসি-র ইশাক রালতেকে নেওয়ার বিষয়ে অনেকটাই এগিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। যদিও সরকারিভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

আইএসএলে নামতে মুখিয়ে মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : প্রস্তুতি ম্যাচ জিতে সন্তুষ্ট নয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। আইএসএলে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন তারা। শনিবার প্রস্তুতি ম্যাচে ইয়ং ইউনাইটেডকে ৮-০ গোলে হারিয়েছে মোহনবাগান। জোড়া গোল করেন সাহাল আব্দুল সামাদ ও জেসন কামিংস। বাকি গোল গুলি করেন দিমিত্রি পেত্রাতোস, রবসন রবিনহো, জেমি ম্যাকলারেন ও লিস্টন কোলাসো। এদিন ম্যাচের প্রথমার্ধে চারটি গোল করে মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধে আরও চারটি গোল করে তারা। এদিন হালকা চোট থাকায় অনিরুদ্ধ থাপা ও আশিস রাইকে প্রস্তুতি ম্যাচে খেলানো হয়নি। এই দুজন ছাড়া বাকি সবাইকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলান মোহনবাগান কোচ সের্জিও লোবেরা। ম্যাচের পর তিনি বলে গেলেন, 'প্রতি সপ্তাহে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছি এবং বড় ব্যবধানে জিতছি। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছি না। প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলতে হবে।' কোচের সুরে সুর মিলিয়ে একই কথা বলে গেলেন অজি তারকা জেসন কামিন্স। গত সপ্তাহে প্রস্তুতি ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। এদিন জোড়া গোল করেছেন তিনি।

> প্রতি সপ্তাহে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছি এবং বড় ব্যবধানে জিতছি। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছি না। প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলতে হবে।
> **-সের্জিও লোবেরা**

KHOSLA ELECTRONICS

এই প্রথম বার KHOSLA নিয়ে এলো **DOUBLE DISCOUNT,** EMI এর ওপর DISCOUNT এবং PRODUCT এর ওপরেও DISCOUNT

KHOSLA ELECTRONICS
COST TO COST OFFER

0 DOWN PAYMENT | 1 EMI OFF | 36 MONTHS EMI | ₹500 EMI STARTS

প্রতিটি EMI -তে
10% ছাড়!!
গ্যারান্টিড
পুরনো AC# -তে
₹10,000
EXCHANGE অফার

Upto 80% DISCOUNT

Upto ₹45,000 CASH BACK | Upto ₹45,000 EXCHANGE OFFER | BUY 1 GET 1 FREE

LED TV

LG SAMSUNG SONY KGA Haier LLOYD Hisense

UPTO 58% DISCOUNT

100 QLED EMI ₹ 4,545

75 QLED EMI ₹ 4,545 | 55 4K UHD EMI ₹ 3,388 | 65 QLED EMI ₹ 3,112 | 43 SMART LED EMI ₹ 1,633

32 LED Starting Price ₹ 8,990*

AIR CONDITIONER

5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY* | FREE FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹2,500*

GURANTEED 50% DISCOUNT ON ALL BIG BRANDS

1.5 Ton 3* INV EMI ₹ 2,124 | 1.5 Ton 5* INV EMI ₹ 2,333 | 2 Ton 3* INV EMI ₹ 2,525

REFRIGERATOR

LG SAMSUNG Godrej Whirlpool Haier LLOYD Panasonic IFB BOSCH BLUE STAR

UPTO 41% DISCOUNT

FREE SAFARI Trolley Bag worth ₹10,500
600 Ltr. SBS EMI ₹ 2,525

FREE 2 Jar 500 watt Mixi worth ₹4,999
330 Ltr. DD EMI ₹ 2,916

FREE 2 Jar 500 watt Mixi worth ₹4,999
187 Ltr. SD EMI ₹ 922

WASHING MACHINE

SAMSUNG LG BOSCH IFB Whirlpool LLOYD Godrej Panasonic Haier SIEMENS

UPTO 50% DISCOUNT

8 Kg. Front Load EMI ₹ 2,416 | 7 Kg. Top Load EMI ₹ 1,399
8 Kg. Semi Auto EMI ₹ 958

FREE 1000 Watt Iron Worth ₹ 1,200

MOBILE

FREE BOAT NECKBAND OR CROSS BAGPACK OR REALME EARBUDS

iPhone

iPhone 17 Pro (256GB) ₹ 1,30,900 EMI ₹ 11,242 Cashback ₹ 4,000

Buy any apple product and get an assured gift
Offer valid from 19th till 26th January

SAMSUNG vivo oppo realme mi

S25 Ultra (256GB) ₹ 1,11,990* EMI ₹ 9,325

V 60 (12/256GB) ₹ 40,999* EMI ₹ 2,278 Cashback ₹ 3,000

RENO 15 (8/256GB) ₹ 42,399* EMI ₹ 2,611 Cashback ₹ 4,600

16 PRO (8/256GB) ₹ 31,999* EMI ₹ 1,899 Cashback ₹ 2,000

NOTE 15 (8/256GB) ₹ 21,999* EMI ₹ 1,667 Cashback ₹ 3,000

LAPTOP

FREE GAMING WIRED KEYBOARED + MOUSE worth ₹1,999

DELL Technologies

Core i3 16GB Ram/ 512GB SSD/Win 11+OFC 24 ₹ 44,990* EMI ₹ 3,749

ASUS

Core i3 8GB Ram/ 512GB SSD/Win 11+OFC 24 ₹ 39,900* EMI ₹ 3,325

hp

i5, 16GB RAM, 512GB SSD, 3050A 4GB Graphics Win 11 + MSO 24 ₹ 72,900 EMI ₹ 6,083

BUY 1.5 TON 3* INVERTER AC

BUY 1 GET 1 FREE

FREE 32 SMART LED TV worth ₹ 24,999

COST PRICE ₹ 35,990 EMI ₹ 2,999 | DISCOUNT 50%

BUY 240 L FF

BUY 1 GET 1 FREE

FREE 20 Ltr. MICROWAVE OVEN worth ₹ 8,499

COST PRICE ₹ 25,990 EMI ₹ 2,166 | DISCOUNT 42%

BUY 55" QLED GOOGLE TV

BUY 1 GET 1 FREE

FREE SOUND BAR worth ₹ 19,999

COST PRICE ₹ 41,990 EMI ₹ 3,499 | DISCOUNT 60%

BUY 20 Ltr. MICROWAVE OVEN

BUY 1 GET 1 FREE

FREE CHOPPER worth ₹ 695

COST PRICE 20 Ltr. ₹ 5,490 25 Ltr. ₹ 6,990 | DISCOUNT 40%

BUY CHIMNEY

BUY 1 GET 1 FREE

FREE 2BB Glass Cooktop worth ₹ 5,190
1400 Suc, 60 cm Auto Clean with Touch & Motion Sensor

COST PRICE ₹ 14,990 EMI ₹ 1,249 | DISCOUNT 57%

BUY WATER PURIFIER

RO + UV 2X

BUY 1 GET 1 FREE

FREE STAINLESS STEEL BOTTLE worth ₹ 1,399

COST PRICE ₹ 13,999 EMI ₹ 1,167 | DISCOUNT 55%

BLUE STAR

GET MORE THAN COOLING WITH BLUE STAR

60 MONTHS

WARRANTY OFFER

On The Purchase Of Any Split AC Up To 2.2 Ton

Worth ₹9,800*

Gas Charging Applicable For 1st Year Only

EMI ₹2400 Fixed EMI* | ₹ 8/0 Finance Offer* | Cash Back up to – 4000/-*

Limited Period Offer*

*T&Cs Apply. Offer Valid On Residential Installations Only.

Please scan the QR code for T&Cs.

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda

Easy Finance by BAJAJ FINSERV IDFC FIRST Bank HDB FINANCIAL SERVICES kotak

UP TO 15% INSTANT DISCOUNT# SBI card

#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹6,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 17 Jan - 02 Feb 2026. T&C Apply.

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | 89 SHOWROOMS

BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. **Offer price under Exchange Amount,** Offers are not applicable on Samsung Products. # AC on working condition.

locate your nearest Khosla store

COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300 | RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600 | ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232 | SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685 | BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392 | MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

বিশ্বকাপ বয়কটের হুমকি পাকিস্তানের

ছাঁটাই বাংলাদেশ, পরিবর্ত স্কটল্যান্ড

ঢাকা ও দুবাই, ২৪ জানুয়ারি : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শেষপর্যন্ত কঠোর অবস্থান নিতে বাধ্য হল আইসিসি। আশঙ্কামাফিক টি২০ বিশ্বকাপ থেকে ছাঁটাই পদ্মাপাড়ের টাইগার ব্রিগেড। বাংলাদেশের জায়গায় ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু মেগা আসরে ডাক পেল স্কটল্যান্ড।

গত কয়েকদিনে একাধিকবার বৈঠকে বসেছে দুই পক্ষ। কিন্তু বরফ গলেনি। আইসিসি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে হলে ভারতেই খেলতে হবে। যদিও ভারত বিরোধী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যা মানতে রাজি হয়নি তারা। ভারত-বয়কটে অনড় থাকার মাশুল বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ হাতছাড়া লিটন দাসদের।

এদিন সন্ধ্যায় আইসিসি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, '২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপে খেলছে না বাংলাদেশ। নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী ভারতে খেলতে রাজি নয় বিসিবি। বোর্ড সদস্যরা যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পরিবর্তে টুর্নামেন্টে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

ভারতে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়ে তোলা বাংলাদেশের আশঙ্কাও ফের খারিজ করে দেয় আইসিসি। সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার দাবি, নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। রিপোর্টে ভারতে বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তাজনিত কোনও আশঙ্কার উল্লেখ নেই। তাছাড়া একাধিকবার বিসিবি-কে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল।

গতকালই বিসিবি-কে শেষবারের মতো জানিয়ে দেওয়া হয় ভারতেই খেলতে হবে। বিসিবি-র জবাব ছিল, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ভারতে খেলার অনুমতি দেয়নি। ফলস্বরূপ বাংলদেশকে টি২০ বিশ্বকাপ থেকে ছাঁটাইয়ের মতো কঠোর অবস্থান নিতে বাধ্য হল জয় শা-র আইসিসি।

ক্রিকেট বিশ্বের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার দাবি, টুর্নামেন্ট কার্যত দোরগড়ায়। এত কম সময়ে সূচি বদলানো কঠিন। আর তা করাও বাস্তবসম্মত হত না। কঠিন হলেও তাই বাংলাদেশকে ছাঁটাইয়ের মতো পদক্ষেপ করতে হয়েছে। ফলে গ্রুপ 'সি'-তে বাংলাদেশের পরিবর্ত হিসেবে খেলবে স্কটল্যান্ড।

এদিকে, বাংলাদেশ-বিতর্কে জল আরও ঘোলা করতে ময়দানে নেমে পড়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সংস্থার চেয়ারম্যান মহসিন নকভি হুমকি দিয়েছেন, সরকার চাইলে তারাও বিশ্বকাপ থেকে দল তুলে নিতে প্রস্তুত। যুক্তি, ভারত, পাকিস্তানকে অতীতে নিরপেক্ষ কেন্দ্রে খেলার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশেরও যা পাওয়া উচিত।

নকভির দাবি, বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। আইসিসি এই নিয়ে দ্বিচারিতা করেছে। একটা দেশ (পড়ুন ভারত) ইচ্ছামাফিক যে কোনও পদক্ষেপ করছে। অন্য কোনও দেশ করলে সমস্যা! উসকে দিয়েছেন পাকিস্তানের বিশ্বকাপ-বয়কটের সম্ভাবনাও!

পিসিবি চেয়ারম্যান বলেছেন, 'বিশ্বকাপ বয়কটের সিদ্ধান্ত একান্তভাবে নিতে পারে দেশের সরকার। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বর্তমানে দেশের বাইরে। ফিরলেই আলোচনায় বসবেন। আইসিসি নয়, পাক সরকার যে নির্দেশ দেবে, সেটাই অনুসরণ করবে করবে পিসিবি।'

গতকালই ভবি বুঝে গিয়েছিল বাংলাদেশ। আগেভাগেই তাই 'সিমপ্যাথি' কার্ড খেলতে দেখা যায় বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে। গতকালই জানান, বাংলাদেশের মানুষ ক্রিকেট পাগল। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে সমর্থন আরও বেশি করে দরকার। কারণ, টি২০ বিশ্বকাপ থেকে ছাঁটাই হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

আজ সেই আশঙ্কাতেই সিলমোহর আইসিসি-র।

> বিশ্বকাপ বয়কটের সিদ্ধান্ত একান্তভাবে নিতে পারে দেশের সরকার। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বর্তমানে দেশের বাইরে। ফিরলেই আলোচনায় বসবেন। আইসিসি নয়, পাক সরকার যে নির্দেশ দেবে, সেটাই অনুসরণ করবে করবে পিসিবি।
>
> **-মহসিন নকভি**
> পিসিবি চেয়ারম্যান

৪ উইকেট নিয়ে নিউজিল্যান্ডকে ভাঙলেন আরএস অম্বরীশ।

ডিএলএসেও মসৃণ জয় আয়ুষদের

বুলাওয়াও, ২৪ জানুয়ারি : বৃষ্টিবিঘ্নিত বিশ্বকাপের ম্যাচেও সহজ জয় অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের। নিউজিল্যান্ড যুব দলকে ডিএলএস পদ্ধতিতে ৭ উইকেটে হারাল বৈভব সূর্যবংশী, আয়ুষ মাত্রেরা।

শনিবার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ম্যাচে জিম্বাবোয়ের কুইন্স স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি ৩৭ ওভারে নামিয়ে আনা হয়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারতের নিয়ন্ত্রিত ও আক্রমণাত্মক বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। ৩৬.২ ওভারে ১৩৫ রানে অল আউট হয় কিউয়ি যুব দল। একাই ৪ উইকেট নেন আরএস অম্বরীশ। হেনিল প্যাটেলের শিকার ৩।

রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন বৈভব। ২৩ বল খেলে ৪০ রান করেন তিনি। এরপর আয়ুষ দায়িত্বশীল ইনিংস খেলে ম্যাচের রাশ ভারতের হাতে তুলে দেন। ২৭ বলে ৫৩ রান করেন আয়ুষ। তাঁর অর্ধশতরানেই ভারতের জয়ের পথ আরও প্রশস্ত হয়। ম্যাচের মাঝে ফের বাদ সেধেছিল বৃষ্টি। ফলে ডিএলএস পদ্ধতিতে ভারতের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১৩০ রান। মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে নির্ধারিত ওভারের অনেক আগেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ভারত।

গ্রুপ পর্বে টানা জয়ে এই মুহূর্তে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ভারতীয় শিবির। এই পারফরমেন্সে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের শিরোপার অন্যতম দাবিদার হিসেবেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করল বৈভবরা।

ডব্লিউপিএল খুঁজছে স্পিড কুইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : নতুন পেস বোলারের সন্ধানে ডব্লিউপিএল। যার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে দেশের পাঁচটি জায়গায় ট্রায়াল নেওয়া হবে। যার মধ্যে রয়েছে শিলিগুড়িও। শহরে ট্রায়াল আয়োজনের দায়িত্বে থাকা মনোজ ভার্মা বলেছেন, 'বৃহস্পতিবার শালবাড়ির প্রগতি কলেজ অফ এডুকেশনে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ট্রায়াল নেওয়া হবে। অনূর্ধ্ব-১৯ ও ২৩ পেস বোলাররাই শুধুমাত্র এই প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে। ভারতীয় বোর্ড নির্বাচক হিসেবে এজন্য দেবোপম সরকারকে পাঠাচ্ছে। সঙ্গে স্থানীয় মহম্মদ আক্রাম রাজা ও মণিশংকর ভাট থাকছেন।' তিনি আরও বলেছেন, 'ট্রায়ালে নামার জন্য ডব্লিউপিএলের ওয়েবসাইটে গিয়ে নাম লেখাতে হবে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত সময় রাখা হয়েছে। তবে বাইরে থেকে কেউ এলে আমরা চেষ্টা করব কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে সবাইকে ট্রায়ালে নামার সুযোগ দেওয়ার।'

শিলিগুড়িতে ট্রায়াল বৃহস্পতিবার

শুরু দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি : বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুরের উদ্যোগে শুরু হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা আন্তঃজেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২৪, ২৫ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি— তিনদিন অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেহালা পূর্ব বিধানসভার বিধায়িকা রত্না চট্টোপাধ্যায় ও ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক অর্ণব মণ্ডল। জেলার ২৭টি কলেজের মোট ৫৩০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতায়।

জয়ের হ্যাটট্রিকে আজ সিরিজে চোখ সূর্যদের -খবর আঠারোর পাতায়

ম্যাচের সেরা হয়ে রবিশঙ্কর প্রসাদ (বাঁয়ে) ও আহমেদ রকিনুর ইসলাম।

জয়ী বিধাননগর, বজরং বয়েজ

রায়গঞ্জ, ২৪ জানুয়ারি : অণিমা দে ট্রফি ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্রিকেট শুরু হল শনিবার। রায়গঞ্জ টাউন ক্লাব মাঠে প্রথম ম্যাচে বিধাননগর স্পোর্টিং ক্লাব ৮৬ রানে হারিয়েছে দক্ষিণ মালদা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে। প্রথমে বিধাননগর ১৯.৩ ওভারে ১৫৮ রানে অল আউট হয়। মানস রায়চৌধুরী করেন ৩৭ রান। সৌরভ কুমার ৩২ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে রান তাড়ায় নেমে দক্ষিণ মালদা ১৩.৫ ওভারে ৭২ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা রবিশঙ্কর প্রসাদ ২১ রানে ২ উইকেট নেন।

পরে গাজোলের বজরং বয়েজ ৯ উইকেটে জিতেছে প্রতিবাদ ক্লাবের বিরুদ্ধে। প্রথমে প্রতিবাদ ১৬ ওভারে ১০৬ রানে অল আউট হয়। সৌম্যদীপ গুপ্তর অবদান ২৩ রান। ম্যাচের সেরা আহমেদ রকিনুর ইসলাম ২৫ রানে ৪ উইকেট ফেলে দেন। জবাবে বজরং ৮.৩ ওভারে ১ উইকেটে ১০৭ রান তুলে নেয়। সুজিত দাস করেন ৪০ রান।

রবিবার মুখোমুখি হবে ডালখোলা একাদশ-হাইওয়ে ইয়ুথ ক্লাব এবং রায়গঞ্জ টাউন ক্লাব-ফ্রেন্ডস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি কাটিহার। *ছবি : রাহুল দেব*

মহকুমা স্তরের ক্রীড়া

রায়গঞ্জ, ২৪ জানুয়ারি : দেবীনগর মহারাজা জগদীশ নাথ হাইস্কুলের উদ্যোগে আয়োজিত মহকুমা স্তরের গেমস অ্যান্ড অ্যাথলেটিক্স উইন্টার মিট শেষ হল শনিবার। মাড়াইকুড়া ইন্দ্রমোহন হাইস্কুলের মাঠে দৌড়ের পাশাপাশি হাই জাম্প ও লং জাম্প সহ ৩০টি ইভেন্ট হয়েছে। আয়োজক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তামিল সোরেন জানিয়েছেন, রায়গঞ্জ, ইটাহার, হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জের মোট ৫ টি জোনের প্রায় ১ হাজার প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে। সফলরা ২৮ জানুয়ারি ইসলামপুরে জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় নামবে।

জয়ী গ্রিন ভিউ, অভিযাত্রী ক্লাব

বালুরঘাট, ২৪ জানুয়ারি : ডিওয়াইএফআই বালুরঘাট-১ লোকাল কমিটির ক্রিকেটে শনিবার গ্রিন ভিউ ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ৩৮ রানে হারিয়েছে বালুরঘাট কচিকলা অ্যাকাডেমিকে। বালুরঘাট টাউন ক্লাব মাঠে প্রথমে গ্রিন ভিউ ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা পার্থ ৫৯ এবং সুরজিৎ রায় ৩৩ রান করেন। বিকাশ সিং ২০ রানে ৪ উইকেট নেন। জবাবে কচিকলা ১৯.৩ ওভারে ১২৫ রানে অল আউট হয়। শুভ সরকারের অবদান ৩০ রান। সুরজিৎ ১৩ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট।

পরে অভিযাত্রী ক্লাব ১০৪ রানে জিতেছে গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের বিরুদ্ধে। অভিযাত্রী প্রথমে ১৮ ওভারে ৫ উইকেটে ২০৪ রান তোলে। অভিশঙ্ক সেন ৭২ রান করেন। প্রদুন্য সরকারের অবদান ৫৫ রান। ধ্রুব রায় ৪৭ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট। জবাবে গঙ্গারামপুর ১৭ ওভারে ১০০ রানে সব উইকেট হারায়। রাহুল চৌধুরী ৪২ রান করেন। ম্যাচের সেরা প্রদুন্য ৩৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন গৌতম রায়ও (৬/২)।

ম্যাচের সেরা প্রদুন্য সরকার। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

ট্রফি নিচ্ছে চাঁচল প্রাক্তনী একাদশ। ছবি : মুরতুজ আলম

প্রীতি ফুটবলে জয় প্রাক্তনদের

সামসী, ২৪ জানুয়ারি : চাঁচল ইউআর শান্তি ক্লাবের পরিচালনায় আয়োজিত প্রীতি ফুটবলে চাঁচল প্রাক্তনী ফুটবল একাদশ ১-০ গোলে হারিয়েছে চাঁচল থানা একাদশকে। বাহাদুর শাহ জাফর স্টেডিয়াম মাঠে একমাত্র গোলটি করেন বিজয় মিলন দাস। ম্যাচের সেরা থানা একাদশের গৌতম দাস।

আন্তঃ ক্লাব অ্যাথলেটিক্স

জলপাইগুড়ি, ২৪ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি জেলা আন্তঃ ক্লাব অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে ২৭-২৮ জানুয়ারি। জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফে উজ্জ্বল দাস চৌধুরী জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় ২০টি ক্লাবের ৫৩৩ জন প্রতিযোগী অংশ নেবে।

শর্মিষ্ঠার জোড়া সোনা

বালুরঘাট, ২৪ জানুয়ারি : কলকাতার বাঙুরে অশোক আখাড়ায় অনুষ্ঠিত রাজ্য স্তরের পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতায় ৬৫ কেজি বিভাগে ডিপ স্কোয়াট ও ডেডলিফট দুই ইভেন্টেই সোনা জিতলেন বালুরঘাটের শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী। তাঁর বাড়ি শহরের আমবাগান এলাকায়। ২৯ বছরের গৃহবধূ সংসার ও ছয় বছরের সন্তানের দায়িত্ব সামলে জেলার ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

সোনার পদক গলায় শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী।